ফরাসী প্রসূন।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক

অনুবাদিত।

কলিকাতা

২০নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, দিনময়ী প্রেসে,

শ্রীঅনুকূলচন্দ্র পারিহাল দ্বারা

মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

১৩১১ সন।

মূল্য এক টাকা।

সূচী।

গল্প।

(কবিতা।)

বিষয়	পৃষ্ঠা

ফরাসী-প্রসূন।

([illegible])

নাস্‌পাতির গান।

(ফরাসী লেখক পৌল-ফেবাল হইতে)

মোদের সে গাঁয়ের মাঝে
একটি নাস্‌পাতি আছে
তার তলায় আনা-গোনা
তানা নানা তানা নানা।

(প্রাচীন গ্রাম্য-গাথা)

১

গ্রামটির প্রান্তভাগে একটি বড় নাস্‌পাতির গাছ ছিল; বসন্তকালে ফুলে-ফুলে একেবারে ছাইয়া যাইত—তখন মনে হইত, ঠিক্ যেন একটা প্রকাণ্ড ফুলের ছাতা। রাস্তার অপর পার্শ্বে একজন জোৎ-দার কৃষকের গৃহ।

গৃহের প্রবেশদ্বার প্রস্তরনির্ম্মিত। কৃষকের একটি কন্যা—নাম তার পেরীন্।

সেই পেরীনের সহিত আমার বিবাহের সম্বন্ধ হইয়াছিল।

২

তাহার বয়স ষোলো-বৎসর। তাহার টুক্‌টুকে গালটিতে যেন কত গোলাপ-ফুল ফুটিয়া থাকে! তেমনি নাস্‌পাতির গাছটিও ফুলে-ফুলে ভরা। এই নাস্‌পাতির তলায় আমি তাকে বলিলাম: "পেরীন্! পেরীন্!—আমাদের বিবাহ কবে হবে?"

৩

এই কথায় তার মাথা হইতে পা পর্য্যন্ত সমস্তই যেন হাস্যময় হইয়া উঠিল! তাহার সেই কেশগুচ্ছ—যাহা বাতাসের সহিত খেলা করিতেছিল;—তাহার সেই কাঠের জুতা-পরা পা-দুখানি,—তাহার সেই হাত-দুটি—যে হাতে সে গাছের একটি ডাল নোয়াইয়া পুষ্প আঘ্রাণ করিতেছিল;—তাহার সেই বিমল শুভ্র ললাটদেশ—তাহার সেই বিম্বাধরবিমুক্ত মুক্তাপ্রভ দন্তরাজি—সবই যেন হাসিতে ভরিয়া গেল।

আমি তাকে বড়ই ভাল বাসিতাম। সে বলিল :—
"যদি সম্রাট্ তোমাকে সৈন্যদলে গ্রহণ না করেন, তা হ'লে
ফসল কাটিবার সময় আমাদের বিবাহ হইবে।"

৪

সম্রাটের সৈন্যসংগ্রহের কাল উপস্থিত হইল। ঈশ্বরের
প্রসন্নতা-লাভের জন্য গির্জ্জায় আমি একটা বাতি পুড়াই-
লাম। কেন না, পেরীন্‌কে ছাড়িয়া যদি দূরদেশে যাইতে
হয়, এই আশঙ্কায় আমার মন বড়ই অধীর হইয়াছিল।
ঈশ্বরের জয় হোক্! সৈন্য-তালিকায় আমার নাম উঠিল
না। জাঁ-নামে একটি যুবক, ধাত্রী-পুত্র-সম্পর্কে আমার
ভাই হইত, তাহারই নাম উঠিল। দেখিলাম সে কাঁদি-
তেছে, আর এই কথা বলিতেছে :—"তা হ'লে আমার
হতভাগী মায়ের দশা কি হইবে?"

৫

"শান্ত হও জাঁ, তুমি কেঁদো না; দেখ, আমার মা-বাপ
নাই; তোমার হয়ে আমিই যাব!"—এই কথা সহসা সে
বিশ্বাস করিতে চাহিল না। পেরীন্ নাস্‌পাতির তলায়
এই সময় আসিল;—তার চোখদুটি জলে ভিজিয়া
গিয়াছে। আমি ইতিপূর্ব্বে কখনও তাকে কাঁদিতে দেখি

নাই। মুখের হাসিটির চেয়ে তার কান্নাটি যেন আরও সুন্দর!

সে আমাকে বলিল:—"তুমি বেশ কাজ করেছ, তোমার খুব দয়া; পিয়ের! তুমি যাও; যতদিন না তুমি ফিরে এসো, আমি তোমার জন্য অপেক্ষা করে' থাকৃব।"

৬

রণবাদ্য বাজিয়া উঠিল—সেনাধ্যক্ষ হুকুম দিতে লাগিলেন: —"ডাইনে, বাঁয়ে,—ডাইনে, বাঁয়ে!—এগোও—চল!" ওয়াগ্রাম পর্য্যন্ত আমরা চলিলাম। মনে মনে বলিলাম:— "পিয়ের! বুক বাঁধো, শত্রু সম্মুখে।" একটি প্রসারিত অগ্নি-রেখা এইবার দেখিতে পাইলাম। পাঁচ-শো কামান এই সময়ে একসঙ্গে গর্জ্জন করিতেছিল; তাহার ধূমে আমার নিশ্বাস যেন রুদ্ধ হইয়া আসিল এবং ভূলগ্ন রক্তে আমার পা পিছ্‌লাইয়া যাইতে লাগিল। আমার ভয় হইল, আমি পিছনে একবার তাকাইয়া দেখিলাম।

৭

পিছনে ফরাসীদেশ এবং সেই গ্রামখানি; আর, সেই নাস্‌পাতির সমস্ত ফুলগুলি এখন ফলে পরিণত হইয়াছে আমি চোখ বুজিলাম—চোখ বুজিয়া দেখিলাম যেন পেরীন্ আমার জন্য ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিতেছে। ঈশ্বরের

জয় হোক্! আমার এখন সাহস হইয়াছে। "এগোও, এগোও!—ডাইনে, বাঁয়ে!—ছোড়ো বন্দুক!—উচাও সঙিন্!"—"সাবাস্! সাবাস্! নবাগত সৈনিকটি তো বেশ দক্ষতা দেখাইতেছে"—"তোমার নাম কি বৎস?"—"মহারাজ! আমার নাম পিয়ের।"—"পিয়ের! আমি তোমাকে ব্রিগেডিয়ার করিয়া দিলাম।"

৮

পেরীন্, পেরীন্!—আমি এখন ব্রিগেডিয়ার! যুদ্ধের জয় হোক্।—যুদ্ধের দিন তো উৎসবের দিন! যুদ্ধযাত্রায় চলা তো অতি সহজ, পায়ের পর পা ফেলিয়া চলিলেই হইল!—"ডাইনে, বাঁয়ে! পিয়ের! এবারও তুমি সকলের আগে?"—"আচ্ছা, একটা কাপ্তেনের ঝাপ্পা (epaulette) তুমি কুড়াইয়া লও।" ঝাপ্পা-ওয়ালা কত মৃত কাপ্তেন তখন ভূ-লুণ্ঠিত—একটা ঝাপ্পা কুড়াইয়া লইয়া স্কন্ধে পরিলাম।

৯

—"মহারাজ! আপনার অত্যন্ত অনুগ্রহ!" "এগোও!—চল মস্কৌ পর্য্যন্ত!" কিন্তু আর বেশি দূর নয়; যতদূর দৃষ্টি যায়, বরফের মরু ধূধূ করিতেছে—যাত্রার পথ মৃতশরীরে বরাবর চিহ্নিত; এদিকে নদী, ওদিকে শত্রুসৈন্য;

দুই ধারে কেবলি মৃতশরীর! "নৌসেতুর প্রথম নৌকা কে ভাসাইতে প্রস্তুত?"—"আমি মহারাজ!"—সব সময়েই তুমি কাপ্তেন্?"

এইবার তিনি নাইট্ উপাধির ক্রস্-চিহ্ন আমাকে পুরস্কার দিলেন।

১০

ঈশ্বরের জয় হোক্! পেরীন্, পেরীন্!—এইবার আমার জন্ম তুমি অহঙ্কার করিতে পারিবে। যুদ্ধ শেষ হইয়াছে, আমি ছুটি পাইয়াছি। এইবার আমাদের বিবাহের উদ্যোগ কর—গির্জার ঘড়ি-ঘণ্টা সব বাজাইতে বল!—পথ অতি দীর্ঘ, কিন্তু আশা শীঘ্রগামী। ঐ দেখা যায়—ঐ উচ্চভূমির পিছনেই আমাদের দেশ।

ঐ যে আমাদের গির্জার চূড়া, মনে হয় যেন গির্জায় ঘড়ি বাজিতেছে।

১১

ঘড়ি বাজিতেছে সত্য—কিন্তু সেই নাস্পাতির গাছটি কোথায়? এই তো ফুল ফুটিবার মাস, কিন্তু কৈ, সেই ফুলে ভরা গাছটি তো দেখিতে পাইতেছি না। পূর্ব্বে তো দূর হইতেই দেখা যাইত। কৈ, আর তো সে গাছটি নাই। আমার সেই কৈশোর-সখা গাছটি, কে তাকে

কাটিয়া ফেলিয়াছে! উহার সেই উজ্জ্বল ফুলগুলি ফুটিয়াছিল বোধ হইতেছে—কিন্তু উহার কাটা ডালগুলি এখন ঘাসের উপর ছড়ানো রহিয়াছে।

১২

—"গির্জার ঘণ্টা কেন বাজিতেছে মাথু!"—"একটা বিবাহ হবে কাপ্তেন্-মশাই।" মাথু আমাকে চিনিতে পারে নাই।

একটা বিবাহ!—ঠিক বলিয়াছে। বিবাহের বর-কন্যা গির্জার সিঁড়িতে ঐ যে উঠিতেছে—আহা! আমার পেরীন্ এখনও সেইরকম হাস্যময়ী লাবণ্যময়ী। পেরীনই কনে', আর বর আমার সেই ভাই জাঁ।

১৩

আমার চারিধারে লোকেরা বলিতেছে:—"দুজনই দুজনকে খুব ভালবাসে।" আমি জিজ্ঞাসা করিলাম:—"এখন পিয়েরের কি হবে?"—"পিয়ের?—কোন্ পিয়ের?"—সে উত্তর করিল।

ওরা আমাকে ভুলিয়া গিয়াছে।

১৪

তখনই আমি গির্জার তলদেশে জানু পাতিয়া বসিলাম। পেরীনের কল্যাণকামনায় ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিলাম

—তাঁর কল্যাণকামনায় ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা জানাই-লাম। ঐ দুইজনকেই আমি ভালবাসিতাম। গির্জার উপাসনা শেষ হইয়া গেলে, আমি নাস্‌পাতির একটি ফুল কুড়াইয়া লইলাম—সে একটি মৃত শুষ্ক ফুল। তার পর, আবার আমি পথ ধরিয়া চলিতে লাগিলাম—পশ্চাতে আর ফিরিয়া দেখিলাম না। ঈশ্বরের জয় হোক্। ওরা দুজ-নেই দুজনকে ভালবাসে; ওরা সুখী হবে!

১৫

"এই যে, পিয়ের! তুমি ফিরে এসেছ যে!"—"হাঁ মহা-রাজ!"—"তোমার বয়স ২২ বৎসর, ইহার মধ্যে তুমি সেনাধ্যক্ষ—ইহার মধ্যে তুমি নাইট্! যদি ইচ্ছা কর, এক-জন কৌন্‌টেসের সহিত তোমার বিবাহের সম্বন্ধ স্থির করিয়া দিতে পারি।"

পিয়ের নাস্‌পাতির ভাঙা ডাল হইতে যে ফুলটি কুড়া-ইয়া লইয়াছিল, সেই শুষ্ক মৃত ফুলটি বক্ষ হইতে বাহির করিল।

—"মহারাজ! এই ফুলটির মত আমার হৃদয়ের অবস্থা। সৈন্যশ্রেণীর মধ্যে অগ্রবর্ত্তী রক্ষিদলে নিযুক্ত হ'য়ে যাতে আমি ধর্ম্মযুদ্ধে বীরের মত মরতে পারি, এখন আমি শুধু তাই চাই।"

১৬

পিয়ের "অগ্রবর্ত্তী রক্ষিদলে" নিয়োজিত হইল।

১৭

গ্রামটির প্রান্তভাগে, বিজয়ের দিনে নিহত, ২২ বৎসর-বয়স্ক একটি কর্ণেলের সমাধি-স্তম্ভ এখনও বর্ত্তমান। নামের পরিবর্ত্তে, পাথরের উপর শুধু এই কথাটি লেখা আছে:— ঈশ্বরের জয় হোক্!

পাদ্রির কঙ্কাল।

(ফরাসী লেখক গ্যাব্রিয়েল মার্ক হইতে)

১

অধ্যাপক আল্‌সিবিয়াড্-রেগোকে যাঁহারা জানেন, তাঁহারা সকলেই বলেন, তিনি একজন বাতিকগ্রস্ত বৃদ্ধ। সকলেই এই কথা বলেন বটে, কিন্তু কেন বলেন, জিজ্ঞাসা করিলে কোন যুক্তিসঙ্গত উত্তর দিতে পারেন না। আমরা যখন কাহাকে 'ভালমানুষ' বলি, তখন যেমন ঠিক্ তার কারণ নির্দ্দেশ করিয়া বলিতে পারি না, 'বাতিকগ্রস্ত' শব্দটিও

আমরা ঐরূপ অনির্দ্দিষ্টভাবেই প্রয়োগ করিয়া থাকি। কিন্তু এ কথা স্বীকার করিতে হইবে, ঐ শব্দটির দ্বারা যে ভাব ব্যক্ত হয়, অন্য কোন শব্দে ঠিক্ সে ভাবটি ব্যক্ত করা যায় না।

সেই সর্ব্বজনসমাদৃত শ্রদ্ধাস্পদ অধ্যাপক আল্‌সিবিয়াড্‌ রেণো সংসার হইতে অবসর লইয়া সুদূর বিজনে বাস করিতেন। কৃপণ, শঠ, স্বার্থপর সাংসারিক ব্যক্তিদিগের সঙ্গ সযত্নে বর্জ্জন করিয়া তিনি উন্মত্তভাবে অতীন্দ্রিয় ভৈষজ্য ও দর্শন শাস্ত্রের গূঢ়রহস্য-আলোচনায় নিমগ্ন থাকিতেন।

১৮৭৯ খৃষ্টাব্দের ২৫শে অক্টোবর তারিখে তিনি একখানি পুরাতন পুঁথির অক্ষর-বাচন ও অর্থোদ্ঘাটনে ব্যাপৃত ছিলেন। সেই পুরাতন পুঁথিখানিতে কতকগুলি অলৌকিক ঘটনার কথা বিবৃত ছিল এবং সেই সম্বন্ধে একজন ধর্ম্মিষ্ঠ মঠ-সন্ন্যাসীর টীকাটিপ্পনীও যথেষ্ট ছিল। কতকগুলি মহাপাপীকে ঈশ্বর কিরূপ শারীরিক দণ্ড বিধান করিয়াছিলেন; পাপের শাস্তিস্বরূপ কাহার বাক্-রোধ হইয়াছিল, রূপগর্ব্বের জন্য কাহার সুন্দর দেহ কুৎসিত হইয়াছিল, এই সমস্ত কথাতেই পুথিখানি পরিপূর্ণ। সেই পুঁথির অন্তর্গত একটি প্রবন্ধের প্রতি তাঁহার মনোযোগ বিশেষরূপে আকৃষ্ট

হয়। সেই প্রবন্ধটি এই :—"একজন নিরস্থীকৃত ব্যক্তির অত্যাশ্চর্য্য প্রামাণিক ইতিহাস।"

সেই প্রবন্ধে এইরূপ বিবৃত হইয়াছে ;—একজন মঠ-সন্ন্যাসী ব্রহ্মচর্য্যব্রত ভঙ্গ করায় সেই পাপের শাস্তিস্বরূপ, তাহার শরীর হইতে কঙ্কাল বাহির করিয়া লওয়া হয়। এইরূপ অস্থিশূন্য অবস্থায় সমস্ত উদ্দাম বাসনার বশবর্ত্তী হইয়া তাহাঁকে অনেক-বৎসর কাল জীবনধারণ করিতে হইয়াছিল। কেন না, সেই পাণ্ডুলিপির লেখক বলেন, মনুষ্যের চিন্তাবল ও ইচ্ছাশক্তির উপর দেহস্থ অস্থিসমূহের বিলক্ষণ প্রভাব আছে। তিনি আরও বলেন, এইরূপেই মনুষ্য এই পৃথিবীতেই কিয়ৎপরিমাণে নরকযন্ত্রণা ভোগ করিয়া থাকে। অধ্যাপক, অনেকদিন হইতে এই সকল অদ্ভূত সিদ্ধান্তের কোনরূপ যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা আবিষ্কার করিতে না পারিয়া, বিরক্ত হইয়া, পুঁথিখানি বন্ধ করিলেন।

বিশ্রামের আবশ্যকতা অনুভব করিয়া, তিনি তাঁহার ক্ষুদ্র গৃহ হইতে বাহির হইলেন। সেই প্রদেশে কৃষক-দিগের একটি সরোবর ছিল, সেই সরোবরের ধারে তিনি নিত্য বেড়াইতে যাইতেন। কুসংস্কারাপন্ন কৃষকেরা সে, সরোবরটিকে 'মোহিনীর সরোবর' বলিত। এইখানেই

অধ্যাপকমহাশয়, উৎপাটিত 'উইলো'গাছের গুঁড়ির উপর বসিয়া, নিশ্চলভাবে, নিবিষ্টচিত্তে অনেকক্ষণ ধরিয়া মাছ ধরিতেন। এইরূপ আত্মবিনোদ অধ্যাপকের পক্ষে অদ্ভুত বটে! একে তো, অধ্যাপক এ পর্য্যন্ত একটি মৎস্যও ধরিতে পারেন নাই; তাতে আবার ঋতুসুলভ শীত ও বিষাদের প্রভাব অতিক্রম করিতে না পারিয়া, ক্রমশ তিনি বিষাদময় চিন্তাসাগরে নিমগ্ন হইয়া পড়িলেন।

শরৎকালের সায়াহ্ন; বিজন পল্লীগ্রামে ইহারই মধ্যে শীতের কাঁপুনি আরম্ভ হইয়াছে। বৃষ্টিজলে সরোবরটি ঈষৎ পীতবর্ণ হইয়া গিয়াছে; এবং সূক্ষ্ম অবগুণ্ঠনের ন্যায় সরোবরের জল কুয়াশায় আচ্ছন্ন হইয়াছে। উচ্চ পাড়ের উপর, শাখা-পল্লব-বিরহিত বৃক্ষগণ স্বীয় গুরুত্ব হারাইয়া যেন সেই স্বচ্ছ কুয়াশায় ভাসিতেছে। তত্রস্থ জনহীন মাঠ-গুলি একেবারে নিস্তব্ধ। কখন-কখন দুই-একটি দাঁড়-কাক আসিয়া ইতস্তত বসিতেছে।

অধ্যাপক, প্রকৃতির এই বিষণ্ণভাবে অভিভূত হইয়া পড়িলেন। বিষাদের চিন্তাজাল আসিয়া যেন তাঁহাকে চারিদিক্ হইতে ঘিরিয়া ফেলিল। তিনি যেন একপ্রকার বিষাদের বিলাস অনুভব করিতে লাগিলেন; স্বীয় অতীত জীবনের অশ্রুময় দিনগুলির স্মৃতিপ্রবাহে আপনাকে অসং-

ষতভাবে ছাড়িয়া দিলেন। এখন যাহা-কিছু তাঁহার দৃষ্টি-পথে পতিত হইল, সমস্তই যেন তাঁহার যৌবনের স্মৃতির সহিত মিশিয়া যাইতে লাগিল। শুষ্ক তরুপল্লবের মধ্যে থাকিয়া তাঁহার মনে হইতে লাগিল, যেন তাঁহার যৌবনের সমস্ত নিষ্ফল স্বপ্ন—অতৃপ্ত বাসনা, মেঘের ন্যায় তাঁহার মস্তিষ্কের মধ্যে ভাসিতেছে।

মনের ভাব টুকিয়া রাখা অধ্যাপকের অভ্যাস ছিল। বিভিন্ন সময়ের মনোভাব তুলনা করিয়া, তাহা হইতে তিনি বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত স্থাপন করিতেন। তিনি এই সময়ে স্মৃতিলিপির বহি বাহির করিয়া, যে কথাগুলি তাহাতে লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন, আমরা তাহার অবিকল প্রতিলিপি নিম্নে দিতেছি :—

"তেরেসিতা ! যে প্রেম এখন অন্তর্হিত হইয়াছে, সেই প্রেমের তুমিই অধিষ্ঠাত্রী দেবী ! তোমার একটি চাহনিতে আমার জীবনের রহস্য খুলিয়া গিয়াছিল ! ঝটিকাভগ্ন শৈলরাশির মধ্য দিয়া—উৎপাটিত বৃক্ষসমূহের মধ্য দিয়া কত-কত বৎসর চলিয়া গিয়াছে, তবু আমি তোমাকে ভাল-বাসি......কোথায় তুমি ? বোধ হয় লোকান্তরে...... আহা ! এই 'বোধ হয়' কথাটির মধ্যে কি মোহনমন্ত্রই নিহিত ! আর আমি—সংসারের গলগ্রহ বৃদ্ধ আমি কিনা

এখানে এই হাস্যজনক তুচ্ছ ক্রীড়ামোদে আত্মবিনোদন করিতেছি! আর তুমি রাফায়েল, স্বপ্নময় রহস্যময় ভাবে ভোর বিশুদ্ধচরিত্র যুবক—তুমি কি চাও?......আমার চক্ষের সম্মুখ দিয়া তোমার সেই মূর্তিখানি যেন চলিয়া যাইতেছে—তোমার মুখে কি-এক অদ্ভুত হাসির রেখা যেন আমি অঙ্কিত দেখিতে পাইতেছি। মানবসুলভ দুঃখকষ্ট হইতে পলায়ন না করিয়া তুমি পাদ্রির বেশে সেই সব দুঃখকষ্ট আরও যেন আঁকড়াইয়া ধরিলে; পরে একদিন সহসা কোথায় অন্তর্হিত হইলে। ওঃ! সে কি ভয়ানক দিন! তেরেসিতা! রাফায়েল! আমি সমস্ত জীবন...”।

এই বাক্যগুলি একটু প্রলাপের মত শুনাইলেও, উহা হইতে বুঝা যায়, সেই বৃদ্ধ অধ্যাপকেরও একদিন ভালবাসার দিন ছিল; আর ইহাও নিশ্চিত, সে সময়ে বিজ্ঞান তাঁর একমাত্র চিন্তার বিষয় ছিল না।

যাহাই হউক, কুয়াশা ক্রমেই ঘনাইতে লাগিল; রাত্রিও নিকটবর্ত্তী, এখন গৃহে ফিরিবার সময় উপস্থিত হইল। অধ্যাপক লম্বা ছিপ্‌কাঠির চারিদিকে সূতা গুটাইয়া জড়াইতে লাগিলেন, তাহার ফাত্‌নাটা সুদূর জলে একগুচ্ছ তৃণের মধ্যে ভাসিতেছিল। মনে হইল, সূতায় যেন টান পড়িতেছে, কিসে যেন আট্‌কাইয়াছে। চেষ্টা

করিয়াও ছিপ্‌টা উঠাইতে পারিলেন না। মনে করিলেন, বঁড়শিতে একটা বড় মাছ বাধিয়াছে; তাই আস্তে আস্তে মৃদুভাবে সূতাটি টানিতে লাগিলেন; ক্রমে বঁড়শিধৃত বস্তুটা নিকটবর্ত্তী হইলে, সেই বস্তুটি দেখিবামাত্র ভয়মিশ্র বিস্ময় তাঁহার মুখে সহসা প্রকটিত হইল।

নিশ্চয়ই সামান্য একটা মৎস্য হইবে।

মনে হইল, বঁড়শি একটা জড়পিণ্ডে আট্‌কাইয়াছে। সৌভাগ্যের বিষয়, সে-সময় দিনের আলো একেবারে তিরোহিত হয় নাই; সেই আলোকে মানুষের মাথার খুলির মত কি যেন একটা পদার্থ দেখিতে পাইলেন। কিন্তু যখন দেখিলেন যে, সেই মাথা একটা শরীরের সহিত স্বাভাবিক বন্ধনে সংযুক্ত, এবং যখন সেই মাংসহীন কঙ্কাল জল হইতে আকৃষ্ট হইয়া পাড়ের বালির উপর প্রসারিত হইল, তখন তাঁহার মনে যে কিরূপ ত্রাস জন্মিল, তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে।

যদিও অধ্যাপক মৃত্যু ও তাহার ফলাফল দর্শনে অভ্যস্ত ছিলেন, কিন্তু এই মনুষ্য-কঙ্কাল অবলোকন করিয়া তাঁহার মুখ পাণ্ডুবর্ণ হইয়া গেল। তবুও তিনি ঐ কঙ্কাল ছাড়িয়া যাইতে পারিতেছিলেন না; কি-যেন একটা দুর্দ্দমনীয় শক্তি তাঁহাকে কঙ্কালের সম্মুখে ধরিয়া রাখিল। তিনি

কম্পিতদেহে সেই কঙ্কালটিকে পরীক্ষা করিতে লাগিলেন; ক্রমে তাঁহার কৌতূহল আরও যেন উত্তেজিত হইয়া উঠিল। তিনি অচিরাৎ জানিতে পারিলেন, উহা মনুষ্য-কঙ্কাল; এবং সর্ব্বপ্রকার বৈজ্ঞানিক অনুমান অনুসারে, মনুষ্যটি জরার প্রভাবেই মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে, স্থির করিলেন। দাঁতগুলি সমস্তই বেশ সুরক্ষিত; এবং সেই বীভৎস শেঁট্‌কানো দন্তপাটি হইতে যেন অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বাহির হইয়া আসিতেছিল; আর তাহার চক্ষুকোটর ও বিস্তৃত মুখের হাঁ, যেন অতলস্পর্শ গভীর বলিয়া মনে হইতেছিল।

কিন্তু অধ্যাপক কিছুতেই বুঝিতে পারিলেন না, কেমন করিয়া সমগ্র কঙ্কালটিকে দেহ হইতে অক্ষুণ্ণভাবে বাহির করা হইয়াছে; অস্থিতে-অস্থিতে এরূপ জোড় রহিয়াছে যে, মনে হয়, যেন সমস্ত কঙ্কালটি একখণ্ড অস্থিমাত্র। এই নিয়ম-বহির্ভূত ব্যাপারটি ভাল করিয়া নিজ কক্ষের মধ্যে অনুশীলন করিবার নিমিত্ত, অধ্যাপক সন্ধ্যার আবরণে অলক্ষিতভাবে কঙ্কালটিকে নিজগৃহে লইয়া যাইবেন, স্থির করিলেন। মাছ ধরিবার সরঞ্জামগুলি গুছাইয়া এবং ছিপ্‌গাছি কঙ্কালের একটা রন্ধ্রের মধ্যে প্রবিষ্ট করাইয়া, এই অদ্ভুত বোঝাটি স্কন্ধে লইলেন এবং এইরূপ প্রেত-তাণ্ডব-

দৃশ্য বাস্তবজীবনে অভিনয় করিতে করিতে গৃহাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

২

গৃহে প্রবেশ করিয়া অধ্যাপক শয়নকক্ষে নিজশয্যার উপর কঙ্কালটিকে স্থাপন করিলেন; এই শয়নকক্ষেই তিনি বিজ্ঞান অনুশীলন করিতেন। এই ঘরটি খুব প্রশস্ত, ঘরের মেজে-ভিৎ খুব উচ্চ এবং ঘরের কড়ি-বরগাগুলি কাল-প্রভাবে কালিমাগ্রস্ত। একটা পুরাতন কার্পেট্, যাহার রং জ্বলিয়া গিয়াছে, সেইটি ঘরের মেজের উপর পাতা; দেয়ালের গায়ে রাশিরাশি পুঁথি, বিবিধ ধাতুর নমুনা এবং আত্মীয়জনের কতকগুলি চিত্রপট সংরক্ষিত। ঘরের কোণে সেকেলেধরণের একটা পুরাতন 'পিয়ানো' রহিয়াছে—কিন্তু তাহা বহুকাল হইতে নিঃশব্দ ও সর্ব্বজনবিস্মৃত। ঘরের অপর প্রান্তে ছত্রিওয়ালা একটা প্রকাণ্ড খাট, খাটের উপর অর্দ্ধজীর্ণ একখানি বুটিদার রেশমের চাদর পাতা। এই শয্যার উপর কঙ্কালটি প্রসারিত, কঙ্কালটির মস্তক একটা বালিশের উপর রক্ষিত। দেখিলে মনে হয়, যেন কঙ্কালটি নিঃস্বপ্ন নিদ্রায় মগ্ন। একটা প্রকাণ্ড সেজের ভিতর একটি দীপ জ্বলিতেছে; সেই সেজের আবরণে দীপালোক ম্লানপ্রভ হইয়া, রহস্যময় একপ্রকার "আধো

আলো আঁধো ছায়া" ঘরের মধ্যে বিস্তার করিতেছে। অধ্যাপক একটি টেবিলের সম্মুখে উপবিষ্ট; টেবিলের উপর রাশিরাশি পুস্তক। সেইখানে তিনি বসিয়া, ঐ মৃত ব্যক্তি না-জানি কি অসাধারণ পাপ করিয়াছিল, সেই বিষয়ে চিন্তা করিতেছিলেন। তাঁহার হৃদয়ের আবেগ কিঞ্চিৎ মন্দীভূত হইলে, বৈজ্ঞানিক কৌতূহল তাঁহার মনকে সবলে অধিকার করিল। কি অপূর্ব্ব প্রক্রিয়ার এই কঙ্কালটিকে দেহ হইতে সমগ্রভাবে বাহির করা হইয়াছে —এমন কি, জলের অবিশ্রান্ত ক্রিয়াতেও তাহার স্বাভাবিক স্নায়ুবন্ধনগুলি ছিন্ন হয় নাই—এই প্রশ্নটি মনে মনে বারম্বার আন্দোলন করিতে লাগিলেন। অস্থিবিন্যাসসম্বন্ধে পূর্ব্বে তাঁহার যে সকল ধারণা ছিল, তৎসমস্তই বিপর্য্যস্ত হইয়া গেল। ঐ বিষয়ের প্রসিদ্ধ গ্রন্থাদি আলোড়ন করিয়াও ইহার কোন সদুত্তর পাইলেন না। তবে কি ইহলোকেই মনুষ্য কখন-কখন অজ্ঞাত জগতের সংস্পর্শে আইসে?—কখন কখন কি মনুষ্য স্পর্শাতীত অধ্যাত্মরাজ্যের সীমান্তে নীত হয়? এইরূপ অতীন্দ্রিয় বিষয়ের চিন্তা করিতে করিতে তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিতে লাগিল।

তাঁহার কেশহীন ললাটের ভার হস্তের উপর ন্যস্ত করিয়া, কঙ্কালের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া, উদ্বিগ্নচিত্তে তিনি

ভাবিতে লাগিলেন। কক্ষরক্ষিত অগ্নিকুণ্ডের শিখাপ্রভা সেই কঙ্কালের উপর পতিত হওয়ায়, মশারির ছায়ায়, সেই কঙ্কাল হইতে যেন অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বাহির হইতে লাগিল। এইরূপ মস্তিষ্ক-বিভ্রমের নিকটবর্ত্তী অবস্থায় উপনীত হইয়া অধ্যাপকের মনে হইল, যেন ঐ মৃতব্যক্তির মাংসহীন মুণ্ডটি চির-আদৃত পূর্ব্ব মুখশ্রী ধারণ করিয়াছে; তিনি যেন সেই করাল কঙ্কালের মুখে একটি হাসির রেখা অঙ্কিত দেখিলেন; তখন তেরেসিতা ও রাফায়েলের নাম আবার তাঁহার মুখে বারংবার উচ্চারিত হইল।

সহসা কক্ষের দ্বারে একটা শব্দ শুনা গেল;—সে এক অদ্ভুত-রকমের শব্দ। পিয়ানো হইতে, প্রতিধ্বনির ন্যায় যেন একটা গোঁগানি-আর্ত্তনাদ নিঃসৃত হইল।

অধ্যাপক শিহরিয়া উঠিলেন।

ঠিক্ সেই সময়ে, কঙ্কালটিও সহসা ঝাঁকুনি দিয়া পাশ ফিরিল এবং দ্বারনিঃসৃত শব্দের স্বরে যেন স্বর মিলাইয়া এই কথাটি বলিয়া উঠিল:—"ভিতরে এসো।"

দ্বার খুলিয়া গেল। একজন পাদ্রি, হাতে দুই লাঠির উপর ভর দিয়া, দ্বারদেশে উপস্থিত হইল। মনে হইল, লোকটি জরাগ্রস্ত ও শ্রান্তিভারে ভারাক্রান্ত, কিন্তু এদিকে দেখিতে বেশ হৃষ্টপুষ্ট। তাহার সাজসজ্জা একটু অদ্ভুত-

ধরণের ও নিতান্ত অসঙ্গত। ক্রমে সে অগ্রসর হইল; চলিবার সময়, তাহার শরীর এক একবার দমিয়া নীচু হইয়া যাইতে লাগিল, আবার স্থিতিস্থাপক রবারের ন্যায় উঠিয়া পড়িতে লাগিল। তাহার চলন এরূপ থপ্‌থপে ও থল্‌থলে যে, সহজেই মনে হয়, তাহার পাদ্রির আলখাল্লার মধ্যে অস্থিহীন মাংসপিণ্ড বই আর কিছুই নাই।

অধ্যাপক বলিয়া উঠিলেন :—"সর্ব্বনাশ! তবে এ কি সেই?"

পাদ্রি অধ্যাপকের নিকট অগ্রসর হইয়া তাঁহার পাশে আসিয়া বসিল এবং ক্ষীণ ঘর্ঘরকণ্ঠে—দন্তহীন বৃদ্ধের অর্দ্ধস্ফুট তরলস্বরে তাঁহাকে বলিল :—"এখানে এসে যদি আপনার বিজনতার ব্যাঘাত করে' থাকি, তা হ'লে মার্জ্জনা কর্‌বেন; আর, আপনার যদি অনুমতি হয়, খানিকক্ষণ আপনার সঙ্গে আমি মন খুলে বাক্যালাপ কর্‌তে ইচ্ছা করি।"

অধ্যাপক অতিমাত্র ভীত হইয়া মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, "আমি কি জ্ঞান হারাইয়াছি?—একি স্বপ্ন দেখিতেছি?" অবশেষে প্রবল চেষ্টার বলে তিনি উত্তর করিলেন :—"বলুন, আমি শুন্‌চি।"

তখন সেই অদ্ভুত অপরূপ হতভাগ্য পাদ্রি এইরূপ

বলিলেন :—"আমি দূরদেশ থেকে আস্‌চি; আমি সেখানে অনেক বৎসর ধরে' আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত কর্‌ছিলেম। আমি একজন মহাপাপী; সেই পাপের কথা আপনার নিকটে বল্‌তে আমার সাহস হচ্চে না। তবু না বল্লেও নয়।

"সে কথা বল্‌তে হ'লে সুদূর অতীতে ফিরে যেতে হয়। তখন আমার যৌবনের আরম্ভ। আমার তখন বয়স ২৫বৎসর। ঐ বয়সে সকল পদার্থের মধ্যেই কেমন-একটা নবীনতা, সরসতা ও দীপ্তির বিকাশ দেখ্‌তে পাওয়া যায়, কিন্তু হায়! দুঃখকষ্টে ও পাপের ফলে সে ভাব শীঘ্রই অন্তর্হিত হয়। কতকগুলি ভীষণ প্রতিজ্ঞা-পাশে আপনাকে আপনি বদ্ধ করে' আমি চিরজীবনের জন্য ঈশ্বরের সেবায় ব্রতী হলেম। আমার একটি বন্ধু ছিল, তাকে আমি ভায়ের মত ভালবাস্‌তেম। সে বড় সাদাসিধা ও সচ্চরিত্র; সে-ও আমাকে খুব ভালবাস্‌তো। সে তার সমস্ত গোপনীয় কথা আমাকে বল্‌ত। বিশুদ্ধ ভালবাসার কল্যাণে, সে অক্ষতশরীরে ও বিনা-অনুতাপে, যৌবনের সমস্ত বিপদ্ বেশ কাটিয়ে উঠেছিল। সে আমাকে তার সমস্ত সুখের অংশভাগী কর্‌ত। তার সমস্ত সঙ্কল্প, তার সমস্ত প্রাণের আশা আমার নিকট

জানাতো। আমার কালো পাদ্রি-পোষাকের মধ্যে, প্রবল-আবেগ-পূর্ণ, প্রচণ্ড উদ্দাম বাসনাময় হৃদয় যে প্রচ্ছন্ন থাকতে পারে, সে বিষয়ে সে কিছুমাত্র সন্দেহ করেনি—তাই সে তার বাগ্‌দত্তা প্রণয়িনীর সমস্ত রূপ-সৌন্দর্য্য অতি উজ্জ্বল বর্ণে আমার কাছে বর্ণনা কর্‌ত। তখন সে জান্‌তে পারে নি, তার সুখের কথা আমাকে বলায় কতটা বিপদ্ আছে।”

অধ্যাপকের মুখ পাণ্ডুবর্ণ হইল। তিনি মনে করিলেন :—“তবে কি, যা আমি সন্দেহ করেছিলেম, তাই ঠিক্ ?”

পাদ্রি যেন তাঁর মনের কথা বুঝিতে পারিয়াই বলিলেন :—“আমার কথাটা শেষ কর্‌তে দিন ; কারণ, সে সমস্ত কথা আপনার কাছে আমায় বল্‌তেই হবে !

“বন্ধুর মুখে যার এত রূপবর্ণনা শুনেছিলেম, তাকে যখন সাক্ষাৎ নিকটে দেখ্‌লেম, তখন দেখেই বুঝ্‌লেম, তার সেই রূপরাশির মধ্যে কতটা মোহিনী শক্তি, কতটা দাহিকা শক্তি নিহিত রয়েছে ! সাক্ষাৎ প্রেমের অধিষ্ঠাত্রী দেবী যেন আমার সম্মুখে উদয় হয়েছেন বলে’ মনে হল !

আমি হঠাৎ প্রেমাসক্ত, ঈর্ষান্বিত, দুর্বৃত্ত ও দুঃসাহসী হয়ে পড়্‌লেম ! সেই অবধি বন্ধু আমার চক্ষুশূল হলেন,

আর আমি সেই রমণীকে সমস্ত হৃদয়ের সহিত ভালবাস্‌তে লাগ্‌লেম। তার কেমন-একটি শিশুসুলভ সরলতা ছিল, আমার সঙ্গে সে বন্ধুর মত ব্যবহার কর্‌ত। আমি প্রায়ই তার সঙ্গে একলা দেখা-শুনা কর্‌তেম। আমার মনকে জয় কর্‌তে অনেক চেষ্টা কর্‌লেম—কিন্তু সকলই বৃথা হ'ল। শেষে আমিই হার মান্‌লেম।”

—“সেই রমণীও কি তোমাকে ভালবাস্‌ত ?”

—“এখনি সমস্ত জান্‌তে পার্‌বেন, শেষপর্য্যন্ত আমার কথাটা শুনুন।

“একদিন গ্রীষ্মকালের সায়াহ্নে,—যখন আমার শৈশব-বন্ধু কোন বিষয়কার্য্য উপলক্ষে অন্যত্র চলে গিয়েছিলেন —আমি তাঁর বাগ্‌দত্তা প্রণয়িনীকে বল্লেম—'চল, আমরা দুজনে একটু মাঠে বেড়িয়ে আসি।' কি সুন্দর সন্ধ্যা! —মেঠো পথের দুধারে কেমন সুন্দর ফুল ফুটে রয়েছে! আহা, চারিদিকে কি আনন্দ!—কি সুগন্ধ! সেই রমণীর দোদুল্যমান বেশ—আলুলায়িত কেশ—সাক্ষাৎ রতিদেবী বলে' মনে হতে লাগ্‌ল। আমি তার পিছনে-পিছনে চল্‌তে লাগ্‌লেম—আমার দৃষ্টি বিষণ্ণ। মুহূর্ত্তের জন্য স্বর্গ দেখ্‌তে পেয়ে পাপীর মনে যে ভাব হয়, আমার তাই হয়েছিল!”

"আমরা একটা সরোবরের ধারে এসে পড়্‌লেম; তার চারিদিকে 'উইলো'গাছের রজতরঞ্জিত শাখাপল্লব। রমণী সেইখানে দাঁড়ালেন; দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ প্রকৃতির সেই সরস-নবীন প্রশান্ত শোভা দেখ্‌তে লাগ্‌লেন; সেখানকার বিমল সুগন্ধি বায়ু অনেকবার পূর্ণনিশ্বাসে গ্রহণ কর্‌লেন; আনন্দে তাঁর হৃদয় উল্লসিত হ'য়ে উঠ্‌ল; আর, হৃদয়ের উচ্ছ্বাস মৃদুমধুর গুঞ্জনে তাঁর মুখ হ'তে মধ্যে-মধ্যে নিঃসৃত হতে লাগ্‌ল। আহা! সেই মুহূর্ত্তে তাঁকে কি সুন্দরই দেখাচ্ছিল!"

—"উঃ! এ যে অসহ্য যন্ত্রণা!"—অধ্যাপক বলিয়া উঠিলেন!

"একটু ধৈর্য্য ধরে' থাকুন। আমি সমস্তই আনু-পূর্ব্বিক বল্‌চি—একটি কথাও বাদ দেব না। তার পর, 'উইলো'গাছের তলা হতে একটি বনফুল কুড়িয়ে নিয়ে কাঁপ্‌তে-কাঁপ্‌তে তার হাতে দিলেম; রমণী আমার মনের আবেগ লক্ষ্য কর্‌তে পারে নি; সে ফুলটি সহজভাবে নিয়ে মাথায় পর্‌লে, আর বল্লে—'আপনার বড় অনুগ্রহ!'

"ঐ কথাটি মধুর সঙ্গীতের মত আমার কাণে যেন বাজ্‌তে লাগ্‌লো, নিজের উপর আমার আর কোন কর্ত্তৃত্ব রইল না! আমি তাকে একদৃষ্টে দেখ্‌তে লাগ্‌লেম।

তার পর সহসা উন্মত্তের ন্যায় অধীর হয়ে তার হাতদুটি ধরে' বল্লেম :—'আমি তোমাকে ভালবাসি।'

"রমণী অবজ্ঞার দৃষ্টিতে আমার পানে চেয়ে ভয়ে চীৎকার করে' উঠ্‌ল।

"তখন, আমি উদ্দাম বাসনার বশীভূত হয়ে, উন্মত্ত-ভাবে, হাঁপাতে-হাঁপাতে, তাকে জলের ধারে টেনে-নিয়ে গেলেম ;—ক্রমে গভীর জলে—আরও গভীর জলে গিয়ে পড়্‌লেম।"

অধ্যাপক যেন প্রহার করিতে উদ্যত, এইরূপ ভাবভঙ্গী সহকারে খাড়া হইয়া উঠিয়া বলিলেন :—"আরে নির্লজ্জ পাষণ্ড!"

—"আপনি আমাকে ঘোর অপরাধী বলে' মনে কর্‌চেন—কিন্তু আরও কতকগুলি কথা আপনাকে শুন্‌তে হবে।

"পরে সেখানকার চাষারা সরোবরের জল থেকে আমাদের টেনে তুল্‌লে। আমি দেশান্তরে চলে গেলেম। সন্ন্যাসব্রত অবলম্বন করে', কঠোর তপশ্চর্য্যা করে' আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত কর্‌ব স্থির কর্‌লেম।

"অনেক—অনেক বৎসর ধরে' কোনো অজ্ঞাত বুনো অসভ্যের দেশে ঘুরে বেড়াতে লাগ্‌লেম। যন্ত্রণার এক-

শেষ,—যতদূর শাস্তি ভোগ কর্‌বার, তা কর্‌লেম; মানুষের বল—মানুষের সমস্ত উদ্যম হারিয়ে অতি শোচনীয়ভাবে জীবনধারণ কর্‌তে লাগ্‌লেম। অতিজঘন্য এই মাংস-পিণ্ডমাত্র আমার অবশিষ্ট রহিল—অস্থিকঙ্কাল হ'তে আমি একেবারে বঞ্চিত হলেম। তখন মাংসপিণ্ডসুলভ সমস্ত উদ্দাম লালসা আমাকে অবাধে পীড়ন কর্‌তে লাগ্‌ল; অথচ সেই সকল লালসা চরিতার্থ কর্‌বার কিংবা অতিক্রম কর্‌বার শক্তি আর আমাতে রইল না। আমার পাপের শাস্তিস্বরূপ, আমার নিজের কঙ্কাল হতে আমি বঞ্চিত হলেম। আমার সেই কঙ্কালটি সেই 'মোহিনীর সরোবরে' এতদিন ছিল, আজ তাকে আপনিই উদ্ধার করে' এনেচেন।

"ঈশ্বর জানেন, আমার যথেষ্ট শাস্তি হয়েছে। এখন আপনার অনুগ্রহ হলেই আমার দেহের কঠিন অংশটি আমি ফিরে পেতে পারি।"

পাদ্রি যেমনি কথা শেষ করিলেন, অমনি সেই কঙ্কালটি শয্যার উপর পাশমোড়া দিয়া অধীরভাবে নড়িতে লাগিল।

অধ্যাপক একটি কথা উচ্চারণ করিবেন, সে শক্তি তার ছিল না। শুধু ভাবভঙ্গী দ্বারা পাদ্রির প্রার্থনায় সায় দিয়া গেলেন।

তখন, যে দৃশ্যটি তাঁহার চক্ষের সম্মুখে উপস্থিত হইল, তাহা অশ্রুতপূর্ব্ব। তিনি দেখিলেন, কঙ্কালটি সজীব হইয়া পাদ্রির নিকট যাইবার জন্য উদ্যত হইয়াছে। সে উঠিয়া বসিল, পরে শয্যা হইতে নীচে নামিয়া খাড়া হইয়া দাঁড়াইল।

পাদ্রি এবং তাহার কঙ্কাল স্নেহার্দ্রদৃষ্টিতে—এমন কি, ভালবাসার দৃষ্টিতে ক্ষণেকের জন্য পরস্পরকে চাহিয়া দেখিল। যে অমানুষ কণ্ঠ ইতিপূর্ব্বে "ভিতরে এসো"—এই কথা উচ্চারণ করিয়াছিল, সেই কণ্ঠস্বরই আবার পাদ্রিকে বলিলঃ—"এসো"! দুইজনে পরস্পর কাছাকাছি হইল; পরস্পরকে আবেগভরে জাপ্‌টিয়া ধরিল; কোন-এক অলৌকিক শক্তির প্রভাবে কঙ্কালটি অদৃশ্য হইয়া পড়িল এবং সেই পাদ্রির নিরস্থীকৃত শরীরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া কঙ্কালটি আবার নিজস্থান অধিকার করিল; পাদ্রির শরীর সহসা দৃঢ় ও বৰ্দ্ধিত হইল। এখন আবার পাদ্রি পূর্ব্ববৎ দৃঢ়পদে চলিতে লাগিলেন; তাঁর কণ্ঠস্বর পরিস্ফুট ও পরিপুষ্ট হইল এবং তিনি অতি কাতরভাবে বলিতে লাগিলেনঃ—"যে কথা সর্ব্বাপেক্ষা ভয়ানক, এখন সেই কথা আপনার নিকট প্রকাশ করব। আমাকে মার্জ্জনা করবেন, যে নির্দ্দোষী রমণী আমাদের এই সব দুর্দ্দশার

কারণ,—তিনি তেরেসিতা, আর সেই হতভাগ্য পাদ্রির নাম……"

—"রাফায়েল?"—অধ্যাপক বলিয়া উঠিলেন; এবং সেই একই সময়ে সবেগে পাদ্রিকে আক্রমণ করিয়া তাহার গলা টিপিয়া ধরিলেন।

——"হতভাগা! তোকে আমি মার্জ্জনা কর্‌ব, এ কথা মনে কর্‌তেও তোর সাহস হয়? বল্‌, তুই তেরেসিতার কি কর্‌লি?—এখনও কি সে বেঁচে আছে?"

——"সেই সরোবরের জল থেকে চাষারা যখন আমাদের দুজনকে তোলে, তখন হতভাগ্য আমিই শুধু জীবিত ছিলেম—তেরেসিতা জলমগ্ন হয়ে"……এই কথা বলিতে বলিতে পাদ্রি পিছু হটিয়া ঘরের অপর প্রান্তের দিকে চলিতে লাগিলেন।

——"তবে তুই তার মৃত্যুর কারণ?"—এই বলিয়া অধ্যাপক সেই পাদ্রিকে জাপ্‌টিয়া-ধরিয়া শয্যার উপর পাড়িয়া ফেলিলেন। "হতভাগা! এই তোর প্রতিশোধ!"—এই বলিয়া একটা ছোরা লইয়া পাদ্রির বুকে বসাইয়া দিলেন।

কিন্তু একি কাণ্ড! সেই ছোরাটা শরীরের মধ্যে প্রবেশ না করিয়া, কি-যেন একটা শক্ত জিনিষে ঠেকিয়া

পিছ্‌লাইয়া পার্শ্বের উপর আসিয়া পড়িল। ইতিপূর্ব্বেই পাদ্রি অন্তর্হিত হইয়াছিল। অধ্যাপক দেখিলেন, ছিপে-ধরা সেই কঙ্কালটিই তাঁর সম্মুখে প্রসারিত, আর তিনি সেই কঙ্কালের বুকেই ছোরা বসাইয়াছেন।

এই সব ঘটনার কয়েকমাস পরে, অধ্যাপক সংবাদ-পত্রে নিম্নলিখিত ছত্রগুলি পাঠ করিলেন :—

"চীনদেশের উপকূলে লইচেউ-প্রায়দ্বীপে, পাদ্রি-রাফায়েল—যিনি অনেকবৎসর যাবৎ চীনে খৃষ্টধর্ম্ম প্রচার করিতেছিলেন, তিনি গত ২৫শে অক্টোবর তারিখে নিজ-শয্যায় ছুরিকাঘাতে নিহত হইয়াছেন।"

অধ্যাপক সেই অদ্ভুত কঙ্কালের বিবরণ ইতিপূর্ব্বে স্বীয় স্মৃতিলিপিপুস্তকে লিখিয়া রাখিয়াছিলেন; এক্ষণে উহার সহিত মিলাইয়া দেখিলেন, ঠিক ঐ তারিখেই সেই কঙ্কালটিও অদৃশ্য হয়। ইহা হইতে তিনি যেন জ্ঞানের একটি নূতন রশ্মি দেখিতে পাইলেন। চৌম্বকাকর্ষণের ফলে দূরবর্ত্তী ঘটনার ছায়া কিরূপে চিন্তার মধ্যে আসিয়া পড়ে—কিরূপে দুই সদৃশ ঘটনা এক সময়েই সংঘটিত হয়—এককথায়, "বুদ্ধির মরীচিকা" কিরূপে উৎপন্ন হয়, এক্ষণে তিনি তাহারই অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন। পরে ঐ নামে তিনি এক সুদীর্ঘ প্রবন্ধ রচনা করিলেন। সে

প্রদেশের লোকেরা লক্ষ্য করিল, অধ্যাপক আর-যাহাই করুন না কেন, সেই অবধি ছিপ্ দিয়া আর মাছ ধরেন না।

সম্রাটের প্রতিশোধ।

(ফরাসী লেখক চার্ল্‌স-গলেট্ হইতে)

সৌম্য পাঠিকা ! নিশ্চিন্ত হও ; আমি এখন তোমাদের নিকট যাহা বলিতে যাইতেছি, তাহা নগর অবরোধের কথা নয়, যুদ্ধবিগ্রহের কথা নয়, সম্রাট্ নেপোলিয়ান কিরূপ শান্তি-নীতি অবলম্বন করিয়া একটি রমণীর উপর প্রতিশোধ লইয়াছিলেন—ইহা তাহারই কথা।

স্ত্রীলোকটি সে-সময়কার একজন প্রখ্যাতা সুন্দরী ; তাহার এতটা রূপগর্ব্ব ছিল যে, তিনি সম্রাট্ নেপোলিয়ানের প্রতিও অবজ্ঞা প্রকাশ করিতে সঙ্কুচিত হন নাই।

এই সুন্দরীর নাম শ্রীমতী এতিয়েনেট্ বুর্গোয়ঁ্যা; তিনি "কমেড্রি-ফ্রঁাসেজ"-নামক প্রখ্যাত ফরাসী থিয়েটারের উজ্জ্বলতম নক্ষত্র ছিলেন; এই কারণে, তাঁহার আত্মগরিমা ও গর্ব্বের পরিসীমা ছিল না। কিন্তু ইহার জন্য তাঁহাকে একবার অনুতাপ করিতে হইয়াছিল। তাহারই ইতিহাস নিম্নে বিবৃত হইতেছে।

সম্রাট্ নেপোলিয়ান এই সুন্দরী অভিনেত্রীকে যে নিতান্ত ঔদাস্যের দৃষ্টিতে দেখিতেন, ঠিক এরূপ বলা যায় না; কিন্তু এপর্য্যন্ত আকার-ইঙ্গিতেও তাঁহার মনোভাব কিছুমাত্র প্রকাশ পায় নাই; কেবল একবার, তাঁহার রাজ্যের আভ্যন্তরিক বিভাগের সচিব "শ্যাপ্তাল" এর সহিত ঐ অভিনেত্রীর যে আসক্তি ছিল, সেই কথাপ্রসঙ্গে তাঁহার মুখ দিয়া যে ঠাট্টা-টিট্‌কারি বাহির হয়, তাহা হইতেই তাঁহার মনোভাবের কিঞ্চিৎ আভাস পাওয়া গিয়াছিল। কিন্তু ইহা নিশ্চয়, শ্যাপ্তালের প্রতি তাঁহার ঈর্ষার ভাব কিছুমাত্র ছিল না, তিনি শুধু এই কথা ভাবিয়া শ্যাপ্তালের প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন যে, যে স্ত্রীলোকের মান মর্য্যাদা-প্রতিপত্তির তিনিই একমাত্র কারণ, তাহার নেক্‌নজরে তিনি না পড়িয়া পড়িল কিনা শ্যাপ্তাল!

একদিন ঐ সচিব, তাঁহার সম্রাটের নিকট রাজকার্য্য-ঘটিত কি-একটা প্রস্তাব উপস্থিত করিয়াছেন, এমন সময়ে সম্রাট্ হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন; ভাল কথা, শ্রীমতী বুর্গোয়ঁ্যা কেমন আছেন? শ্যাপ্‌তাল কিছু থতমত খাওয়ায় তিনি আবার বলিলেন:—"বল না হে, আমার কাছে ভাঁড়াভাঁড়ি কোরো না। আচ্ছা, সত্যি কথা বল দিকি, তোমার কি বিশ্বাস—তোমার প্রতি সে যথার্থই অনুরক্ত?"

——"মহারাজ! আমি তো এইরূপ আশা করি, অন্তত এইটুকু নিশ্চয় করে বল্‌তে পারি, এ ক্ষেত্রে আমার কোন প্রতিদ্বন্দ্বী নাই।"

——"আর বল্‌তে হবে না। যখন বলেছ 'আমি তো এইরূপ আশা করি', তখনই বেশ বোঝা গেছে। দেখ, একনিষ্ঠা সম্বন্ধে সাধারণ স্ত্রীলোকের বড়-একটা মূল্য নাই, আর, থিয়েটারের স্ত্রীলোক,—তাদের তো কোন মূল্যই থাকিতে পারে না!"

——"মহারাজের দেখ্‌চি স্ত্রীলোক-সাধারণের প্রতি বড়-একটা সদয়-ভাব নাই; কিন্তু আমার বিনীত প্রার্থনা, যদি এই সাধারণ নিয়ম হ'তে একটি স্ত্রীলোককে মহারাজ বর্জ্জিত করেন"—

——"তোমার প্রাণেশ্বরীকে বুঝি? আহা বেচারা শ্যাপ্‌তাল! তোমার জন্য বড় দুঃখ হয়। এ তুমি বেশ জেনো, সে-ও অন্যেরই মত সমান অবিশ্বাসী ও চপলচিত্ত। যদি রাজকার্য্যের বাধা না থাকৃত, তা হ'লে আমি নিজেই সে বিষয় সপ্রমাণ করে' দিতে পারতেম। কিন্তু এখন তোমার সঙ্গে আমার গুরুতর কাজের কথা আছে; এখন ও-সব তুচ্ছ কথা থাক্‌। এসো, আবার রাজকার্য্যে মন দেওয়া যাক্‌।"

এক্ষণে সম্রাট্‌ আবার চিরাভ্যস্ত অবিচলিত-ভাব ধারণ করিয়া তাঁহার সচিবের কার্য্যবিবরণী শুনিতে লাগিলেন।

সম্রাটের সহিত রাজকার্য্যের কথা শেষ করিয়া, শ্যাপ্‌-তাল তাঁহার প্রেয়সী শ্রীমতী বুর্গোয়্যাঁর গৃহে গমন করিলেন; গিয়া দেখিলেন, তিনি কাজে বড়ই ব্যস্ত। পরদিন সম্রাটের নিজস্ব থিয়েটারে অভিনয় করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হইয়াছেন, তাই অবিশ্রান্তভাবে স্বীয় বেশভূষার বিবিধআয়োজন সংগ্রহে ব্যাপৃত!

যাহাই হউক, এক্ষণে উভয়ের মধ্যে অবকাশমত কথা-বার্ত্তা চলিতে লাগিল। রাজবাটীতে যাহা যাহা ঘটিয়াছিল, শ্রীমতীর সম্বন্ধে সম্রাট্‌ যে-সমস্ত বেয়াদবীর কথা বলিয়াছিলেন, পোনেরো মিনিটের মধ্যে শ্যাপ্‌তালের নিকট

হইতে শ্রীমতী সমস্তই অবগত হইলেন; এবং ক্রোধাবিষ্ট হইয়া বলিয়া উঠিলেন—"ও! কি দেমাক্! আমাদের সঙ্গে এইরূপ ভাবে ব্যবহার করেন যেন আমরা অধমের অধম; আর মনে করেন, তু-করে' ডাক্‌লেই বুঝি আমরা তাঁর দরজায় গিয়ে হাজির হব। সুলতান-বাহাদুর কখন যদি এখানে আসেন তো মজাটা দেখিয়ে দি। সম্রাট্—সম্রাট্ সম্রাট্‌কে আমি থোড়াই কেয়ার্ করি। তাঁর নিজের থিয়েটারে কাল আমি তো আর যাচ্চি নে।"

শ্যাপ্‌তাল উদ্বিগ্ন হইয়া বলিলেনঃ—শ্রীমতি! তুমি এর ফলাফল ভাবচ না। তুমি যদি না যাও, তা হ'লে যে বিদ্রোহ-অপরাধে অপরাধী হবে। তোমার সঙ্গে পূর্ব্ব হ'তে বন্দোবস্ত হয়ে আছে, আর এখন তুমি সম্রাজ্ঞীর সম্মুখে উপস্থিত হবে না! ভেবে দেখ, নিমন্ত্রণই তাঁর হুকুম—দস্তুরমত হুকুমেরই সামিল।"

——"সে তো আরো খারাপ! যা হবার তা' হবে। আমি প্রতিজ্ঞা করেছি যাব না; আমার এক কথা বই দুই কথা নয়।"

সচিব স্বীয় প্রাণেশ্বরীর রোষশান্তির জন্য বিধিমতে চেষ্টা করিলেন। কিন্তু, কি ভয়প্রদর্শন, কি অনুনয়, কিছুতেই তাঁহাকে শান্ত করিতে পারিলেন না। শ্রীমতী

বুর্গোয়্যার একপ্রকার আত্মরেপনার একগুঁয়েমি ছিল। আর, তিনি মনে করিতেন, সৌন্দর্য্যের রাজদণ্ড যখন তাঁহার হস্তে, অন্য রাজদণ্ড তাহার নিকট অতি তুচ্ছ!

কিন্তু তাহার পরদিন, বোনাপার্ট ইহার বিপরীত কথাটাই সপ্রমাণ করিয়া দিলেন। অবাধ্যতা-অপরাধে ধৃত করিয়া পরদিবসই তাঁহাকে কারাগারে পাঠাইয়া দিলেন। কারাগারে গিয়া শ্রীমতী বুঝিলেন, তিনি যে-সমস্ত বিষয়ে অভিমান রাখেন, তাহা নিতান্তই শূন্যগর্ভ।

এই প্রতিশোধ লইবার পর, আবার অন্যপ্রকার প্রতিশোধের উদ্যোগ চলিতে লাগিল। কেননা, শ্রীমতীর সেই প্রতিজ্ঞার কথা সম্রাটের কাণে আসিয়াছিল। তাই, সম্রাট একদিকে যেমন অভিনেত্রীর হিসাবে তাঁহাকে দণ্ডিত করিয়াছিলেন, অন্যদিকে রমণীর হিসাবেও তাঁহাকে আবার শাসিত করিবেন, সঙ্কল্প করিলেন।

কিন্তু এ কাজটি তেমন সহজ নহে; কেননা, ইহাতে শ্রীমতীর সম্মতি নিতান্তই আবশ্যক; এবং ইতিপূর্ব্বে যেরূপ নির্দ্দয়ভাবে তাঁহাকে কারাবদ্ধ করা হইয়াছিল, তাহাতে তিনি যে সহজে তাঁহার সম্মতি পাইবেন, তাহারও বড়-একটা সম্ভাবনা ছিল না! কিন্তু এই সকল বাধাবিঘ্ন সেই স্বেচ্ছাচারী সম্রাটকে নিরুৎসাহ করা দূরে থাকুক,

প্রত্যুত এই কার্য্যসাধনে তাঁহাকে আরো উত্তেজিত করিল। তিনি প্রতিশোধের একটা ফন্দি মনে মনে ঠাওরাইলেন; এবং উহা কার্য্যে পরিণত করিবার নিমিত্ত, সেই সময়ের সর্ব্বপ্রধান নীতিকৌশলী চতুরচূড়ামণি 'ট্যালের াঁ'র (Talleyrand) উপর ভার দিবেন বলিয়া স্থির করিলেন।

একদিন শুভমুহূর্ত্তে, ট্যালেরাঁ সেই মনোমোহিনী অভিনেত্রীর নিকট উপস্থিত হইলেন। এবং যেন তাঁহার নিজেরই স্বার্থের জন্য আসিয়াছেন, এই ভাবে চাটুকারের ন্যায় শ্রীমতীর নিকট নানাপ্রকার মন-জোগানো কথা বলিতে লাগিলেন এবং ভক্তের ন্যায় যত্ন দেখাইয়া বিধিমতে তাঁহার মনস্তুষ্টি সাধন করিলেন।

এইরূপে ট্যালেরাঁ যখন দেখিলেন, জমিটি বেশ প্রস্তুত হইয়াছে, তখন সেই প্রখ্যাত সম্রাট-কঞ্চুকী শ্রীমতীর মন বুঝিবার জন্য, সম্রাটের গুণকীর্ত্তন আরম্ভ করিয়া দিলেন;—তাঁহার প্রতিভা, তাঁহার যশকীর্ত্তির কথা সবিস্তারে বলিতে লাগিলেন; পরে থিয়েটারের কথা পাড়িয়া বলিলেন, থিয়েটারের রমণীরা সেই বীরপুরুষের একটি কটাক্ষলাভের জন্য কি উন্মত্ত!'

তাঁহার কথার মাঝখানেই শ্রীমতী বলিয়া উঠিলেন:— "হুজুর! মাপ করবেন, আমার সঙ্গিনীরা উন্মত্ত হতে

পারে, কিন্তু তার সঙ্গে আমার কোন সংস্রব নেই, তাদের এইরূপ ব্যবহার আমি কিছুতেই মার্জ্জনা কর্‌তে পারিনে। আমার নিজের সম্বন্ধে আমি সাহস করে' বল্‌তে পারি, আপনার কর্সিকানিবাসীর—কি দৃষ্টি, কি মুর্ত্তি—কিছুই আমাকে এ-পর্য্যন্ত মুগ্ধ কর্‌তে পারে নি।"

—"এখন সমস্ত বুঝ্‌তে পার্‌লেম। সম্রাট্ যে তোমাকে ভালবাসেন, তোমার এই ঔদাস্যই তার কারণ।"

—"হাঁ, কিন্তু সম্রাট্-বাহাদুরের ভালবাসার ধরণটি ভারি অদ্ভুতরকমের—তিনি যাকে ভালবাসেন, তাকে তিনি সাধারণ অপরাধীর মত কারাগারে পাঠিয়ে দেন।"

—"তার কারণ, বোনাপার্ট ঈর্ষার আগুণে জ্বল্‌চেন; আর জানই তো, ঈর্ষার বশে লোকে অন্ধ হয়ে কি না করে! তোমার প্রতি আর-একজনের ভালবাসা সন্দেহ করে' তিনি তোমাকে শাসন করেছিলেন।"

—"আর-একজন আবার কে?—কার উপর আমার ভালবাসা? হুজুর! খুলে বলুন—খুলে বলুন!"

—"আবার কে?—সেই ভাগ্যবান্ পুরুষ, যে তোমার মন হরণ করেছে—সেই শ্যাপ্‌তালের উপর

তোমার ভালবাসা—না, ও-সব কথায় আর কাজ নেই—এখন অন্য কথা কওয়া যাক্। আমি একজনের হয়ে কেন মিছে বল্‌তে যাই, বিশেষ যখন সে আমার উপর বল্‌বার কোন ভার দেয় নি।" ট্যালের়াঁ ভাবিলেন, একবারের পক্ষে যথেষ্ট বলা হইয়াছে; শ্রীমতীর চিন্তা-প্রবাহের পথ মুক্ত রাখাই এস্থলে সুপরামর্শ।

ইহার পর, যে-সব কথাবার্ত্তা হইল, তাহার মধ্যে চতুরচূড়ামণি সম্রাটের আর কোন কথা পাড়িলেন না; কেবল কথায়-কথায় একবার জানাইয়া দিলেন যে, "রোজিন্"এর ভূমিকা গ্রহণ করিবার নিমিত্ত সম্রাট শ্রীমতী মার্সকে নিজের "মালমেজোঁ"-থিয়েটারে আহ্বান করিয়াছেন।

এই কথা শুনিয়া মর্ম্মাহত হইয়া শ্রীমতী বলিলেন :—"বটে! তিনি কি রাজি হয়েছেন?"

——"রাজি হবেন না কেন? রোজিনের সাজে তাঁকে বেশ মানায়; আর তিনি রাজদরবারে অভিনয় করবেন, এতে দুঃখিত হবার তো কোন কারণ নাই।"

অভিনয়ের পরদিন, ট্যালের়াঁ শ্রীমতী বুর্গোয়ঁ্যার নিকটে গিয়া জানাইয়া আসিলেন, "তাঁহার স্থলাভিষিক্তা অভিনেত্রীর অভিনয় খুব উৎরাইয়া গিয়াছে। আর, সম্রাট

অভিনয়ে মুগ্ধ হইয়া, আবার সেই নাটকের অভিনয় দেখিবেন, এইরূপ আদেশ করিয়াছেন। রাজদরবারে এখন শ্রীমতী মার্সের যে বিলক্ষণ প্রতিপত্তি হইয়াছে, তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই।"—এই কথা শুনিয়া শ্রীমতী অর্থসূচক একটা মুখভঙ্গী করিলেন।

ইহার পর যখন আবার শুনিলেন, শ্রীমতী মার্স সম্রাট্-সম্রাজ্ঞীর কতটা প্রিয় হইয়াছেন, তখন শ্রীমতী বুর্গোয়ঁ্যার মনের অবস্থা আরো খারাপ হইয়া উঠিল।

একদিন ট্যালের্যাঁ শ্রীমতীর নিকট গিয়া বলিলেন :—"তোমার সখী সম্রাটের নিজস্ব থিয়েটারে খুব বাহবা পাচ্চেন। এখন যদি তাঁর তেমন উচ্চাকাঙ্ক্ষা থাকে, তা হ'লে তিনি ইচ্ছা কর্‌লে, কালই সম্রাট্‌কে তাঁর পদানত কর্‌তে পারেন। সম্রাট-বাহাদুর আজকাল ক্রমাগত তাঁর চোখের প্রশংসা কর্‌চেন।"

শ্রীমতী বুর্গোয়ঁ্যা নাক শিঁট্‌কাইয়া বলিলেন :—"সত্যি নাকি ?—'আমার সখী' তবে পাষাণকেও গলিয়েচেন ? আমি মনে কর্‌তেম, এরূপ অলৌকিক কাণ্ড অসম্ভব।"

শ্রীমতী মর্ম্মাহত হইয়াছেন বুঝিতে পারিয়া সেই প্রখ্যাত কৌশলী আবার আরম্ভ করিলেন :—"এটা যে অসম্ভব নয়, সর্ব্বাগ্রে তোমারই তা' বোঝ্‌বার কথা।"

——"আমার বোঝ্‌বার কথা?—আমি কি করে' ব?"

——"তা না তো কি, মাসখানেক পূর্ব্বে সম্রাট্ তোমার জন্যই তো প্রথমে উন্মত্ত হন।"

শ্রীমতী বুর্গোয়্যাঁ মুখ আঁধার করিয়া বলিলেন:—"আমার বোঝ্‌বার কথা?—হুজুর! আপনি উপহাস কর্‌চেন। আমি যদি একটু চেষ্টা কর্‌তেম, তা' হলে হয় তো……কিন্তু আমি সে প্রলোভনে কখনই পড়িনি।"

——"ওগো বলি শোনো, চেষ্টা না করে' বড়ই ভুল করেচ। কেন না, তা হ'লে এতদিনে বোনাপার্টের হৃদয়ে তুমিই রাজত্ব কর্‌তে; আর, তাঁর আশ্রয়ে থাক্‌লে, 'কমেডি-ফ্র্যাঁসেজ'-থিয়েটারে তুমি সর্ব্বে-সর্ব্বা হতে পার্‌তে।"

——"আপনি কি তবে মনে করেন, আমি যদি ইচ্ছা করি, আজই সে স্থান অধিকার কর্‌তে পারি নে?"

——"আজকাল শ্রীমতী মার্সের ভাগ্য-নক্ষত্র উদয় হয়ে তোমার নক্ষত্রকে সর্ব্বগ্রাস করেছে।"

——"হুজুর! আজ দেখ্‌ছি আমার সম্বন্ধে আপনি খোষ-মেজাজে নেই।"

——"সুন্দরি! এস্থলে আমার কথা হচ্চে না; আমি তো তোমার একজন ভক্তের মধ্যে গণ্য—এখন নেপোলিয়ানের কথা হচ্চে। বলি, তুমি কি শুন্‌তে চাও, কাল সেই রোজিন্‌কে দেখে সম্রাট্ আমার সাম্‌নে কি ব'লেচেন?"

——"হাঁ, বলুন না।"

——"তা হ'লে তুমি যে বেয়াদবী মনে কর্‌বে।"

——"বরং আপনার অকপট ভাব দেখে আমি আরো খুসী হব।"

——"তবে বল্‌চি শোনো;—সম্রাট্ অতি কোমল স্বরে তাকে বল্লেন:—"যতই তোমার অভিনয় দেখি, ততই আমার মনে হয়, শ্রীমতী বুর্গোয়্যাকে যে এক মুহূর্ত্তের জন্যও আমার ভাল লেগেছিল, সেটা আমার পক্ষে অমার্জ্জনীয়।"

——"সত্যি?......তাতে 'আমার সখী' কি উত্তর কর্‌লেন?"

——"তিনি উত্তর আর কি কর্‌বেন, ঐ প্রশংসায় তিনি একেবারে ঢলে' পড়্‌লেন।"

——"রঙ্গিণী আর কি!......যদি রোজিনের জায়গাটা আমি নিতেম, তা হ'লে কি সে অত জারিজুরি

করতে পারতো ?—আমি ছেড়ে দিলেম বলেই না সে ঐ জায়গাটা সহজে পেলে।"

——"আমরও তো তাই মনে হয়। 'রোজিন্' সেজে সে যে বাহবা পাচ্চে, সে তার নিজের গুণে নয়। তবে, সে যে বাহবা পাচ্চে, সেটা সত্যি।"

——"আমি ইচ্ছে কর্‌লে তার জারিজুরি এখুনি ভেঙে দিতে পারি—যতদিন আমার সে ইচ্ছে না হচ্চে, ততদিন সে বাহবা পাক্!"

——"আমি বলি, সে ইচ্ছেটা তোমার এখনি হোক্ না কেন। বুঝ্‌চ না, এই অপমানে তোমার যে পসার নষ্ট হচ্চে।"

শ্রীমতী একটু ইতস্তত করিয়া বলিলেন :—"আচ্ছা, আমি রাজি। দেখা যাক্, শ্রীমতী মার্সের কতটা ক্ষমতা। কিন্তু দেখুন, আপনি এ-সব কথা শ্যাপ্‌তালের কাছে ঘুণাক্ষরেও প্রকাশ কর্‌বেন না। আর, আমার বিষয় সম্রাটের কাছে যদি কিছু বল্‌তে হয়, তাঁর উপরে আমার যে বিদ্বেষভাব আছে, সে কথা যেন তাঁকে কিছুমাত্র বলা না হয়।"

ট্যালের্যাঁ তাহার অনুকূলে সমস্ত নীতি-কৌশল প্রয়োগ করিবেন বলিয়া শ্রীমতীর নিকট অঙ্গীকার করিলেন।

সপ্তাহ অতীত না হইতে হইতেই তিনি উৎফুল্লমুখে তাঁহার নিকট আবার আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং বলিলেন:—"তোমার নাম করে' একটু আশা-উৎসাহের কথা বল্‌বা-মাত্রই শ্রীমতী মার্সের 'পরে নেপোলিয়ানের যে একটু মন ভিজেছিল, সেটা তৎক্ষণাৎ শুকিয়ে গেল। তাঁর প্রতি তুমি অনুকূল, এই কথা শুনে তিনি এত আনন্দিত হলেন যে, কি বল্‌বে' যে তোমাকে ধন্যবাদ দেবেন, সেটা ভেবেই পেলেন না।"

প্রত্যাশিত সুখের আস্বাদ পেলে রমণীর কণ্ঠস্বর যেরূপ হইয়া থাকে, সেই কণ্ঠস্বরে শ্রীমতী বলিলেন:—"সম্রাট্‌-বাহাদুরের খুব অনুগ্রহ।"

ট্যালের্যাঁ আবার আরম্ভ করিলেন:—"সম্রাট্ শেষে এই কথা বল্লেন, 'আমার হয়ে শ্রীমতী বুর্গোয়্যাঁকে ধন্যবাদ দেবে, আর তাঁকে জানাবে, "কমেডি-ফ্রাঁসেজ"-থিয়েটারে আমি তাঁর পঁচিশহাজার টাকা বেতন স্থির করে' দেব; তাঁর থাক্‌বার জন্য একটা বাড়ী দেব; আর সেই বাড়ী সাজাবার জন্য আরো পঞ্চাশহাজার টাকা নগদ দেব।'"

এত সহজে তাঁহার বাসনা পূর্ণ হইবে, শ্রীমতী তাহা ভাবেন নাই, তাঁহার মাথা ঘুরিয়া গেল। ভাবিলেন,

দেখি যদি আরো কিছু মোড় দিয়া আদায় করিতে পারি। তাই, ট্যালের্‍াঁর কথা শেষ না হইতে হইতেই শ্রীমতী বলিলেন :—"আমাকে বিবেচনা করতে একটু সময় দিন। আপনার সম্রাট্ চিরকালই সমান ; তিনি মনে করেন, একটু অনুগ্রহ দেখালেই অম্‌নি বুঝি লোকে তাঁর পায়ে এসে গড়িয়ে পড়্‌বে।"

ট্যালের্‍াঁ আবার বলিতে আরম্ভ করিলেন :—'আর যদি শ্রীমতী ইতস্ততঃ করেন দেখ, তা হ'লে তাঁকে বল্‌বে, তাঁর জন্য দশলক্ষ টাকার বার্ষিক অবসর-বৃত্তি নির্দ্দিষ্ট করে' দিয়ে তাঁকে আমি ডচেশ্ উপাধি দেব,' অভিনেত্রীর মুখ এইবার আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল :—সে বলিল :—"ডচেশ !—আমি ডচেশ হব ?"

——"যদি আজ সন্ধ্যার সময় অনুগ্রহ করে' সম্রাট্-বাহাদুরের প্রাসাদে যাও, তা হ'লে সম্রাট্ আজ আহ্লাদের সহিত ডচেশ্-উপাধির দানপত্র স্বয়ং এসে তোমার হাতে দেবেন।"

শ্রীমতী রাজকীয় মহিমা ও গাম্ভীর্য্য ধারণ করিয়া সগর্ব্বে বলিলেন :—"আচ্ছা, আমি সম্মত হলেম।"

——"আচ্ছা, আজ তবে সন্ধ্যার সময় সম্রাটের গাড়ি হাজির হয়ে শ্রীমতী ডচেশের আদেশ প্রতীক্ষা করবে।"

এই কথা বলিয়া ট্যালেরাঁ অভিনেত্রীর হস্তচুম্বন করিয়া হাস্যোদ্দীপক-গাম্ভীর্য্য সহকারে প্রস্থান করিলেন।

শ্রীমতী আজ কি করিয়া বিশ্ববিজয়িনী—বিশ্ববিমোহিনী মূর্ত্তিতে সম্রাট্‌কে দেখা দিবেন, এই চিন্তায়, এই উদ্যোগ-আয়োজনে দিবসের অবশিষ্টভাগ উৎসর্গ করিলেন। প্রথমে সুগন্ধি-জলের চৌবাচ্ছায় অবগাহন করিলেন; পরে, পরিধেয় বসনাদি ও 'চিকণ চিকুর' সুবাসিত করিয়া বেশবিন্যাস আরম্ভ করিলেন। তাঁহার পরিচারিকা খোঁপা বাঁধিতে লাগিল। দুই দুই-বার বদ্‌লাইয়া এক ধাঁচার খোঁপা অবশেষে তাঁহার পছন্দ হইল। অনেকক্ষণ ভাবিয়া পরে দীর্ঘলম্বিত একজোড়া দুল কাণে দুলাইলেন। দশবার বদ্‌লাইয়া তবে একটি মনোমত সাটিনের পরিচ্ছদ পরিধান করিলেন। দেহের গঠন পরিস্ফুট করিয়া, উপরের অর্দ্ধভাগ খোলা রাখিয়া, আঁটা-সাঁটা সেমুকা পরিলেন। তাঁহার অনিন্দ্যসুন্দর শুভ্র স্কন্ধের উপর দিয়া আজানুলম্বিত একটি কালো রঙের ওড়না ফেলিয়া দিলেন। তাহার পর, আয়নার সম্মুখে আসিয়া প্রফুল্লনয়নে আপনাকে নিরীক্ষণ করিতে করিতে আপনার রূপে আপনিই মোহিত হইলেন; আর পরি-

চারিকাকে জিজ্ঞাসা করিলেন :—"এখন বল্ দেখি, তোর কি মনে হয়, আমার এই সাজসজ্জায় আমাদের 'ক্ষুদে-সর্দ্দার'-এর * মন ভুল্‌বে ?"

ঠিক আট-ঘটিকার সময় শাদা-চার-ঘোড়ার একটা জাঁকাল গাড়ি শ্রীমতীর দরজায় আসিয়া দাঁড়াইল। অভিনেত্রী ছুটিয়া-আসিয়া তাহাতে বসিয়া পড়িলেন; এবং অনতিবিলম্বেই 'সম্মানে'র সোপান দিয়া প্রাসাদের উপর উঠিতে লাগিলেন; "মার্‌শাঁ"-নামক সম্রাটের একজন পরিচারক আগে-আগে পথ দেখাইয়া চলিতে লাগিল।

পরিচারক যে ঘরটিতে লইয়া গিয়া তাঁহাকে বসাইল, তাহার সাজসজ্জা দেখিয়া তিনি অবাক্ হইলেন। আস্‌বাবের মধ্যে, একটি ঝাড়, একখানি কৌচ, আর একটি ছোট গোল টেবিল্—এইমাত্র।

কিন্তু সেই ভাবী ডচেশ্ নিজ পদ-গৌরবের সুখস্বপ্নে এম্‌নি নিমগ্ন ছিলেন যে, এই সব খুটিনাটি তাঁর মনে বড়-একটা স্থান পাইল না। তিনি সেই কৌচখানিতে যথা-

* নেপোলিয়ানের নিজ সৈন্যমধ্যে 'পেটি কর্পোর‍্যাল্' অর্থাৎ 'ক্ষুদে সর্দ্দার' এই আদুরে নাম প্রচলিত ছিল।

সম্ভব জুৎ করিয়া বসিয়া কল্পনার দোলায় মনকে দোলাইতে লাগিলেন।

এইভাবে সওয়া-ঘণ্টা-কাল কাটিয়া গেল। তখন তাঁহার মনে হইল, সম্রাট্ তাঁহার অভ্যর্থনার জন্য যথেষ্ট আয়োজন করেন নাই। তথাপি এখনও তাঁহার আশা যায় নাই। তিনি মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, সম্রাট্ এখনি আসিবেন। আরো সওয়া-ঘণ্টা-কাল তাঁহার পথ চাহিয়া রহিলেন। তথাপি সম্রাটের দেখা নাই। সম্রাটের এই 'খাতির-নদারদ্' ভাব দেখিয়া তিনি আর ধৈর্য্য ধরিয়া থাকিতে পারিলেন না। শ্রীমতী অধীর হইয়া হাত-ঘণ্টা বাজাইয়া দিলেন। সম্রাটের পরিচারক মার্শা আসিয়া উপস্থিত হইল।

——"শ্রীমতীর কি আদেশ ?"—বিনীতভাবে পরিচারক জিজ্ঞাসা করিল।

——"নিশ্চয়ই সম্রাট্ এখনও জানতে পারেন নি যে, আমি এসেছি ?"

——শ্রীমতী আমাকে মার্জ্জনা করবেন, সম্রাট্ দুই-জন জাঁদ্রেলের সঙ্গে এখন কথা কচ্চেন।"

——"একবার তাঁকে মনে করিয়ে দেবে কি, আমি

তাঁরই আদেশমত এখানে এসেছি। তাঁর দর্শন পাবার আমারও অধিকার আছে।"

——"শ্রীমতি, আমি এখনি তাঁকে গিয়ে বল্‌চি।"

বিশ মিনিট্‌—সে বিশ মিনিট্‌ যেন ফুরায় না—এই ভাবে চলিয়া গেল। তথাপি কোন উত্তর নাই। শ্রীমতীর ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিল; আবার তিনি হাত-ঘণ্টাটা সজোরে ঝাঁকাইয়া দিলেন।

প্রশান্তমুখে পরিচারক আবার আসিয়া দেখা দিল।

——"কৈ ? –সম্রাট্‌ ?" কম্পিতস্বরে অভিনেত্রী জিজ্ঞাসা করিলেন।

——"শ্রীমতি, সম্রাটের নিকট আমি গিয়াছিলাম।"

——"তিনি কি উত্তর দিলেন ?"

——"তিনি আপনাকে একটুখানি অপেক্ষা কর্‌তে বল্লেন।"

——"একটুখানি ?—আমি যে দু'ঘণ্টা ধরে' এই পচা এঁদো ঘরে হাঁপিয়ে মর্‌চি! সম্রাট্‌কে বল, আমি এখনি তাঁর সঙ্গে দেখা কর্‌তে চাই।"

এবার পরিচারক অল্পসময়ের মধ্যেই ফিরিয়া আসিল।

কিন্তু শ্রীমতী দেখিলেন, তার মুখে নৈরাশ্য প্রকটিত। দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িয়া সে বলিল:—"শ্রীমতি, কি আর বল্‌ব—"

——"কি খবর?—বল না গো।"

——"আমার ভয় হচ্চে, পাছে আপনি রাগ করেন।"

——"বল বল, যাই হোক্ না, আমি শোন্‌বার জন্য প্রস্তুত আছি।"

——"আমি তাঁকে যখন জানালেম, আপনি আর সবুর কর্‌তে পার্‌চেন না, তখন সম্রাট্‌-বাহাদুর আমাকে বল্লেন:—'দেখ মার্‌শাঁ শ্রীমতী বুর্গোয়্যাকে আমার অভিবাদন জানিয়ো আর এই কথা বোলো, তিনি যদি আর অপেক্ষা কর্‌তে না পারেন, আমি অনুমতি দিচ্চি, তিনি যেতে পারেন।'"

শ্রীমতী ক্রোধান্ধ হইয়া বলিয়া উঠিলেন:—"কি অহঙ্কার! দেখ মার্শাঁ, (সম্রাটের স্বর নকল করিয়া) নারী-সম্মানজ্ঞ তোমার প্রভুকে আমার প্রত্যভিবাদন জানিয়ো আর তাঁকে এই কথা বোলো, তাঁর অনুমতিক্রমে আমি যাচ্চি—তিনিও আমার হৃদয় হ'তে জন্মের মত গেলেন জানবে।"

এই ক্রোধরঞ্জিত কথাগুলি বলিয়া—যে গাড়িতে আসিয়াছিলেন, সেই গাড়িতেই আবার আরোহণ করিয়া

মর্ম্মাহতা অপমানিতা শ্রীমতী বুর্গোয়্যাঁ স্বগৃহে প্রত্যাগমন করিলেন।

একটা কথা বলিতে ভুলিয়াছি। যে সময়ে শ্রীমতা গাড়ির পা-দানে পা দিলেন, ঠিক সেই সময়ে টালের্যাঁ নষ্টামি করিয়া প্রাসাদের একটা গবাক্ষ হইতে মুখ বাড়াইয়া বলিয়া উঠিলেন ঃ—"সেলাম পৌঁছে শ্রীমতী ডচেশ্-বাহাদুর!—আর ডিউক্-বাহাদুর শ্যাপ্তালকেও আমার বহুৎ-বহুৎ সেলাম!"

বাঁচিবার তৃষা।

(ফরাসী লেখক ইউজেন মরে হইতে)

১

রেমো-লুল পণ্ডিতের পুত্র, নিজেও সুপণ্ডিত। মার্গারীট্-নামে একটি বালিকাকে তিনি আশৈশব ভাল বাসিতেন। এক্ষণে মার্গারীট্ তাঁহার বাগ্‌দত্তা প্রণয়িনী।

মার্গারীট্‌ও তাঁহাকে প্রাণের সহিত ভালবাসিত এবং তাঁহার বিদ্যার গৌরবে নিজকেও গৌরবান্বিতা মনে করিত। মার্গারীট্‌ যদিও পরমার্থবিদ্যার ক-অক্ষরও জানিত না, তথাপি পণ্ডিতবর স্বীয় প্রণয়িনীর অনুপম রূপলাবণ্যের জন্য মনে-মনে গর্ব্ব অনুভব করিতেন। বাস্তবিক-পক্ষে, ওরূপ রূপলাবণ্য পারি-নগরীর গলি-ঘুঁজির মধ্যেই ক্বচিৎ-কখন দেখিতে পাওয়া যায়।

দুর্ভাগ্যক্রমে রেমো শুধু পরমার্থবিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন না, তা ছাড়া তিনি উপ-রসায়নবেত্তা ও যাদুকর ছিলেন; এবং মন্ত্রৌষধি প্রভৃতি অলৌকিক ভৈষজ্যতত্ত্বেও পারদর্শী ছিলেন। বলিতে কি, সমস্ত মহারহস্যের চাবি যেন তাঁহার হস্তগত হইয়াছিল। এক্ষণে তিনি "তত্ত্বজ্ঞানীর প্রস্তর" আবিষ্কারে ও অমরজীবনলাভের নিমিত্ত অমৃতরসের আবিষ্কারে প্রবৃত্ত হইলেন। মার্গারীটের খুল্লতাত ও শিক্ষক জেনেভ্রার কোন এক গির্জ্জার পুরোহিত ছিলেন। তিনি রেমোর এই সব অসাধ্যসাধনের চেষ্টাকে 'পাগ্‌লামি' বলিয়া উপহাস করিতেন।

একদিন প্রাতঃকালে রেমো এই-সব অলৌকিক-রহস্য-ঘটিত একখানি নবপ্রকাশিত গ্রন্থ উৎসাহের সহিত উচ্চৈঃ-স্বরে পাঠ করিতেছিলেন, মার্গারীটের খুল্লতাত তাহা

শুনিতে পাইয়া ক্রোধে একেবারে অগ্নিশর্ম্মা হইয়া উঠিলেন। তিনি ঐ যাদুকরের সহিত কোন সম্পর্ক রাখিবেন না বলিয়া স্থির করিলেন; পরে, মার্গারীট্‌কে ডাকিয়া বলিলেন, "আর তুমি রেমোর ভরসায় থাকিও না। এখন হইতে উহার সহিত দেখাসাক্ষাৎ বন্ধ করিয়া দাও।" মার্গারীট্‌ বলিল :—"শুধু একবারটি দেখা করব কাকা।"

পাদ্রি প্রথমে তাহার কথায় কর্ণপাত করেন নাই, কিন্তু মার্গারীটের নিতান্ত ব্যগ্রতা দেখিয়া অবশেষে সম্মত হইলেন। উভয়ের মধ্যে শেষদিনের দেখাসাক্ষাৎ ঘটিল।

মার্গারীট্‌ ভাবিয়াছিল, রেমোর হৃদয় তো তাহার হস্তগত, একবার বলিবামাত্রই তিনি তাঁহার শাস্ত্র, বিজ্ঞান, মন্ত্রতন্ত্র তাহার পদতলে বিসর্জ্জন করিবেন। তাই সে নিঃসন্দিগ্ধচিত্তে তাঁহাকে বলিল :—"দেখ, শাস্ত্রালোচনা তোমাকে ছাড়্‌তে হবে, তা নৈলে আমরা সুখী হতে পারব না।" রেমো বলিলেন :—"জ্ঞান বিনা সুখ কোথায় ?"

মার্গারীট্‌ মাথা হেঁট করিল, কিছুই বুঝিতে পারিল না। সে আবার বলিল :—"সুখী হবার জন্য জ্ঞানের কি দরকার ?—জ্ঞানলাভ করে' তুমি কর্‌বে কি ?" রেমো

বলিলেন :—“আমি যে একটা বৃহৎ কাজে হাত দিয়েছি তা কি তুমি জান না?”

সরলা বলিল :—“আমি এইমাত্র জানি, আমার কাকা ও-সব বিষয়ের কোন খোঁজ রাখেন না, কিছুই জানেন না। না জেনে তিনি ভালই আছেন, সেই ঈশ্বরই তাঁকে দীর্ঘজীবী কর্‌বেন।” রেমো বলিলেন :—হুঁ!—দীর্ঘজীবী? একদিন যদি মর্‌তেই হয়, তা হ’লে দীর্ঘজীবনেরই বা সুখ কি?”

——“কিন্তু আমার মনে হয়”...

——“তোমার মনে হয়, তোমার মনে হয়......দেখ, আমি যমের সঙ্গে সংগ্রাম কর্‌ব, মৃত্যুকে পৃথিবী হ’তে দূর করে’ দেব, জীবনকে চিরস্থায়ী কর্‌ব—এই আমার সঙ্কল্প।”

মার্গারীট্‌ একদৃষ্টে তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিল। তাঁহাকে উন্মাদগ্রস্ত বলিয়া ভাবিতেও প্রবৃত্তি হইল না; কেন না, সে তাঁহাকে ভালবাসিত।

তখন রেমো উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন; বিজ্ঞানের সহিত তাঁহার কিরূপ সংগ্রাম চলিয়াছে, দীপালোকে তিনি কত রাত্রি জাগরণ করিয়াছেন, প্রকৃতির রহস্য উদ্‌ঘাটনে কতদিন ধরিয়া চেষ্টা করিতেছেন, তৎসমস্ত তিনি বর্ণন

করিতে লাগিলেন। মার্গারীট্ বলিল :—"আমাদের বিবাহের কি হবে?"

——"তার জন্য আমরা কি অপেক্ষা কর্‌তে পার্‌ব না?—আমাদের সম্মুখে তো অনন্ত জীবন পড়ে রয়েছে।" মার্গারীট্ একটু মুচ্‌কি হাসিয়া, আকাশের দিকে অঙ্গুলী-নির্দ্দেশ করিয়া বিশ্বাসভরে বলিল :—"ঐ হোথা!"

রেমোও দৃঢ়বিশ্বাসের সহিত বলিলেন :—"না, এই পৃথিবীতেই।"

তখন সেই সরলা বালা এইটুকুমাত্র বুঝিল, তাহার জীবনের সুখ জন্মের মত ফুরাইয়াছে, সে কাঁদিতে লাগিল। পরে বলিল :—"আচ্ছা বল, এখন কি কর্‌তে হবে।"

রেমো বলিলেন :—"শপথ কর, আমা ছাড়া তুমি আর-কারও হবে না।"

——"আচ্ছা, আমি শপথ কর্‌লেম।"

——"আমার জন্য অপেক্ষা করে' থাক্‌বে?"

——"হাঁ।"

——"চিরজীবন?"

——"অন্তত, অনেকদিন পর্য্যন্ত।

——আমি এখন বিজনে গিয়ে বাস কর্‌ব; একটা

ঘরে বদ্ধ হ'য়ে থাক্‌ব—এখন হয় তো কত-কত বৎসর ধরে' হাপরের কাছে আমাকে বসে' থাক্‌তে হ'বে। কিন্তু এ আমি নিশ্চয় করে' বল্‌তে পারি' একদিন-না-একদিন আমার পরীক্ষা সফল হবেই। তখন আমি তোমার নিকটে এসে উপস্থিত হব, আর তখন আমরা দুজনে অনন্ত সুখের ভাগী হব।"

এই কথায়, মার্গারীটের নেত্র-বিগলিত অশ্রুজলে যেন একটু হাসির ছায়া প্রতিবিম্বিত হইল।

——"সে দিন কবে আস্‌বে কে জানে, ততদিনে হয় তো আমাদের সুখের যৌবন চলে যাবে।"

——"কি পাগলের মত কথা বল্‌চ! জীবন চিরস্থায়ী হ'লে, যৌবনও চিরস্থায়ী হবে।"

——"আচ্ছা যাও তবে। আমি তোমার ও-সব জ্ঞানের কথা বুঝি নে। আমি শুধু এই বুঝেচি, আমার কপাল পুড়েচে। যাই হোক্‌, তুমি শীঘ্র শীঘ্র ফিরে এসো। আর শীঘ্রই হোক্‌, বিলম্বই হোক্‌, এ তুমি বেশ জেনো, আমি তোমারই—চিরকাল আমি তোমারই থাক্‌ব।"

২

সেই অবধি উভয়ের মধ্যে ছাড়াছাড়ি হইল—আর দেখা-সাক্ষাৎ হইল না...অন্তত অনেকদিন পর্য্যন্ত। সম্পূর্ণরূপে

বিজ্ঞান অনুশীলন করিবার নিমিত্ত, এবং পরীক্ষার প্রয়োজনীয় বিবিধ উপকরণ সংগ্রহ করিবার নিমিত্ত, রেমো কিছুকাল পৃথিবীর দিগ্‌দিগন্তে ঘুরিয়া বেড়াইলেন। তাহার পর পারী-নগরে ফিরিয়া-আসিয়া কোন জনশূন্য গলি-ঘুঁজির মধ্যে একটি পরিত্যক্ত গৃহে বাস করিতে লাগিলেন; এবং তাহার একটি কক্ষে পরীক্ষাগার প্রস্তুত করিয়া, রাশিরাশি পুরাতন গ্রন্থে—পার্চমেণ্ট'-কাগজে—চোয়াইবার পাত্রাদিতে দিবারাত্রি পরিবেষ্টিত থাকিয়া, অবিশ্রান্তভাবে নানাবিধ পরীক্ষায় প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহার একজন ঝি ছিল, সে আপন-ইচ্ছামত তাঁহার ক্ষুৎপিপাসা-নিবৃত্তির কথঞ্চিৎ ব্যবস্থা করিত। সে শুধু দ্বারে করাঘাত করিয়া অপেক্ষা করিত—ঘরে প্রবেশ করিতে পারিত না। এইরূপে তিনি অনেক-অনেক বৎসর ধরিয়া তাঁহার বিজন আবাসে কালাতিপাত করিলেন; কত কাল অতিবাহিত হইল, সে বিষয়ে তাঁহার কোন হুঁস্ ছিল না—তাঁহার বয়সেরও তিনি কোন খবর রাখিতেন না।

এই অদ্ভুত জীবনে, কত যুঝাযুঝি, কত বিভ্রম, কত বিড়ম্বনা, কত আশাভঙ্গ ঘটিয়াছিল তাহা কে বলিতে পারে।

কিন্তু একদিন তাঁহার মনস্কামনা পূর্ণ হইল—পরিশ্রম

সার্থক হইল ;—অমরজীবনের সেই দুর্লভ অমৃতরস অবশেষে তিনি আবিষ্কার করিলেন।

এবার তিনি এতটা নিঃসন্দিগ্ধ হইয়াছিলেন যে, নিজ-শরীরের উপর পরীক্ষা করিতেও সঙ্কুচিত হইলেন না। ইতিপূর্ব্বে তিনি কেবল জীবজন্তুর উপরেই পরীক্ষা করিতে-ছিলেন, কিন্তু কোনপ্রকার সফলতা লাভ করিতে পারেন নাই। যখনই জীবনকে আহ্বান করিতেন, তখনই মৃত্যু আসিয়া উপস্থিত হইত। কিন্তু এবার আর কোন সন্দেহ রহিল না। জীবনের কোথায় উৎপত্তি, কোথায় নিবৃত্তি—তাহার রহস্য এবার তিনি উদ্ভেদ করিলেন। এবার মৃত্যুকে জয় করিয়া তিনি মৃত্যুঞ্জয় হইলেন।

সেই আবিষ্কৃত অমৃতরস যেমন তিনি পান করিলেন, অমনি দেহে নব বল, নব স্ফূর্ত্তি, নব উদ্যম সুস্পষ্টরূপে অনুভব করিতে লাগিলেন! কেননা, অনেক দিন হইতে শরীর শ্রান্ত-ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল ; এতটা দুর্ব্বল হইয়াছিলেন যে, থাকিয়া-থাকিয়া তাঁহার মস্তক স্কন্ধের উপর ঢলিয়া পড়িত। কিন্তু এক্ষণে অভিনব উষ্ণ শোণিত তাঁহার ধমনীতে মহাবেগে প্রবাহিত হইতে লাগিল। তিনি উল্লাস-ভরে বলিয়া উঠিলেন :—"বিজ্ঞানের জয়!" কিন্তু উল্লাসে তিনি এতটা অধীর হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, সেই

অমৃতরসের শিশিটা তাঁহার হাত হইতে ফস্‌কাইয়া ভূতলে পড়িয়া ভাঙিয়া গেল। তিনি উন্মত্তের ন্যায় সেই ভগ্নাবশিষ্ট শিশির দিকে ছুটিয়া গেলেন এবং নিকটস্থ জ্বলন্ত ষ্টাপরের নীলাভ প্রভায় দেখিতে পাইলেন, সেই ভগ্নাবশিষ্ট শিশির তলায় সুধু একটি-ফোঁটা রস ঝিক্‌মিক্ করিতেছে।

——"এক ফোঁটা—শুধু একটি ফোঁটা। মার্গারীট্, এই ফোঁটাটি তোমার জন্য রইল। এখন জগৎ মরে মরুক্ তাতে কিছুমাত্র ক্ষতিবৃদ্ধি নেই। আমাদের দু'জনের জন্য তো অনন্ত জীবন সঞ্চিত হ'ল।" এই কথা বলিয়া তিনি গৃহ হইতে বাহির হইলেন এবং বিক্ষিপ্তচিত্তে রাস্তা পার হইয়া সহরের ভিতর দিয়া, গিয়া, মার্গারীটের খুল্লতাত—গির্জ্জার সেই বৃদ্ধ পুরোহিতের ভবন পর্য্যন্ত ছুটিয়া গেলেন।

তাঁহার খোঁজ করায় সেখানকার লোকে ঈষৎ হাসিয়া বলিল, তিনি যে ৩০ বৎসর হইল, লোকান্তরে গমন করিয়াছেন। আচ্ছা, কিন্তু মার্গারীট্!...তাহার ঠিকানা পাইতেও অনেক বিলম্ব হইল; কেন না, সে অঞ্চলে মার্গারীট্‌কে কেহই জানিত না। কেবল একজন বৃদ্ধা বলিল, মার্গেরীট্-নামে একটি যুবতীকে পূর্ব্বে সে জানিত, এক্ষণে অস্পষ্ট স্মৃতিমাত্র তাহার মনে রহিয়াছে। সেই

বৃদ্ধা তাহার সন্ধানে তাঁহার সঙ্গে যাইবে বলিয়া স্বীকৃত হইল। এই বৃদ্ধার সাহায্য না পাইলে তিনি কখনই মার্গারীটের নিকট পৌঁছিতে পারিতেন না।

বৃদ্ধার কথামত কোন একটা রাস্তা ধরিয়া রেমো একটি ক্ষুদ্র দোতালা-বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কাঁপিতে কাঁপিতে সেই বাড়ীতে উঠিয়া দ্বারে আঘাত করিলেন। দ্বার খুলিল। মার্গারীটের নাম ধরিয়া ডাকাডাকি করায় কে-একজন উত্তর করিল :—"ওগো, এখানে না।"

রেমো গৃহে প্রবেশ করিয়া উৎকণ্ঠিতভাবে চারিদিকে নিরীক্ষণ করিতে করিতে আবার মার্গারীটের নাম ধরিয়া ডাকিতে লাগিলেন :—"মার্গারীট্ জেনেব্রার!—মার্গারীট্ জেনেব্রার।"—

পাণ্ডুবর্ণ বলিতচর্ম্ম অস্থিচর্ম্মসার একজন বৃদ্ধা একটা বড় আরাম-কেদারায় বসিয়া ছিল, সে স্খলিতপদে অতি কষ্টে উঠিয়া বলিল :—"মার্গারীট্ জেনেব্রার? তা হ'লে আমিই বোধ হয়।"

——"তুমি!...বৃদ্ধা, তুমি কি ক্ষেপেছ? আমি মার্গারীট্কে খুঁজ্‌চি;—সে সুন্দরী, সে যুবতী, তার সোনালি রঙের চুল, লাল টুকটুকে ঠোঁট।"

তাহার পর ঘরের দেয়ালে একটি আয়তলোচনা তরু-

ণীর চিত্র দেখিয়া বলিয়া উঠিলেন :—"ঐ-ই আমার মার্গারীট্, ওকেই আমি ভালবাসি, আর ঐ-ই আমার জন্য অপেক্ষা করে' থাকবে বলে' শপথ করেছিল।

মার্গারীট্ প্রথমে চিত্রের উপর—তাহার পর রেমোর উপর বিষাদময় দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল; পরে তাহার মুখে একটি বিষণ্ণ হাসির রেখা অঙ্কিত হইল। সে বলিল :—"আমিই সেই; আমি তোমাকে প্রবঞ্চনা করি নি; আমি সেই অবধি তোমার জন্য অপেক্ষা করে' ছিলেম—কিন্তু তুমি ক্রমাগত বিলম্ব কর্‌তে লাগ্‌লে...তোমার আস্‌বার পূর্ব্বেই, দুরন্ত কাল এসে, এই দেখ, আমার সেই সুন্দর মুখে দুরপনেয় চিহ্ন রেখে গেছে।"

——"তুমি মার্গারীট্? তোমার এই দশা?"

ঐ রমণীর মুখে তখনও বিষাদের হাসিটি মিলাইয়া যায় নাই।

——"কিন্তু রেমো, তুমি কি মনে কর, তোমাকে পূর্ব্বে যে-রকম দেখেছিলেম, তুমিও সেই-রকমই আছ? তোমার মুখটা একবার আয়নায় দেখ-দিকি সখা"—এই বলিয়া মার্গারীট্ তাঁহার হাত ধরিয়া একটা আয়নার সম্মুখে লইয়া গেল। রেমো আয়নায় মুখ দেখিয়া, চীৎকার করিয়া উঠিলেন। তাঁহার মনে হইল, যেন পূর্ণ-যৌবনে

নিদ্রা গিয়াছিলেন, জরাজীর্ণ বৃদ্ধ হইয়া এখন জাগরণ করিলেন। বলিলেন :—"এ মানসিক শ্রমের ফল।"

——"না সখা, এ কালের ধর্ম্ম।"

——"আচ্ছা, আমাদের শেষ দেখা-শুনার পর কত বৎসর হ'য়ে গেছে বল দিকি।"

——"অর্দ্ধ-শতাব্দী।"

রেমো মাথায় হাত দিয়া একটা কাঠের টুলের উপর বসিয়া পড়িলেন।

——"বল কি? অর্দ্ধ-শতাব্দী?—এ কি কখন সম্ভব?"

এক মুহূর্ত্তের জন্ম তাঁহার গতানুশোচনা উপস্থিত হইল—সমস্ত মনের সুখ চলিয়া গেল। কিন্তু তাহার পর-ক্ষণেই সহসা উঠিয়া দাঁড়াইলেন—তাঁহার চোখে বিদ্যুৎ ছুটিল। তিনি বলিলেন :—"যার অনন্তকাল বাঁচ্‌বার কথা, তার পক্ষে অর্দ্ধ-শতাব্দী কি?" এই কথা বলিয়া অঙ্গুলী হইতে একটা সোনার আংটি টানিয়া বাহির করি-লেন,—তাহার মণি-কোষে এক-ফোঁটা অমৃতরস সঞ্চিত ছিল। আংটিটি মার্গারীটের হস্তে অর্পণ করিয়া দৃঢ়বিশ্বা-সের সহিত বলিলেন :—"পান কর, পান কর, তোমাকে আমি অমর করে' দিচ্ছি।"

মার্গারীট্ আংটিটা এক পাশে রাখিয়া, বুকের জামা ছিঁড়িয়া নিজ কুৎসিত বিলোল বিকলাঙ্গ দেহযষ্টি দেখাইল —রেমো শিহরিয়া উঠিলেন। মার্গারীট্ বলিল :—ঈশ্বর প্রতি বসন্ত-ঋতুতে প্রকৃতিকে কি করে' নূতন যৌবনের সাজে সাজিয়ে দেন, তা ঈশ্বরই জানেন। তোমার মত আমার শাস্ত্র-জ্ঞান নেই বটে, কিন্তু আমার কাণ্ডজ্ঞান আছে। এ শরীর তো একটা জড়পিণ্ড মাত্র, এক সময়ে নষ্ট হবেই; আমাদের আত্মাই অমর—ঈশ্বর মানুষের আত্মাতেই দিব্যপ্রাণ সঞ্চার করেছেন! এ বিষয়ে আমার কাকা যা'বল্‌তেন, তাই ঠিক্। দেখ সখা, তুমি তোমার সময়ের অপব্যবহার করেছ।"

——"যাক্, তবে চুলোয় যাক্!—পূর্ব্বে যদি তুমি আমাকে এ কথা বল্‌তে"...এই বলিয়া আংটিটা সবলে পদদলিত করিলেন।

সেই অমৃতবিন্দুটি বাষ্পাকারে বায়ুতে মিলাইয়া গেল এবং সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের রহস্যময় মূলবীজে প্রাণশক্তি প্রত্যর্পণ করিয়া পুনর্ব্বার বিশ্বপদার্থে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল।

৩

এক বৎসর পরে রেমো শুনিলেন, মার্গারীটের মৃত্যু হইয়াছে। তিনি ভক্তিভাবে তাঁহার অন্তিম-নিবাস পর্য্যন্ত

গমন করিলেন। পরে সঙ্গিহীন, প্রেমহীন, বন্ধুহীন হইয়া ব্যাধ-ধৃত অরণ্যপশুর ন্যায় স্বল্পায়তনবদ্ধ লৌহপিঞ্জরের মধ্যে যেন ইতস্তত বিচরণ করিতে লাগিলেন। জীবনে কোন সুখ নাই, কোন আশা নাই, দূর দিগন্তেও কোন লক্ষ্যস্থল নাই—এই ভাবে তিনি এখন জীবনযাপন করিতে লাগিলেন।

পশ্চাতে, সম্মুখে, সর্ব্বত্রই শূন্য।

তাঁহার জীর্ণশরীর কাল-তুষারে ভারাক্রান্ত; মন শুষ্ক মরুভূমিতে পরিণত;—চিন্তায় আর সরসতা নাই—দীপ্তি নাই। হৃদয় ক্ষতবিক্ষত, জর্জ্জরিত। অন্তরাত্মা নিরুৎসাহ বিষণ্ণ—কোন আশ্রয়স্থল নাই।

অনন্তকাল তাঁহার সম্মুখে প্রসারিত; দিনের পর দিন আসিতেছে, তাহার বিরাম নাই, অবসান নাই।

কে তাঁহার হৃদয়ে এখন বল-বিধান করিবে?—কে তাঁহাকে সান্ত্বনা দিবে? কার জন্য তিনি এই সমস্ত কষ্ট সহ্য করিবেন? তাঁহার জীবনের এখন প্রয়োজনই বা কি?

এই তমসাবৃত জীবনের ভীষণ মহাশূন্যের মধ্যে, তিনি মৃত্যুকে আহ্বান করিলেন, কিন্তু তাঁহার হতাশ-হৃদয়ের আহ্বানে মৃত্যু সাড়া দিল না।

যে মৃত্যু দুর্ব্বলের বিভীষিকা ও সবলের আশ্রয়স্থল, যে মৃত্যুর সিংহদ্বার একদিন-না-একদিন মনুষ্যমাত্রেরই নিকট উদ্ঘাটিত হইয়া থাকে, যেখান দিয়া মানবের সমস্ত দুঃখ-যন্ত্রণা অপসারিত এবং যাহার পরপারে শান্তি ও প্রেমের জ্যোতির্ম্ময় দিগন্ত উন্মুক্ত হয়—সেই মৃত্যু তাঁহার আহ্বানে আসিল না।

. . তিনি এক্ষণে অশ্রুতপূর্ব্ব এক নূতনতর দুঃখের রহস্য জানিতে পারিলেন, কেন না, তাঁহার দুঃখ সাধারণ-মানব-সুলভ দুঃখ নহে।

কোনরূপ আত্মবিনোদনে ভুলিয়া থাকিবেন, সে উপায়ও নাই। লোকজনের সহিত মেলামেশা করিতে গিয়া দেখিলেন, তাহারা শিশুবৎ তুচ্ছ বিষয়েতেই রত। তাঁহার নিকট সকলেই শিশু এবং তিনিও আর-সকলের নিকট বৃদ্ধ বাতুল বই আর কিছুই নন। যখন তিনি বিজ্ঞানের কথা পাড়িতেন, লোকে পিছন ফিরিয়া দাঁড়াইত। তাহাদের মনে হইত, তিনি যেন অন্য জগতের জীব। তারা বলিত :—"বৃদ্ধ, তোমার সময় ফুরিয়েছে; এখন তোমার প্রলাপ আরম্ভ হয়েছে; এখন অন্যদের জায়গা ছেড়ে দিয়ে মানে-মানে তোমার সরে' পড়াই ভালো।"

একদিন বৃদ্ধ রেমো বিদ্রোহী হইয়া, বিজ্ঞানের মহিমা কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন, এবং তাহার সাক্ষাৎপ্রমাণ-স্বরূপ স্বীয় বয়ঃক্রম ও বহুদর্শীতার কথা উল্লেখ করিলেন। সেদিন সহরে মহা আমোদ পড়িয়া গেল। রাজপুরুষেরা তাঁহাকে পাগ্‌লা-গারদে বন্ধ করিয়া রাখিল। কিছুদিন পরে, নিরীহ পাগল ভাবিয়া তাহাকে আবার ছাড়িয়া দিল।

কিন্তু মুক্তিলাভ করিয়া এখন তিনি করিবেন কি ?… আবার তাঁহার পরীক্ষাগারে গিয়া কার্য্যারম্ভ করিলেন। ১২ বৎসর ধরিয়া—এবার অমৃত নয়—অমৃতের উল্টা বিষের আবিষ্কারে প্রবৃত্ত হইলেন। সহস্রসহস্রপ্রকার বিষ প্রস্তুত করিলেন; তাহার মধ্যে কোনটা বা বিলম্বে ফলদায়ী, কোনটা বা বিদ্যুৎবৎ আশুকার্য্যকারী। সেই সকল বিষ আততায়ী ও চিকিৎসকদের বেশ কাজে লাগিল, কিন্তু তাঁহার নিজের উপর কোন ফল ফলিল না। তিনি মনে মনে ভাবিলেন :—"আমি এখন দেখ্‌ছি সে বিষ তেমন মারাত্মক নয়, যাতে মানুষ মরে; সেই বিষই মারাত্মক, যাতে মানুষ বাঁচে।"

তিনি নিজের উপর ঐ সকল বিষের পরীক্ষা করিতে গিয়া ভীষণ মর্ম্মভেদী যাতনা ভোগ করিতে লাগিলেন।

কেন না, যদিও তাঁহার শরীর মৃত্যুর হাত হইতে অব্যাহতি পাইয়াছিল, কিন্তু তাই বলিয়া কষ্টযন্ত্রণা হইতে অব্যাহতি পায় নাই। যন্ত্রণায় তাঁহার শরীর একএকবার বাঁকিয়া-চুরিয়া যাইত; তাঁহার আর্ত্তনাদ দূর হইতেও লোকে শুনিতে পাইত। কিন্তু প্রতিবারই, সঙ্কট-মুহূর্ত্ত কোনরূপে উত্তীর্ণ হইয়া তাঁহার প্রাণযন্ত্র আবার যেন সবেগে চলিতে আরম্ভ করিত। অবশেষে তিনি হতাশ হইয়া পড়িলেন।

একজন বিজ্ঞানাচার্য্যের কথা তিনি ইতিপূর্ব্বে শুনিয়াছিলেন। এক্ষণে নিজে কোন উপায় করিতে না পারিয়া, তাঁহারই নিকটে যাইবেন বলিয়া সঙ্কল্প করিলেন। সেই বিজ্ঞানাচার্য্য তখন জরাপ্রভাবে মুমূর্ষু—রোগ-শয্যায় শয়ান।

রেমো নিজ নাম জানাইয়া তাঁহার গৃহে প্রবেশ করিলেন। আগন্তুকের মুখশ্রীতে মনুষ্যের স্বাভাবিক লক্ষণ দেখিতে না পাইয়া গৃহের রমণী ও শিশুগণের আতঙ্ক উপস্থিত হইল। বিজ্ঞানাচার্য্যকে রেমো বলিলেন:—
"আমাকে উদ্ধার করুন।"

—"তুমি কি চাও?"

—"মরিতে চাই।"

বিজ্ঞানাচার্য্য উত্তর করিলেন :..."কাল এসো, প্রত্যুষেই এসো ;০ কেন না, তোমাপেক্ষা আমি ভাগ্যবান্ ; আমার জীবন শেষ হয়ে এসেছে—আমার মৃত্যু আসন্ন।"

——"তার জন্ত আপনি কি দুঃখিত নন ?"

——"আমার কার্য্য শেষ হয়েচে।"

তাহার পরদিন রেমো গিয়া দেখেন, বৃদ্ধ বিজ্ঞানাচার্য্যের মৃত্যু আসন্ন—তিনি যন্ত্রণায় কাতর ; তথাপি শয্যায় উঠিয়া-বসিয়া তাঁহাকে বলিলেন :—"রেমো, কাল থেকে আমি অনেক চিন্তা করেছি, অনেক আলোচনা করেছি, কিন্তু তোমার কাছে এই কথা স্বীকার করতে বাধ্য হচ্চি, আমি কিছুই সন্ধান পাই নি। বিধাতার নির্ব্বন্ধ, তোমাকে অনন্ত জীবন ভোগ করতে হবে...কিন্তু একেবারে হতাশ হয়ো না। আমার কথাগুলি শেষ পর্য্যন্ত শোনো।

"যে কাজ একজনের দ্বারা না হয়, কতকগুলি লোকের দ্বারা তা' সম্পন্ন হ'তে পারে। যে কাজ একপুরুষে অসাধ্য, ২০পুরুষে তা' সিদ্ধ হ'তে পারে। বিজ্ঞান একজনেরও নয়, একপুরুষেরও নয়, একযুগেরও নয় ; বিজ্ঞান সমস্ত মানবমণ্ডলীর সাধারণ সম্পত্তি। আমার সমস্ত গ্রন্থ পাঠ করলে সত্যের একটি খণ্ডাংশমাত্র লাভ

করতে পার্বে। আমি সাধারণের মঙ্গলের জন্য চেষ্টা করেছিলেম বলে' কিয়ৎপরিমাণে সফল হয়েছি। তুমি আমার সময়ের পূর্ব্ববর্ত্তী গ্রন্থসকল পাঠ কর,—আমার মৃত্যুর পর যে-সকল লেখক গ্রন্থ লিখ্‌বেন, তাঁহাদেরও গ্রন্থ পাঠ কোরো। আর তুমি নিজেও অবিরাম বিজ্ঞানের অনুশীলন কর্‌তে থাক্; বোধ হয় তুমিও সৌভাগ্যক্রমে কোনদিন সাধারণের কাজ এগিয়ে দিতে পার্‌বে। তখন সেইদিন তোমার নিকটে ধ্রুব-সত্য পরম-সত্য প্রকাশ পাবে—সেইদিন তুমি অনন্ত-শান্তি লাভ কর্‌বে।" রেমো বলিলেন:—"কিন্তু তুমি কি মনে কর, আমি এতদিন হাত গুটিয়ে বসেছিলেম, আমিও এর জন্য অনেক খেটেছি।"

—"হাঁ, তুমি তোমার নিজের জন্য খেটেচ; সে খাটুনি মানব-সাধারণের কোন কাজে আসে নি, তাই নিষ্ফল হয়েচে। অন্যের জন্য যদি তুমি খাট্‌তে, তা হ'লেই তোমার খাটুনির উচিত মূল্য পেতে পার্‌তে।" এই কথা বলিতে বলিতে সেই বিজ্ঞানাচার্য্য ইহলীলা সংবরণ করিলেন। তাঁহার আত্মীয়-স্বজন যাহারা তাঁহাকে ভালবাসিত, যাহারা এই অন্তিম সময়ে তাঁহাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইয়া ছিল, তাহারা কাঁদিতে লাগিল। তাঁহার সমসাময়িক

ব্যক্তিগণ যাহারা তাঁহাকে ভক্তিশ্রদ্ধা করিত—তাহারাও তাঁহাকে স্মরণ করিয়া অশ্রুবর্ষণ করিল।

এদিকে রেমো কিঞ্চিৎ সান্ত্বনা পাইলেন বটে, তথাপি উদ্বিগ্নচিত্তে গৃহে ফিরিয়া আসিলেন।

এখনও দীর্ঘকাল তাঁহাকে কষ্টভোগ করিতে হইবে। কিন্তু এখন তাঁহার একটু আশার সঞ্চার হইয়াছে; সেই বিজ্ঞানাচার্য্যের জ্ঞানগর্ভ কথায় শ্রদ্ধা জন্মিয়াছে। তিনি এক্ষণে তাঁহার অন্তিম মুহূর্ত্তের জন্য বিশ্বাসভরে প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

কিন্তু সে মুহূর্ত্তের এখনও অনেক বিলম্ব আছে—এখনও দীর্ঘকাল তাঁহাকে কাজ করিতে হইবে। সার্ব্বভৌমিক বিজ্ঞানের অনুশীলনে এক্ষণে তাঁহার সমস্ত উদ্যম নিয়োগ করিলেন। পূর্ব্বতম আচার্য্যেরা বিজ্ঞানক্ষেত্রে যে বীজ বপন করিয়াছিলেন, তাঁহার অক্লান্ত চেষ্টার ফলে, কোন শুভ মুহূর্ত্তে, সেই বীজ অঙ্কুরিত হইল। তিনি বলিয়া উঠিলেন:—"অন্ধকার দূর হয়েচে, আলো দেখা দিয়েচে।" এতদিনের পর, জীবনের পুরস্কারস্বরূপ তিনি মৃত্যুকে লাভ করিলেন।

তাঁহার সমাধি-স্তম্ভের প্রস্তরে তিনি নিম্নলিখিত কথাগুলি খুদিয়া রাখিতে বলিয়া গিয়াছিলেন:—

"আলোক যেমন অন্ধকারকে—বিজ্ঞান সেইরূপ অমঙ্গলকে দূর করিয়া দেয়। রহস্যের দ্বারা নহে, পরন্তু অর্জ্জিত বিজ্ঞানের দ্বারাই ঈশ্বর মনুষ্যের নিকট আত্মপ্রকাশ করেন। অবশেষে আত্মা স্বীয় পার্থিবসম্বন্ধ হইতে—অজ্ঞান হইতে—ভ্রান্ত বিশ্বাসসমূহ হইতে বিমুক্ত হইয়া সেই মহাবিশ্বের মহাসমষ্টির মধ্যে প্রবেশ করে—যাহার আদি নাই, যাহার অন্ত নাই।"

হাবিলদার কন্দর্প সিংহের ভালবাসা।

(ফরাসিস্ গ্রন্থকার ভ্যালোয়ার গ্রন্থ হইতে।)

আমার বেশ স্মরণ হয়, ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে এই অদ্ভুত ঘটনাটি কানপুর সহরে ঘটিয়াছিল। সেখানকার বৃদ্ধেরা এখনও গল্প করে, সেই ব্যাপারটি লইয়া সেই সময় কত

হুলস্থুল পড়িয়া যায়। এখনও সেই তরুচ্ছায় পথ দিয়া যাইতে যাইতে লোকে মৃদুস্বরে সেই কথা বলাবলি করে।

সে দিন সন্ধ্যার সময়, কেন জানি না, আমি অত্যন্ত বিষণ্ন হইয়া ছিলাম। তাম্রাকু সেবন করিয়া সেই বিষাদের ভাবটা তাড়াইবার চেষ্টা করিলাম—তামাকটা অত্যন্ত কটু বোধ হইল; মুখে রুচিল না। ঘরের দরজা জান্‌লা দিয়া চারিদিক হইতেই যেন একটা অবসাদের বায়ু বহিতেছিল। এমন সময়ে দ্বারের নিকট একটা পদশব্দ শুনিতে পাঁইলাম। বিরক্ত ভাবে উঠিয়া সেই দিকে অগ্রসর হইলাম।

আমার বন্ধু কন্দর্প সিং হুড়মুড় করিয়া ব্যস্ত ভাবে ঘরের ভিতর ঢুকিয়া পড়িলেন। তাঁর ভাব দেখিয়া আমি একটু আশ্চর্য্য হইলাম। কেননা, তাঁর ওরূপ প্রকৃতি নহে। তিনি স্বভাবতই একটু ঢিমে চালের লোক। তিনি ঘরে প্রবেশ করিয়াই বলিয়া উঠিলেন;—"আঃ বাঁচলুম, তুমি ঘরে আছ!"

আমি দ্বার রুদ্ধ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম "ব্যাপারটা কি?"

—"এমন কিছু না—আমার ভয় হচ্ছিল পাছে তুমি বাহিরে গিয়া থাক, এখন তোমাকে দেখ্‌তে পেয়ে অত্যন্ত সুখী হলেম।"

—"এসো ভাই, বোস! ভাগ্যি তুমি এলে; ঠিক সময়ে এসেছ। আমার মনটা বড়ই খারাপ হয়েছিল। এখন তোমার সঙ্গে দু দণ্ড কথা কয়ে বাঁচব।"

আমরা দুজনে ব'সলাম।

কন্দর্প সিংহ অশ্বারোহী সৈন্যদলের একজন হাবিলদার। যুবা বয়স; লোক্‌টা একটু কল্পনা-প্রিয়। তিনি কল্পনা করিতেন, সহরের তাবৎ রমণী তাঁর জন্য উন্মত্ত; তার উপর আবার যখন এক ছিলিম চরোশ টানিতেন, তখন তো আর কথাই ছিল না। তখন তিনি যার পর নাই, গলগল ভাব ধারণ করিতেন। আর মনে করিতেন, কোন্ রমণী তাঁর সেই মনোমুগ্ধকর ভাব দেখিয়া স্থির থাকিতে পারে!

কন্দর্প সিংহ দেখিতে মন্দ নহে; মুখে বেশ রক্তের আভা আছে; ওষ্ঠাধর রক্তিমাভ; ঘন সন্নিবিষ্ট গুম্ফ-রাজি; বন্দুক-নিন্দিত নাসিকা; জল্‌জল্ নেত্রদ্বয়। যখন তিনি ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিলেন, তাঁহার দেহে কোন পরিবর্ত্তন লক্ষিত হইল না, মুখ দেখিয়া বুঝিতে পারিলাম না, তাঁহার মনে কোনও উদ্বেগ উপস্থিত হইয়াছে; কেবল

মনে হইল, তিনি যেন একটু শ্রান্ত-ক্লান্ত। কিন্তু কন্দর্প সিংহের সেই সদর্প নারী-বিজয়ী ভাবখানাও যেন আর দেখিতে পাইলাম না।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম "কি সংবাদ?"

—"সংবাদ আর কি ভাই—এই দেখো, কানপুর থেকে আস্‌চি।"

—"কানপুর থেকে?"

—"হাঁ, কানপুর থেকে, ঘোড়ায় চড়ে, ২০ ক্রোশ রাস্তা খুব ছুটিয়ে এসেছি।"

—"খুব ছুটিয়ে? তবে কি তুমি পলাতক হয়ে এসেছ?"

—"হাঁ, প্রায় তাই।"

—"ব্যাপারটা কি, তবে, বল। শোনা যাক্ কি হয়েছে। তোমার টাকা কড়ি সম্বন্ধে"......

—"টাকাকড়ির বিষয় হলে তো বাঁচ্‌তুম—ওরকম তুচ্ছ বিষয়ের জন্ত নাকি কারও মাথাব্যথা হয়।"

—"দূর কর ছাই! শীঘ্র বলে ফ্যালো না। তবে কি?—তুমি বুঝ্‌তে পারচ না, আমার কতটা কৌতূহল তুমি উদ্রেক করেছ। কোন মারামারি, দাঙ্গা হাঙ্গামার ব্যাপার?"

—"মারামারি কি জন্ত ?"

—"তা বটে, মারামারি করে তোমার লাভটা কি, তবে যদি মনে করে থাক ঐ এক আমোদ—তা ছাড়া, কখন কি ঘটে তা তো।"—

—"না, মারামারি ব্যাপার কিছুই না।"

—"তবে কি ?—মাথামুণ্ডু !—তবে কি ?"

—"এখন ভাই তামাসা রেখে দেও।"

—"আমি তামাসা কচ্ছিই বটে !"

—"তা ভাই কে জানে, আজকালের যে-রকম ধরণ—আমার যা হয়েছে তা আমিই জানি।"

—"তা এসো ভাই দুই এক ছিলিম টানা যাক্—তা হলে তোমার।"—

—"না, ভাই, আজ এক ছিলিমও না।"

—"তবে সত্যই দেখ্‌চি একটা কি গুরুতর ব্যাপার হয়েছে। আমি তোমাকে এমন ভাবিত হতে কখনও দেখি নি।"

—"আমি অতি নির্বোধ, তাই কিছু বুঝ্‌তে পাচ্চিনে; তাই তোমার কাছে আজ দৌড়ে এনুম। তোমার বুদ্ধি খুব তীক্ষ্ণ, তুমি বোধ হয় এই ঘটনার কিছু অর্থ বল্‌তে পারবে। সেই ঘটনাটা আমার মনে রাতদিনই জাগ্‌চে।"

—"বল, আমি শুন্‌চি; আমি খুব মন দিয়ে শুন্‌ব, তার জন্ত ভেবো না৷"

"প্রথমেই তোমাকে একটি কথা বলি; আমার ভাই একটি বান্ধবী আছে"......

—"হুঁ! এই দুর্ব্বলতাটুকু আমার কাছে প্রকাশ করবে কি না, প্রথমে আমার একটু সন্দেহ ছিল।"

—"কিন্তু তুমি যদি এই রকম করে ঠাট্টা কর"......

—"না ভাই, হাবিলদার সাহেব, আর না; এই আমি মুখ বন্ধ করলুম। এখন বল।"

—"তা, আমার এই বান্ধবীটি অতি চমৎকার দেখ্‌তে; আর, তার প্রতি আমার যে ভয়ানক আসক্তি জন্মেছে, এ কথাও তোমার কাছে স্বীকার করচি।

তিন দিন হল, আমরা একটু ছুটি পেয়েছিলুম; ছুটির সময়টা কি করে কাটাব কিছুই স্থির করতে না পেরে, আমি, আর আমাদের পণ্টনের একজন সুবেদার—আমার বন্ধু, আমরা দুইজনে আমাদের বারিক থেকে বেরিয়ে পড়লুম্। বেরিয়ে নদীর ধার দিয়ে বরাবর চল্‌তে লাগ্‌লুম। চল্‌তে চল্‌তে রাত্রির হয়ে পড়ল। অন্ধকার ক্রমেই

বাড়তে লাগ্‌ল। তাতে আবার এই শীতকালে নদী থেকে কুয়াশা উৎপন্ন হয়ে সে অন্ধকারকে যেন আঁরও গাঢ় করে তুল্লে। সে এমন নিরেট অন্ধকার যে তাতে যেন ছুরি বসে।"

—"আমার বন্ধু, তুলা সিং শীতের হাওয়ায় একটু ক্লিষ্ট হয়ে আমাকে বল্লেন; ওহে, তোমার কি এতই গ্রীষ্ম বোধ হচ্ছে যে এই কন্‌কনে শীতে নদীর ধারে না বেড়াইলেই নয়? আমার তো এ বেড়ানটা বড় ভাল লাগ্‌চে না; এসো, এক কাজ করা যাক, ঐ দোকানে গিয়ে এক ছিলিম গাঁজা টানা যাক্।"

—"না, তা হবে না; আমার জুলিয়ার সঙ্গে দেখা কর্‌তে হবে।" আমার সেই বান্ধবীটির নাম জুলিয়া। "তুমি কি আমার সঙ্গে আস্‌বে?"

—তুলাসিং বলিলেন "আচ্ছা চল। একজন রূপসীর সঙ্গে ঘণ্টাখানেক কাটাতে কার না ভাল লাগে?"

সহরের প্রান্ত দেশে সেই তরুণীর নিবাস। বরাবর সেই দিকে আমরা চলিতে লাগিলাম।

যদিও অনেকটা পথ, কিন্তু সেখানে একবার পৌঁছিতে পারিলে, আগুন পোহাইয়া পথক্লেশ দূর করা যাইবে এই আশায় ভর করিয়া শীঘ্রই গম্য স্থানে উপনীত হওয়া

গেল। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে আমাদের আশা সফল হইল না।

ছুলিয়া বাড়িতে নাই। বাহিরে গিয়াছে।

ভৃত্য বলিল "ঠাকরণ সহরে গেছেন—সেখানে তাঁর নিমন্ত্রণ আছে। বোধ হয় রাত্তিরটা সেই খানেই কাটাইবেন।"

—এই কুসম্বাদ শ্রবণ করিয়া তুলা সিং বলিয়া উঠিলেন "সর্ব্বনাশ, তা হলে তা দেখ্‌ছি কোন আশা নাই —চল, তবে সেই গাঁজার দোকানে যাওয়া যাক্।"

—আমি বলিলাম "অন্য রাস্তা দিয়ে না গিয়ে, চল যে পথের দুই ধারে গাছের সারি দেখা যাচ্ছে সেই ছায়াপথ দিয়ে যাওয়া যাক্—ঐটেই সোজা পথ—ঐ পথ দিয়ে গেলে শীঘ্র পৌছন যাবে।"

তাই যাওয়া গেল।

ঘোর অন্ধকার। তাতে ঘন কুয়াশা। পঞ্চাশ কদম যাইতে না যাইতেই দেখি আমার বন্ধু অদৃশ্য হইয়াছেন। তিনি ডাহিনে গেলেন, কি বামে গেলেন, কিছুই দেখিতে পাইলাম না। তবে এই পর্য্যন্ত নিশ্চয় জানিলাম, আমরা বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছি। আমাদের মধ্যে একটা কি ব্যবধান আসিয়া পড়িয়াছে।

তাঁর নাম ধরিয়া ডাকিলাম কোন উত্তর নাই।

তাঁর কথা আর না ভাবিয়া আমি সেই দোকানের উদ্দেশে চলিতে লাগিলাম। হঠাৎ কি একটা যেন আমার পায়ে ঠেকিল। জিনিসটা কি, মাথা হেঁট করিয়া দেখিবার চেষ্টা করিলাম ; একটা মড়া-খেগো পথের কুকুর ?—না, একটা পাথর ?—না, মানুষ ? না জানি কি !—কিন্তু এটা যে নড়িতেছে। নেত্র বিস্ফারিত করিয়া দেখিতে লাগিলাম। একি, এ যে একটা স্ত্রীলোক ! পথের ভিখারিণীর ন্যায় বৃক্ষের তলায় বসিয়া আছে ; যেন শীতে ক্লেশ নাই—বিজনতায় ভয় নাই—আমার প্রতি ভ্রূক্ষেপ নাই।

—"এখানে কি কচ্চ ঠাকরুণ কোন অসুখ করেছে ?"

—ক্ষীণস্বরে উত্তর করিল—"না।"

—"খোলা জায়গায় নিদ্রা যাবার এ তো উপযুক্ত কাল নয়।"

—"এখানেই হউক, অন্যত্রই হউক, আমার কি আসিয়া যায় ?"

—"এই ঘোর রাত্রি, ঘন অন্ধকার—কঠোর শীত কাল—এই সময়ে এই স্থানে কেন একাকিনী ? এমন অদ্ভুত ব্যাপার তো"......

—"সকল সময়ই আমার পক্ষে সমান।"

—"যদি ঠাকরুণ অনুমতি করেন, আমি আপনার বাড়ি পর্য্যন্ত পৌঁছিয়ে দিয়ে আসি"—একটু হৃদয়ের উচ্ছ্বাস সহকারে আমি এই কথা বলিলাম।

—তিনি বলিলেন—"আচ্ছা।"

এবং তৎক্ষণাৎ তিনি ভূমি হইতে উত্থান করিলেন এবং আমার সঙ্গে সঙ্গে চলিতে লাগিলেন।

বলিতে কি, এই অদ্ভুত ঘটনার প্রথম হইতেই আমার মনে একটা চাঞ্চল্য উপস্থিত হইয়াছিল। এই দুরন্ত শীতে কোথায় থর থর করিয়া কাঁপিব, না আমার ললাট হইতে ঘর্ম্ম বিন্দু ঝরিতে লাগিল।

আমি কি ভাবিব কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। সকলই অদ্ভুত—স্বপ্নময়। বাহিরে কুয়াশা, এ স্ত্রীলোকটি কে? এখনও তো ইহাঁর মুখ দেখিতে পাই নাই। দেখিলে কি বিস্ময়ানন্দ উপস্থিত হইবে? কণ্ঠস্বর যেরূপ মধুর, মুখশ্রীও কি সেইরূপ সুন্দর হইবে?

এই উপন্যাসোপযোগী ঘটনাটির পরিণাম না জানি কি হইবে?

—না জানি, কোথায় গিয়া ইহার শেষ হইবে! সুখের আশায় হৃদয় উথলিয়া উঠিল, সৌন্দর্য্যতৃষ্ণা ক্রমশই প্রবল হইয়া উঠিল—এক কথায়............আরে নির্ব্বোধ!

—"হাবিল্দার সাহেব, অমন করে আপনাকে ধিক্কার দিচ্ছ কেন?"—আমি বলিয়া উঠিলাম। কন্দর্প সিংহ উত্তর করিলেন "কেন, তা আমিই জানি। কথাগুল শুনে যাও, একটু পরে তুমিও জানতে পারবে।"

স্ত্রীলোকটি পথ দেখাইয়া আগে আগে চলিতেছিলেন; আমি অবাক্ হইয়া অন্যমনস্কভাবে তাঁহার অনুসরণ করিতেছিলাম। অবশেষে একটা অট্টালিকার সংলগ্ন ভূমিখণ্ডে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। ......কিন্তু মুখ কি করিয়া দেখা যায়?—একে অন্ধকার, তাতে কুয়াশা—আবার মুখ কতকটা কাপড়ে ঢাকা। বুঝ্তেই তো পার ভাই, মুখটাই হচ্চে প্রধান জিনিস।

—পাঁচ মিনিট পরে থামিলেন। যদি জিজ্ঞাসা কর সেটা কোন্ রাস্তা, আমি তো তখন কিছুই জানিতে পারি নাই; কিন্তু আমি আর কোন বিষয় না ভাবিয়া, তাঁহার নিকটে আসিয়া দাঁড়াইলাম।

—"এই আমার বাড়ি, ভিতরে আসবার ইচ্ছা আছে?"

এইরূপ প্রস্তাব হইবে আমি কখন প্রত্যাশা করি নাই, আর, এমন প্রশান্তভাবে তিনি আমাকে এই কথাটি জিজ্ঞাসা করিলেন, যে আমি আগ্রহের সহিত তাহাতে সম্মত হইলাম।

আমার কৌতূহল, যার পর নাই, উদ্রিক্ত হইয়াছিল। আমি মনে করিলাম, যাহাই অদৃষ্টে থাক্ ইহার শেষ দেখিতে হইবে। উঁহার মুখ না দেখিয়া আমি উঁহাকে ছাড়িতেছি না।

সেই অপরিচিতা স্ত্রীলোক বাটীর নিকটবর্ত্তী হইলেন। একটা তীব্র শব্দ বাটীর অভ্যন্তরে প্রতিধ্বনিত হইল, কবাট খুলিয়া গেল। দ্বার দেশের দুই ধারে দুইজন ভৃত্য শোকের উপযোগী শুভ্র বস্ত্রে অপাদমস্তক আবৃত হইয়া প্রদীপ্ত মশাল হস্তে দণ্ডায়মান।

অপরিচিতা আমার সম্মুখ দিয়া রাজরাণীর ন্যায় সদর্প পদক্ষেপে চলিতে লাগিলেন এবং তাঁহার অনুসরণ করিতে আমাকে ইঙ্গিত করিলেন।

মসালের আলোকে দেখিলাম, তাঁহার সমস্ত দেহ শুভ্র বসনে আচ্ছাদিত।

—মুখও শুভ্র অবগুণ্ঠনে প্রচ্ছন্ন।

—"তুমি তো ভাই আমাকে চেনো, স্বয়ং যম এলেও আমি ভয় করি না। কিন্তু সত্য বলিতে কি, আমার গা কেমন শিহরিয়া উঠিল। কিন্তু আমি অতি কষ্টে সাহসে ভর করিয়া গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিলাম।

যে ঘরে আমাকে লইয়া গেল, সে ঘরটি আস্‌বাবে সুসজ্জিত। পুরু মখমলের আস্তরণ ভূতলে বিস্তৃত— তাহার উপর লেশমাত্র পদশব্দ শোনা যায় না। একটা ঘড়ির উপর আমার চোখ্‌ পড়িল, দেখিলাম দ্বিপ্রহর রাত্রি অতীত হইয়াছে।

কর্ত্রীর ইঙ্গিতমাত্রে, ভৃত্যেরা বড় বড় মোমের বাতি ঘরে জ্বালাইয়া উপছায়ার ন্যায় নিঃশব্দে চলিয়া গেল। সেই ক্ষীণপ্রভ, চঞ্চল-শিখা দীপাবলী মৃদু আলোক চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ করিতেছিল।

আমি আর সেই অপরিচিতা রমণী! ঘরে আর কেহই নাই!

আমি স্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া রহিলাম। কিন্তু বেশিক্ষণ দাঁড়াইতে হইল না। অপরিচিতা ইঙ্গিত করিয়া একটি সিংহাসনে তাঁহার পার্শ্বে আমাকে বসিতে বলিলেন এবং তাহার পরেই তাঁহার অবগুণ্ঠন উন্মোচন করিলেন।

তাঁহার মুখাবলোকন করিয়া আমি একেবারে বিমোহিত হইলাম, আমার নেত্র যেন ঝলসিয়া গেল। এই প্রদীপ্ত মুখচ্ছবি দেখিবামাত্র আমার পূর্ব্বানুভূত ভয় কাল্পনিক বলিয়া মনে হইল এবং মুহূর্ত্ত মধ্যে সে সমস্ত কোথায় অন্তর্হিত হইয়া গেল।

ভাইরে, কি আর বল্‌ব—তাকে দেবী বল্‌তে পার, মানবী বল্‌তে পার—তুমি যা ইচ্ছা তাকে বল্‌তে পার—কিন্তু এমন সুন্দরী রমণী আমি জীবনে কখন দেখি নাই!

এখন জান্‌তে চাও, আমাদের মধ্যে কি হ'ল? তোমার দিব্য, আমি কিছুই জানি না। এই পর্য্যন্ত মনে আছে, তাঁহার হস্ত যখন পীড়ন করিলাম, তখন মনে হইল যেন মর্ম্মর প্রস্তর চাপিয়া ধরিয়াছি। আরও মনে পড়ে, যে নেত্রের দৃষ্টি অমন মধুর, সে নেত্র যেন স্থির ও অচল ছিল; কিন্তু তিনি এমন একটি কোমল দৃষ্টির সহিত স্বাভাবিক ভাবে আমার দিকে চাহিয়াছিলেন, যে আমার মনে হইল তিনি যেন আমাকে ভালবাসিয়াছেন। এইরূপ মনে হওয়ায় আমি তখনই জানু পাতিয়া তাঁহার পদতলে পড়িয়া তাঁহার পা জড়াইয়া ধরিলাম। এইরূপভাবে কতক্ষণ ছিলাম বলিতে পারি না। কিন্তু তখন মনে হইয়াছিল, চিরজীবন বুঝি এইরূপ ভাবেই থাকিব। আমি আনন্দে মরিয়া যাইতেছিলাম—এক অজ্ঞাত অপূর্ব্ব উন্মত্ততা আসিয়া এই জগতের সীমা ছাড়াইয়া যেন আমাকে কোথায় লইয়া যাইতেছে। হঠাৎ ঘড়িতে একটা বাজিয়া উঠিল।

এই নিস্তব্ধতার মধ্যে ঘড়ির রুক্ষ নিনাদ শ্মশানের হুঙ্কার বলিয়া মনে হইল। আমি তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়িলাম, কেন তা জানি না। পিছনের দেয়ালের দিকে ফিরিয়া দেখিলাম, যে সকল বড় বড় আয়না ছিল সমস্ত সাদা কাপড়ে আবৃত হইয়া গিয়াছে—বিচিত্র বর্ণের পর্দাগুলি সাদা হইয়া গিয়াছে—এবং মোমের বাতিগুলি আস্তে আস্তে নিবিয়া যাইতেছে।

এই ছায়াবাজির খেলা দেখিয়া আমি অত্যন্ত বিচলিত হইয়া উঠিলাম, আমার সেই অপরিচিতা রমণীকে খুঁজিতে লাগিলাম—জন প্রাণী কেহই নাই! ভৃত্যেরা?—তারাও নাই! আমি দ্বারের দিকে ছুটিলাম!......

রাস্তার ধারের দিকের দরজাটা খুলিয়া গেল—আমি রাস্তায় বাহির হইয়া পড়িলাম—এই ভুতুড়ে বাড়ির মধ্যে কি করিয়া প্রবেশ করিলাম, কি করিয়াই বা সেখান হইতে বাহির হইলাম এখন কিছুই বুঝিতে পারি না।

অত্যন্ত ঘাম হইয়াছে; কপালের ঘাম মুছিব মনে করিয়া রুমাল বাহির করিতে গেলাম, দেখি রুমাল নাই।

এই অদ্ভুত ব্যাপারটার রহস্য কি, জানিবার অত্যন্ত ইচ্ছা হইল; মুক্ত বায়ুতে আসিয়া আমার মনেরও চাঞ্চল্য অনেকটা দূর হইল; তখন আমার তলবারটা খাপের মধ্য হইতে বাহির করিলাম এবং সেই রহস্যময় অট্টালিকার দেয়ালের উপর তলবার দিয়া খুব একটা গভীর রেখাপাত করিয়া চিহ্নিত করিয়া রাখিলাম এবং যে রাস্তার উপর বাড়িটি অবস্থিত তাহাও মনে করিয়া রাখিলাম।

তুমি তো ভাই বুঝ্‌তেই পারচ, এতটা হাঙ্গামের পর একটু বিশ্রাম—একটু বিজনতার আবশ্যক। তাই আমার গৃহে প্রবেশ করিলাম।

তার পর দিন, তুলরাম সিংকে এই অদ্ভুত ঘটনার কথা যখন বলিলাম, সে এক তুড়িতে সব উড়াইয়া দিল। আমি বলিলাম সেই বাড়িতে আমি তাকে লইয়া যাইব, সে আমাকে পাগল ঠাওরাইল। যা হোক্‌ অনেক বলায় সে আমার সঙ্গে যাইতে অবশেষে সম্মত হইল। আমি ইতিপূর্ব্বে একটি স্মরণের চিহ্ন দিয়া আসিয়াছিলাম, সুতরাং সে বাড়ি চিনিতে এখন আমার আর কোন কষ্ট হইল না।

কিন্তু কি আশ্চর্য্য, সেই বাড়িতে পৌঁছিয়া দেখিলাম জান্‌লা খড়খড়ি সমস্ত আষ্টেপৃষ্ঠে বন্ধ—কবাটের কব্জায়

মরিচা ধরিয়াছে; সমস্ত রকম-সকম দেখিয়া একটা পোড়ো বাড়ি বলিয়া মনে হইল। দরজায় ঘা দিলাম, ভিতর হইতে কোন উত্তর নাই। অবশেষে বিরক্ত ও ধৈর্য্যচ্যুত হইয়া খুব সোরসরাবৎ আরম্ভ করিলাম। তাহা শুনিয়া পাশের বাড়ির একজন লোক আপন বাটীর জান্‌লা খুলিল। এবং আমাকে বলিল ;—

—"কাকে খুঁজ্‌চেন?"

—"এই বাড়িতে একটি স্ত্রীলোক থাকেন"—

—"দুই বৎসর হইল তিনি মারা গিয়াছেন; সেই পর্য্যন্ত এই বাড়ি খালি পড়ে আছে।"

—"অসম্ভব!"

—"যদি বাড়িটা খরিদ করবার অভিপ্রায়ে এসে থাকেন তো ১২ নম্বরের বাড়িতে যান; সেখানে একটি ভদ্রলোক থাকেন, তিনি সমস্ত সন্ধান বলে দিতে পারবেন।" এই উপকারটুকু পেয়ে আমি তাঁকে সেলাম করলুম, তিনি আবার জান্‌লা বন্ধ করলেন। আমি তখনই সেই ১২ নম্বরের বাড়িতে গেলাম। কোন রকম করে এই রহস্যটার উদ্ভেদ করিতেই হইবে।

আমরা দুই বন্ধু সেইখানে উপস্থিত হইলে পর ঐ পোড়ো বাড়িটা খরিদ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলাম।

তাহাতে, অমুক অত্যন্ত আহ্লাদিত হইয়া আমাদিগকে যথোচিত অভ্যর্থনা করিলেন।

—"সওদাটা খুব ভাল ; আর বাড়িটা মধ্যে গিয়ে যদি একবার দেখেন"—

"বাড়ির মধ্যে গিয়েছি।"

"কি! ভিতরে গিয়াছেন!" এই কথা বলিয়া সবিস্ময়ে আমার দিকে ফিরিলেন; "আমি নিজেই যে এই ছয় মাস তার চৌকাঠ মাড়াইনি—আর, সে বাড়ির চাবি আমার কাছে—আমার সিন্দুকে বন্ধ......তবে যদি...... মাপ করবেন মহাশয়, আপনি বুঝি গৃহকর্ত্রীর মৃত্যুর পূর্ব্বে গিয়েছিলেন?

—"কাল রাত্তিরে আমি সেখানে গিয়েছি—কিছু না হবে তো দুই ঘণ্টা ধরে একটি সুন্দরী রমণীর সঙ্গে একত্র ছিলুম।

অমুক—সহসা আমার বন্ধুর দিকে একবার তাকাইলেন—অর্থাৎ আমি প্রকৃতিস্থ কি না সে বিষয় নিশ্চিন্ত হওয়া আবশ্যক বিবেচনা করিলেন।

তাঁহার ভ্রম আমি বুঝিতে পারিলাম, এবং তাহার বিশ্বাস উৎপাদন করিবার জন্ত বাড়ির তন্নতন্ন বিষয় বিবৃত করিয়া বলিতে লাগিলাম।

—"আমি বুঝেছি মশায়, আপনি আমার কথায় বিশ্বাস কচ্ছেন না, কিন্তু আমি ইহার একটা প্রমাণ দিতে পারি। সেই বাড়ি হইতে বাহির হইবার সময় আমার রুমাল সেখানে ফেলিয়া আসিয়াছিলাম। যদি সেইখানে গিয়া সেই রুমালটা আবার পাই—তাহলে আপনি কি বলেন ?

—"কি আর বল্‌ব—তাহলে আপনি যে দাম বল্‌বেন সেই দামেই বাড়িটা আপনাকে বিক্রী করব।"

—তুলারাম সিংহকে চুপি চুপি বলিলাম—"অমনি দিলেও লই না।"

অমুক—আমার প্রস্তাবে সম্মত হইলেন—আমরা একত্র সেই বাড়িতে গিয়া উপস্থিত হইলাম। অমুক—মাকড়শার জালে ঢাকা দ্বার-লগ্ন তালায় প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া জয়োল্লাস প্রকাশ করিলেন।

—"এখন ফিরে যাবেন ?"

—"না—এখনও না!"

—"কিন্তু এই দরজা ছয় মাস ধরে খোলা হয় নি।"

"আমি আপনাকে নিশ্চয় করে বল্‌চি, আমি কাল এই দরজা দিয়ে প্রবেশ করেছি।"

অবশেষে আমরা বাড়ির ভিতরে প্রবেশ করিলাম।

সমস্তই পোড়ো বাড়ির মত। দেয়াল ছাতা-ধরা; মেঝে ধুলোর ভরা; ছাদ ফুটো-কাটা; সিঁড়ি পর্য্যন্ত ঘাসে আক্রান্ত। কিন্তু সেই বড় দালান-ঘরে প্রবেশ করিবামাত্র প্রথমেই আমার রুমালটা নজরে পড়ল। রুমালটা সেই সিংহাসনের উপর ছিল!......

—"যা ঘটেছিল সমস্তই তো তোমাকে ভাই বল্লুম, এখন তোমার কি মনে হয় বল দেখি?"

—"হাবিলদার, তোমাকে কি কখন নিশিতে পায়?"

—"তা তো আমি কখনও টের পাই নি।"

—তুমি কি......কি করে বল্‌ব?......তোমার বন্ধুর সঙ্গে একত্র যখন বারিক থেকে বেরিয়েছিলে—দুই এক মদ্......?

—"উঁহু—তা তো কৈ মনে হচ্ছে না।"

"আচ্ছা একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, মনে করে দেখ দিকি। তুমি চীৎ হয়ে শুয়েছিলে কি না? চীৎ হয়ে শোয়ার দরুণ তুমি এই রকম অদ্ভুত স্বপ্ন দেখে থাক্‌বে। সেই স্বপ্নের ভাবটা এখনও তোমার মন থেকে যাচ্ছে না।"

ইহার ছয় মাস পরে হাবিলদার কন্দর্প সিংহ ভারতবর্ষের কোনও সীমান্তবর্ত্তী বন্যজাতির সহিত যুদ্ধে নিহত হয়েন। আমার প্রশ্নের উত্তর আর পাইলাম না।

অনুতাপিনী সন্ন্যাসিনী।

(ফরাসী লেখক ইউজেন্-ডোরিয়াক্ হইতে)

১

১৭৩২ খৃষ্টাব্দে আষাঢ়মাসের আরম্ভভাগে একটি রমণী টুলুজ্-নগরীর রাজপথ-দিয়া দ্রুতপদে চলিতেছিল। পথ জিজ্ঞাসা করিয়া লইবার জন্য, মধ্যে-মধ্যে থামিতেছিল, আবার চলিতেছিল। অবশেষে একটা মঠের নিকট উপনীত হইয়া বলিল :—"মঠধারিণীর সহিত আমি সাক্ষাৎ করতে চাই।" অমনি, লোহ-গরাদিয়া-বেষ্টনের প্রবেশদ্বার উদ্ঘাটিত হইল।

একজন বৃদ্ধা সন্ন্যাসিনী তাহাকে ভিতরে প্রবেশ করাইয়া, একটা কাম্‌রার মধ্যে লইয়া গেল। সেটি স্তবপাঠের স্থান;—সুন্দর সজ্জায় সুসজ্জিত, কুসুমগন্ধে আমোদিত। সেই অপরিচিতা সন্ন্যাসিনী তাহাকে সেখানে একাকিনী রাখিয়া, একটি কথা না বলিয়া, প্রস্থান করিল। একটু পরেই, আর একজন রমণী গর্ব্বিত পদক্ষেপে প্রবেশ করিয়া, মস্তক ঈষৎ নত করিয়া অভিবাদন করিল। পরে, আগন্তুককে একখানি আসনে বসিতে ইঙ্গিত করিয়া, দুইজনেই উপবেশন করিল।

বিলাসের সামগ্রী যতদূর মূল্যবান্ ও ইন্দ্রিয়াকর্ষক হইতে পারে, সেই সব সামগ্রীতে এই কক্ষটি সুসজ্জিত; এইরূপ সুসজ্জিত ঘরে, এই দুইটি রমণীকে যদি কেহ এই সময়ে দেখিত, সে নিশ্চয়ই মনে মনে কত কি ভাবিত, কিন্তু কিছুই ঠিক করিয়া উঠিতে পারিত না।

এই দুই রমণীর মধ্যে, একজনের দেহের উচ্চতা, সচরাচর স্ত্রীলোকের যেরূপ হইয়া থাকে, সেইরূপ। যৌবনে ইহারই মধ্যে ভাঁটা পড়িতে আরম্ভ হইয়াছে। পরিধানে মোটা ফ্ল্যানেলের কাপড়; গলার নীচের দিকে একটু খোলা; মিহি-সূতার "শেমিজ"-জামা ভিতর হইতে দেখা যাইতেছে। চোখের তারা কৃষ্ণবর্ণ ও অগ্নিময়। কপো-

লের দুই দিকে পাকানো সলিতার ন্যায় দুইটী কৃষ্ণাভ অলক-দাম লম্বিত; তাহাতে তাহার মুখের শুভ্রবর্ণ আরও যেন ফুটিয়া উঠিয়াছে।

দ্বিতীয়া রমণীর মুখশ্রী কর্ত্তব্য-কঠোর, মহত্বসূচক, গুরু-গম্ভীর, রাজমহিমাদীপ্ত; এবং তাঁহার সন্নিকর্ষের এরূপ প্রভাব যে, তাহাতে অভিভূত হইয়া পড়িতে হয়। তাঁহার লৌকিক নাম 'গ্যাব্রিয়েল্', কিন্তু মঠের লোকেরা তাঁহাকে 'মাতাজি-অ্যাঞ্জ্-মারী' বলিয়া ডাকিত।

দ্বিতীয়ার অপেক্ষা, প্রথমা বয়সে ২০ বৎসরের ছোটো; লম্বা, ছিপ্‌ছিপে, পাত্‌লা; বাতাহত নতশির কুসুম-কলিকার ন্যায় ইনি যেন সর্ব্বদাই কাঁপিতেছেন ও নত হইয়াই আছেন। ইঁহার মুখশ্রী বাস্তব পক্ষে সুন্দর হইলেও, চির-যন্ত্রণার ছাপ্ যেন উহাতে মুদ্রিত। ইঁহার সুনীল নেত্রের চারিধারে সুদীর্ঘ পক্ষ্মরাজি; দুইএকটি-মোটা অশ্রুফোঁটা যেন তাহাতে আট্‌কাইয়া রহিয়াছে। তাঁহার চিক্কণ কেশগুচ্ছ, কক্ষ প্রবাহিত সুশীতল মৃদুমন্দ অনিলভরে, বক্ষের উপরে ক্রীড়া করিতেছে। মাতাজি অনেকক্ষণ নীরব থাকিয়া, পরে বলিলেন:—"ভদ্রে, আমি কি জিজ্ঞাসা কর্‌তে পারি, কি অভিপ্রায়ে তুমি আমার নিকটে এসেছ?"

তরুণীর মুখমণ্ডল অশ্রুজলে পরিপ্লুত ছিল, এক্ষণে চোখের জল মুছিয়া সে উত্তর করিল:—"মা, আমি আপনার কাছে সান্ত্বনা পাবার জন্ম এসেছি। আমি হতভাগিনী, আমি পাপিষ্ঠা; কিন্তু আমার দুষ্কর্মের জন্ম আমি যথেষ্ট কষ্টও পেয়েছি। আমার মা-বাপ আমার কাছে সর্ব্বদাই বলতেন, 'অনুতাপ করলে ঈশ্বর মার্জ্জনা করেন।' কিন্তু আমার বিশ্বাস, অনুতাপ যথেষ্ট নয়, আমাদের মহাপ্রভু বলেন:—'যাদের ধন-ঐশ্বর্য্য আছে, তাদের পক্ষে স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করা দুষ্কর।' যাতে আমার দোষের ক্ষালন হয়, যাতে আমার প্রায়শ্চিত্ত সম্পূর্ণ হয়, এইজন্ম আমি আমার সমস্ত ধনসম্পত্তি বিসর্জ্জন করে', আপনার স্নেহময় কোলে আশ্রয় নিতে এসেছি। মা, দয়া করে' আপনার পবিত্র কন্সাদের মধ্যে আমাকে একটু স্থান দিন।"

মাতাজি বলিলেন:—"প্রভুর শান্তিনিকেতনের দ্বার সকল পাপীর জন্মই উন্মুক্ত। তবু একটা কথা যদি তোমাকে বলি, কিছু মনে কোরো না। আমাদের আশ্রমে যে-সব ত্যাগ স্বীকার করতে হয়, যে-সব কঠোর সাধনা করতে হয়, সে-সব তুমি যে সহ্য করতে পারবে, তোমার শারীরিক অবস্থা দেখে তা'

মনে হয় না। তোমার শরীর দুর্বল, তোমার স্বাস্থ্য..."

তাঁহার কথা শেষ না হইতে-হইতেই আগন্তুক বলিল:—"হা ভগবান্! তা হ'লে পথহারা হয়েই কি এইভাবে আমায় চিরকাল ঘুরে বেড়াতে হবে? মাতাজি, আপনার দয়ার শরীর, আপনি মমতাময়ী; আপনাকে আমি অনুনয় করুচি, আপনার কাছ থেকে আমাকে দূর করে' দেবেন না। এ সংসারে আমার আর কেউই নেই। এখন আর আমার স্বামী নেই—আর বোধ হয় পুত্রও নেই।"

বেচারি বাস্তবিকই বড় কষ্ট পাইতেছে মনে করিয়া মাতাজির হৃদয় আর্দ্র হইল, তিনি আগ্রহভরে আরও কাছে ঘেঁষিয়া বসিলেন এবং অতীব মধুর বচনে বলিতে লাগিলেন:—"বাছা তোমার চোখের জল মোছো। তোমাকে আমার কাছ থেকে দূর করবার কোন অভিপ্রায় নেই। তোমার প্রতিজ্ঞা যদি অটল থাকে, অন্ত কাজে লিপ্ত হবার যদি তোমার যথেষ্ট মনের বল থাকে তা হ'লে আমাদের সঙ্গে তুমি থাকো। আমরা তোমাকে সান্ত্বনা দেব। আর এ কথা ভরসা করে' বলতে পারি, তোমার প্রার্থনার সঙ্গে যদি আমাদের প্রার্থনার

যোগ হয়, তা হ'লে ঈশ্বর নিশ্চয়ই তোমাকে ক্ষমা করবেন।"

বলিতে বলিতে তিনি একবার থামিলেন এবং খুব মনোযোগের সহিত সেই আশ্রয়প্রার্থিনীকে নিরীক্ষণ করিলেন; তাহার পর আবার বলিতে আরম্ভ করিলেন:—"কিন্তু আমাদের আশ্রমের নিয়ম-অনুসারে, প্রথমে আমাদের জানা আবশ্যক, তুমি কোথা হ'তে আসচ। বোধ হচ্ছে তুমি বিদেশিনী। তুমি কে বল দিকি? তোমার কি কোন আত্মীয়স্বজন নেই? তুমি যে সঙ্কল্প করেছ, তার জন্য তাঁদের কাছে কি তোমার জবাবদিহি করতে হবে না?"

এই প্রশ্নগুলি পর-পর একসঙ্গে জিজ্ঞাসা করায়, আগন্তুক একটু থতমত খাইয়া গেল। তাহার পাণ্ডুবর্ণ কপোল ঈষৎ রক্তিমা-রঞ্জিত হইল।

কিন্তু একটু পরেই আপনাকে সাম্‌লাইয়া-লইয়া, অবিচলিত-প্রশান্ত-ভাবে ও সম্পূর্ণ-দৃঢ়তা-সহকারে উত্তর করিল:—লণ্ডনের পার্শ্ববর্তী কোন-এক পল্লিতে আমার জন্ম। আমার নাম, ব্রুশ্‌বেরীর 'ক্যাথেরাইন্'। আমি ডার্বের কৌন্টেস্...আমি জন্মাবধি ক্যাথলিক্-ধর্মাবলম্বী।"

এই কথাগুলি বলিয়া, ঐ আগন্তুক রমণী তাঁহার পরিচ্ছদের মধ্য হইতে একটি ইস্পাৎ-মণ্ডিত বাক্সো বাহির করিল। বলিল :—"মা, এই বাক্সোটি আপনি রাখুন, এর ভিতরে আমার যৌতুকের ধনরত্ন আছে। কিন্তু তার চেয়েও যে একটি মূল্যবান্ জিনিস আমার আছে, তার সন্ধান আপনি ওতে পাবেন। অবশ্য আপনার কাছে সেটি মূল্যবান্ নয়; কিন্তু এ সংসারে সেইটিই আমার একমাত্র ধন, সেইটিই আমার একমাত্র বন্ধন। আহা! আবার যে আমি তাকে দেখ্‌তে পাব, সে আশা আর আমার নেই...আমার শিশুটিকে আমার কাছ থেকে নিয়ে গেছে; ফ্রান্‌সে নিয়ে যাবার জন্যে, তাকে আমার কোল থেকে ছিনিয়ে নিয়ে গেছে। সে যদি এখনও বেঁচে থাকে, আর যদি কোনোদিন আপনি তার কথা শুনতে পান, তা হ'লে আপনি এই বাক্সোটি তাকে দেবেন, আপনার কাছে এটি গচ্ছিত রইল। ওরই মধ্যে, সে তার মায়ের অন্তিমকালের ইচ্ছে জান্‌তে পার্‌বে।"

২

উপরে যাহা বিবৃত হইল, তাহার দুই বৎসর পরে, টুলুজ-নগরে সকলেই বলাবলি করিতে লাগিল যে, ডার্‌থের

কৌন্‌টেস্‌ মঠে গিয়া সন্ন্যাসিনীর অবগুণ্ঠন গ্রহণ করিয়াছেন।

এই উপলক্ষ্যে, মঠের ভজনালয়টি চিত্রিত পর্দায় ও অতীব দুর্লভ এবং সদ্যঃপ্রস্ফুটিত কুসুমগুচ্ছে সুসজ্জিত হইয়াছিল। সেকালে মঠগুলি যার-পর-নাই জমকালো সাজসজ্জায় ভূষিত হইত। তাহার কারণ, সম্ভ্রান্তবংশের ও রাজপরিবারের মহিলারাও সে সময়ে কখন-কখন মঠের আশ্রয় লইতেন। এইজন্য মঠের ধর্ম্মানুষ্ঠানের মধ্যেও রাজকীয় আড়ম্বর ও ঘটা পরিলক্ষিত হইত।

প্রথমে ১০ই আষাঢ় দীক্ষার দিন স্থির হয়, কিন্তু মঠধারিণী মাতাজি পীড়িত হওয়ায়, দশদিন আরও পিছাইয়া যায়। কেন না, শ্রদ্ধাস্পদ মাতাজি ভিন্ন দীক্ষাকার্য্য আর কাহারও দ্বারা সম্পাদিত হইতে পারে না।

আজ সেই দীক্ষার দিন। অনুষ্ঠানের একঘণ্টা পূর্ব্বে, শুভ্রবসনা অবগুণ্ঠিতা কুসুম-কিরীটিনী দীক্ষা-প্রার্থিনী, স্বীয় ধর্ম্মমাতার হস্তে সমর্পিতা হইলেন। কারণ, নিজ পরিবারবর্গের অভাবে, সেই ধর্ম্মমাতাই তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া নগরে আনিয়াছিলেন। মঠের দ্বার উদ্‌ঘাটন করিয়া, মঠধারিণী মাতাজি দীক্ষার্থিনীকে বলিলেন:—"যাও বৎসে, তোমাকে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা

দিচ্চি; সংসারে গিয়ে যদি সুখী হবার আশা থাকে, তা হ'লে, সেইখানেই থেকো, আর এখানে ফিরে এসো না।"

খুব জমকালো বহুমূল্য পরিচ্ছদে আবৃত হইয়া, আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া, ডামুর্থের কৌন্‌টেস্ সমস্ত সহর-ময় ঘুরিয়া বেড়াইলেন। উৎসবসজ্জার ন্যায় সুসজ্জিত নগর-গির্জাগুলি পরিদর্শন করিলেন। কিন্তু সংসারের এই সমস্ত আড়ম্বর দেখিয়া তিনি তৃপ্তিলাভ করিতে পারিলেন না—তিনি বিনা-পরিতাপে মঠের ভজনালয়ে আবার ফিরিয়া আসিলেন এবং সুপবিত্র বেদী-স্থানের প্রবেশপথে তাঁহার জন্য যে 'প্রার্থনা-ডেস্‌কো' প্রস্তুত হইয়াছিল, সেইখানে আসিয়া আসন গ্রহণ করিলেন। তাঁহার বামপার্শ্বে তাঁহার ধর্ম্মমাতা উপবিষ্ট হইলেন।

তখন কৌন্‌টেস্ দেখিলেন, সঙ্গীতের স্থানে অনেক মঠ-সন্ন্যাসিনী সমবেত হইয়াছেন। আরো দেখিলেন, দুটি 'ক্রুশ্'—যাহার মধ্যে একটি অবগুণ্ঠনে আবৃত; কতকগুলি মোমবাতি—যাহা 'স্মৃতি-ভোজ' (communion) অনুষ্ঠানের জন্য প্রস্তুত; একটা প্যাট্‌রা—যাহাতে সন্ন্যাসিনীর পরিচ্ছদ রক্ষিত; একটি কাঁটার মুকুট; একটি রূপার চিলিমচী; একখানি কাঁচি—

যাহা-দিয়া পরে তাঁহার সুন্দর কেশগুচ্ছ কাটিয়া ফেলিতে হইবে;—এই সকল সামগ্রী সেইখানে স্থাপিত হইয়াছে। দীক্ষার্থিনীর সম্মুখে একটি বাতির ঝাড় রক্ষিত, তাহাতে একটি বাতি জ্বলিতেছে। 'খৃষ্টদেহ-স্মৃতিভোজ'-সংক্রান্ত উপাসনা (mass) হইতে আরম্ভ করিয়া, 'নৈবেদ্য-উৎসর্গ-বন্দনা' (offeratory) পর্য্যন্ত এই বাতিটি জ্বলিবার কথা। একটু পরে, দীক্ষার্থিনী একাকিনী উঠিয়া পুরোহিতের হস্তে তাঁহার দেয় নৈবেদ্য অর্পণ করিলেন।

'মাস্'-উপাসনা শেষ হইলে, ক্যাথেরাইন্ স্বীয় ধর্ম্ম-মাতার সহিত বেদী-স্থানের (sanctorium) গরাদিয়ার নিকট ধীরে-ধীরে অগ্রসর হইলেন। মঠধারিণী মাতাজিও স্বীয় সহকারিণীবর্গে পরিবেষ্টিত হইয়া সেইখানে আগমন করিলেন।

কৌন্‌টেস্ নতজানু হইয়া বসিলেন। মঠধারিণী মাতাজি দণ্ডায়মান থাকিয়া তাঁহাকে বলিলেন:—"বৎসে, তুমি কি চাও?"

ক্যাথেরাইন্ দৃঢ়স্বরে উত্তর করিলেন:—"আমি ঈশ্বরের কৃপা চাই; আপনার মঠে দীক্ষিত হ'তে চাই; এবং আপনি যে সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসিনী, সেই সন্ন্যাসিনীর বেশ পরিধান করিবার অনুমতি চাই।" মঠধারিণী আবার

বলিলেন :—"যিশুখৃষ্টের যুগ-কাষ্ঠ চিরকাল বহন কর্‌বে বলে' কি তুমি দৃঢ়সংকল্প হয়েছ?"

——"হাঁ মাতাজি।"

——"ধর্ম্মজীবনের কঠোর-ব্রতাদি-সাধনের বল কি তোমার আছে?"

"হাঁ মাতাজি, আমি ভরসা করি, ঈশ্বরের প্রসাদে এবং আপনাদের প্রার্থনার বলে আমার পক্ষে কিছুই দুষ্কর হবে না।"

——"বৎসে, ঈশ্বরের প্রসাদ তোমার উপর বর্ষিত হোক্, তুমি যেন অবশেষে স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ কর্‌তে পার, ঈশ্বরের কাছে আমার এই আন্তরিক প্রার্থনা।"

কতকগুলি অনুষ্ঠানের পর, দীক্ষার্থিনী মঠের দ্বার দিয়া মঠের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিবার অধিকার পাইলেন। মঠের অভ্যন্তরে প্রবেশের পূর্ব্বে, মঠের প্রথা-অনুসারে, তাঁহার কোন নিকটতম আত্মীয়কে তিনি আলিঙ্গন করিতে পারিলেন না। কেন না, তাঁহার কোন আত্মীয় ছিল না। তিনি পশ্চাতে একবার ফিরিয়াও দেখিলেন না।

একটু পরেই, তিনি মাতাজির পদতলে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিলেন। মাতাজির সহকারিণীগণ তাঁহার

লৌকিক বসন খুলিয়া লইয়া, তাহার পরিবর্ত্তে একটি লম্বা জামা, একটি কালো 'গাউন', বক্ষ-পৃষ্ঠের একটি আচ্ছাদন-বস্ত্র এবং একটি জপমালা তাঁহাকে প্রদান করিল। তাঁহার দীর্ঘ চিক্কণ কেশগুচ্ছ তখনও তাঁহার স্কন্ধের দুই দিকে বিভক্ত হইয়া বিলম্বিত ছিল; কিন্তু মঠধারিণী মাতাজি তাহা ছেদন করিতে তিলার্দ্ধ বিলম্ব করিলেন না' ছেদন করিয়াই একজন সন্ন্যাসিনীকে উহা পুড়াইয়া ফেলিতে বলিলেন। তাহার পর, একটি শিরোবন্ধনের ফিতা, একটি সন্ন্যাসিনীর অবগুণ্ঠন, একটি কণ্টকময় কুসুম-কিরীট দীক্ষিতাকে প্রদান করিলেন। যে তিনদিন তাঁহাকে বিজনবাসে থাকিতে হইবে, সেই তিনদিন এই কাঁটার মুকুটটি তাঁহার মাথা হইতে খুলিতে পারিবেন না।

এইরূপ সাজে সজ্জিত হইয়া, তাঁহার ব্রত-প্রতিজ্ঞা পষ্ট-পষ্ট করিয়া উচ্চৈঃস্বরে গম্ভীরভাবে পাঠ করিলেন। কিন্তু যে মুহূর্ত্তে তাঁহার লৌকিক নাম 'ক্যাথেরাইনে'র পরিবর্ত্তে, 'মারী থেরেস্' এই নামে তাঁহার নামকরণ হইল, ঠিক সেই সময়ে একটা বিষম দুর্দ্দৈব উপস্থিত হইয়া অনুষ্ঠানের ব্যাঘাত জন্মাইল। একজন বিদেশী ব্যক্তি— যে কিছুকাল হইতে "ইংরেজ" এই নামে নগরবাসীদিগের

নিকট পরিচিত ছিল—সে সহসা একটা বিকট চীৎকার করিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল।

পার্শ্ববর্ত্তী ভিন্ন-মঠের সন্ন্যাসীর দল, যাহারা সেখানে উপস্থিত ছিল, তাহারা তাড়াতাড়ি আসিয়া ধরাধরি করিয়া তাহাকে তাহাদের মঠে শুশ্রূষার জন্য লইয়া গেল। তাহার সহিত একটি শিশু ছিল, সেও সঙ্গে গেল। সেই অবধি তাহার কিংবা সেই শিশুটির কোন সংবাদ পাওয়া গেল না।

৩

এই ভাবে অনেক বৎসর কাটিয়া গেল। একদিন দেখা গেল, একজন সন্ন্যাসিনী পূর্ব্ববর্ণিত মঠের সুরঙ্গ-গহ্বরের মধ্যে একটা প্যাঁচালো সিঁড়ি দিয়া নাবিতেছে।

মঠধারিণীগণ যেখানে কবরস্থ হইয়া থাকেন, সেই কবর-স্থানের শেষ কবরটির দিকে সেই সন্ন্যাসিনী অগ্রসর হইয়া নতজানু হইয়া প্রার্থনা করিতে বসিল! এবং ছোটো-খাটো একটা প্রার্থনা শেষ করিয়াই উচ্চৈঃস্বরে এইরূপ বলিতে লাগিল :—"হে ঈশ্বর, আমি যদি কোন অন্যায় কাজ করে' থাকি, আমাকে ক্ষমা কর। আর তুমি মাতাজি—পবিত্র জননি—আমার উপকারী বন্ধু—তোমাকে আমি কত ভালবাসতেম, তোমার মৃত্যুতে

আমার কি কষ্টই হয়েছিল; এখন যে আমি এসে তোমার শান্তিভঙ্গ কর্‌ছি, তার জন্য আমাকে মার্জ্জনা করবে। কিন্তু সেই গোপনীয় কথাটা আমার বুকের ভিতর বোঝার মত চেপে রয়েছে। আর অল্পদিনের মধ্যেই আমারও শীতল দেহ এই মাটির মধ্যে প্রবেশ করবে। তুমি বেঁচে থাকতে যে গুপ্তকথা সাহস করে' তোমার কাছে বল্‌তে পারি নি, সেই কথা আজ আমি তোমার কবরের সম্মুখে প্রকাশ কর্‌তে এসেছি। অনেকদিন ধরে' আমার দুঃখ-কষ্ট বুকের মধ্যে লুকিয়ে রেখেছিলেম; এখন তা' প্রকাশ কর্‌লে আমার বুকের বোঝাটা নেবে যাবে, আর, ঈশ্বরের সম্মুখেও পাপ হ'তে আমি একটু মুক্ত হ'তে পার্‌ব।"

এই মুহূর্ত্তে সন্ন্যাসিনী কি-যেন একটা শব্দ শুনিতে পাইল; তাহার সমস্ত শরীর কম্পিত হইল। ভাল করিয়া শুনিবার জন্য কান পাতিয়া রহিল। কিন্তু আর কিছু শুনিতে না পাইয়া, আশ্বস্ত হইয়া, পরে আবার বলিতে আরম্ভ করিল:—"আমি শ্রেশ্‌বেরি-ডিউকের কন্যা, আমোদ-প্রমোদেই দিন কাটাতেম। যে বায়ু আমি নিশ্বাসে গ্রহণ কর্‌তেম, যে আকাশ আমি চোখের সাম্‌নে দেখ্‌তেম, তাতেই আমার আনন্দ হত; আমি আর কিছু চাইতেম না।......পরে ডার্‌বেের কৌণ্ট আমার প্রার্থ

হলেন; অবশেষে আমাকে বিবাহ কর্‌লেন। তাতে আমার সুখের জীবনে কোনরূপ পরিবর্ত্তন ঘট্‌ল না; কেন না, আমি তাঁকে ভালবেসেছিলেম। তখন আমার কপালে একটুও ভাবনার রেখা পড়ে নি। লোকে আমাকে সুন্দরী বল্‌ত, রূপবতী বল্‌ত; আমার চিকণ চুল পিঠের উপর দিয়ে যেন ঢেউ খেলিয়ে যেত। এ সব অতি তুচ্ছকথা, সন্দেহ নেই; কিন্তু গত-জীবনের এই ক্ষুদ্র কথাগুলি স্মরণ কর্‌লেও একটু সুখ হয়। এই কথাগুলি স্মরণ করে' আমি ৩০বৎসর কাল যে অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করেছি, তার বর্ণনা কর্‌তে একটু বল পাব।

"একসময়, 'বাদান্ত-মণ্ডলী' নামে একটি সভা লণ্ডন-নগরে স্থাপিত হয়। সেই সভার উদ্দেশ্য দুঃখী-কাঙালদের দুঃখ-মোচন। এই উদ্দেশে ধন উৎসর্গ কর্‌বার জন্য সর্ব্বসাধারণকে আহ্বান করা হ'ত। তাই আমিও এই কাজে কিছু সাহায্য কর্‌ব মনে কর্‌লেম। সভায় পাঠিয়ে দেবার জন্য কিছু টাকা আমাদের খাজাঞ্চি জর্জ রবিন্‌সনের হাতে রেখে দিলেম। আর, কতকগুলি দ্রব্যসামগ্রী বিক্রয়ের জন্য আমাদের ভাণ্ডারীর জিম্মা করে' দিলেম। মনে করেছিলেম, সেইগুলি বিক্রয় করে' যে টাকা পাওয়া যাবে, সেই টাকা দরিদ্রদের বিতরণ কর্‌ব।

"তার কিছুদিন পরে, একজন অপরিচিত ব্যক্তির কাছ থেকে একখানা পত্র পেলেম; তাতে সে লিখেছে, গোপনে আমার সহিত সাক্ষাৎ করতে চায়। আমি নিতান্ত অবজ্ঞা-ভরে সে পত্রের কোন উত্তর দিলেম না। তার দুইদিন পরে, আর এক পত্র আমার হাতে এল। পত্রখানা উদ্ধত আদেশের ভাবে লেখা; আর, তাতে ভয়প্রদর্শনও আছে। শেষে এই কথা লিখেছে:—'তুমি যদি আমার না হও, তাহা হইলে তোমার স্বামীর মরণ নিশ্চয় জানিবে।' এই পত্রখানা পেয়ে আমার অত্যন্ত ভয় হ'ল; কিন্তু পাছে আমার স্বামী উদ্বিগ্ন হন, এই-জন্য আমি এই পত্রের কথা তাঁকে কিছুই বল্লেম না।

সেইদিন রাত্রে আমার জ্বর হ'ল। আমি প্রলাপে গুপ্তহত্যার কথা ক্রমাগত বল্‌তে লাগলেম। তার পর-দিন, জ্বরের কিছু উপশম হওয়ায়, মনে কর্‌লেম্, একটু বাড়ীর বাহিরে যাই। এই মনে করে' বার-দর্জার চৌকাঠে যেম্‌নি পা দিয়েছি, অম্‌নি কে-যেন এসে আমায় জোর করে' ধর্‌লে, গুঁজি দিয়ে আমার মুখ বন্ধ করে' আমাকে একটা গাড়ির মধ্যে উঠিয়ে নিলে...আমি তখন অন্তঃসত্ত্বা ছিলেম; আমার এই দুর্ব্বল অবস্থাতেই সেই কাপুরুষ জন্‌-টম্‌সন্‌ আমাকে হরণ করে' নিয়ে যায়। তখন

থেকেই, আমি তাকে সর্ব্বান্তঃকরণে ঘৃণা করতেম, ও বার-পর-নাই দুর্বাক্য বলে' তাকে ক্রমাগত ভর্ৎসনা করতেম। কিন্তু এ সমস্ত ঘৃণা, অবজ্ঞা, ভর্ৎসনা সত্বেও, পূরো দুইমাস সে আমাকে তার কাছে আট্‌কে রেখে দিলে। এই সময়ে আমার একটি পুত্র ভূমিষ্ঠ হ'ল। তার নাম রাখ্‌লেম 'হাঁরি'।..."

এই কথা বলিয়াই সে তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়িল। তাহার মনে হইল, কে-যেন আবার হাঁরির নাম উচ্চারণ করিল।

—"বোধ হয় আমার কথারই প্রতিধ্বনি।" এই বলিয়া, আবার জানু পাতিয়া বসিয়া তাহার নিজ বৃত্তান্ত বলিতে লাগিল :—"পুত্র ভূমিষ্ঠ হবার পর, আমি যেই স্নেহভরে তার মুখচুম্বন করব, অমনি আবার সেই হতভাগা নরাধম এসে আমার কোলের শিশুটিকে কোল থেকে ছিনিয়ে নিয়ে গেল। জোর করে' নিয়ে যাবার দরুণ, বাছার ছোটছোট হাতদুটি থেকে সে সময়ে ঝর্‌ঝর্ করে' রক্ত পড়েছিল।

"হা ভগবান্! সেইদিন থেকে আমি কত কষ্টই পেয়েছি। কেঁদে-কেঁদে আমার চোখের জল যেন ফুরিয়ে গিয়েছিল। বাছাটি যখন বহুদূর চলে গেছে, তখনও আমি

সেই প্রসব-শয্যায় শুয়ে-শুয়ে, 'হাঁরি' 'হাঁরি' বলে' ক্রমাগত ডেকেচি।"

সেই সময়ে একটা পদশব্দ শুনিতে পাওয়ায় সন্ন্যাসিনী সহসা পিছন ফিরিয়া দেখিল—এক জন পুরুষ-সন্ন্যাসী তাহার সম্মুখে দণ্ডায়মান।

একটি প্রদীপ কবরের উপরে জ্বলিতেছিল; সেই প্রদীপের উজ্জ্বল আলোকে আগন্তুক দেখিল, সন্ন্যাসিনীর মুখমণ্ডল অশ্রুজলে প্লাবিত।

সন্ন্যাসিনী বলিয়া উঠিল:—"কে তুমি? যে গোপনীয় কথা আমি আর কারও নিকটে বলি নি—যা' শুধু এই কবরের কাছে বিশ্বাস করে' বল্‌ছিলেম, তা'ই আমার অজ্ঞাতে শোন্‌বার জন্ত তুমি কি এখানে এসেছ?"

—"আমি একজন অযোগ্য সামান্ত সন্ন্যাসি-ভ্রাতা। তোমাদের একজন সন্ন্যাসিনী ভগিনী পীড়িত হওয়ায়, তাকে সান্ত্বনা দেবার জন্ত এই সুরঙ্গ-পথ দিয়ে তোমাদের মঠে আমি এসেছিলেম। তোমার কণ্ঠস্বর শুনে আমি এই গহ্বরে এসেছি, তোমার সমস্ত কথাও আমি শুনেছি, আমাকে ক্ষমা করবে। যেমন বল্‌ছিলে বলে' যাও, কিছুমাত্র সঙ্কোচ কোরো না।"

সন্ন্যাসিনী মুহূর্ত্তের জন্য একটু ইতস্তত করিয়া, পরে আবার কথা আরম্ভ করিল :—

"আমার গুপ্তকথা (Confession) শোন্‌বার জন্য নিশ্চয় স্বয়ং ঈশ্বর তোমাকে আমার কাছে পাঠিয়েছেন। বোধ হয়, ঈশ্বরের এই ইচ্ছা যে, এই কবর-স্থানে, আমার জ্বালা-যন্ত্রণা ও ছলনার কথা তোমার কাছে আমি প্রকাশ করে' বলি। আচ্ছা, শোনো তবে সন্ন্যাসি-ভাই!

"শরীরে একটু বল পেয়েই আমি লণ্ডনে ফিরে গেলেম। যেদিন আমাকে হরণ করে' নিয়ে গিয়েছিল, সেই দিনই আমার স্বামী কৌণ্ট ডামর্থের বিষযোগে মৃত্যু হয়। খাজাঞ্চি জর্জ-রবিন্‌সন্ ও ভাণ্ডারী জন্-টম্‌সন্ পঞ্চাশলক্ষ টাকা নিয়ে পলায়ন করে। পরে জর্জ ধৃত হয়, ও বিচারে অপরাধী সাব্যস্ত হয়। যদিও সে নিজ-মুখে স্বীকার করে যে, এই চুরীর কাজে ও কৌণ্টের গুপ্ত-হত্যায় তাহারও কতকটা হাত ছিল, তবু লোকে বলাবলি কর্‌তে লাগল, আমিই আমার স্বামীকে হত্যা করেছি। ....লণ্ডন তাই আমার পক্ষে অতিষ্ঠ হয়ে উঠ্‌ল; তা ছাড়া, আমি খবর পেলেম, সেই হতভাগা জন্-টম্‌সন্ য়ুরোপের মহাদেশে পালিয়ে রয়েছে। আমি বিষয়কর্ম্মের একটা বন্দোবস্ত করে' দিয়েই, যত শীঘ্র পারি, ইংলণ্ড

থেকে চলে যাব স্থির কর্‌লেম। কেন না, ইংলণ্ডে যতদিন থাক্‌ব, আমার সেই কষ্টযন্ত্রণার কথাই ক্রমাগত মনে পড়্‌বে।

"অনেক কাল ধরে', আমি সমস্ত ফ্রান্‌স্‌ময় ঘুরে বেড়ালেম! যে হতভাগা, আমার বাছাটিকে আমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে যায়, আমি তার অনেক সন্ধান কর্‌লেম। অবশেষে হতাশ হয়ে, এই টুলুজ্-নগরের মঠে এসে সন্ন্যাস-ধর্ম্ম গ্রহণ কর্‌লেম। যদি এখানে থেকেও একটু শান্তি পাই—আমার এখন এই একমাত্র আশা।

"একটা বিষয়ের জন্য আমার অত্যন্ত অনুতাপ হয়—মনে-মনে আপনাকে আপনি ধিক্কার দি। যাঁকে আমি ভালবাস্‌তেম—যিনি আমার স্বামী—কেন আমি তাঁকে সেই জঘন্য পত্রটা দেখাই নি? হায়! যদি দেখাতেম, তা হ'লে হয় তো এই-সব দুর্দ্দশা আমার কিছুই ঘট্‌ত না।

এই বিজন আশ্রমে, এই বাক্‌সোটি এখন আমার একমাত্র সম্বল; যাঁর এই কবর দেখ্‌চ, তাঁর হাতেই আমি এই বাক্‌সোটি পূর্ব্বে গচ্ছিত রেখেছিলেম; তার পর, তাঁর মৃত্যুর কিছুদিন পূর্ব্বে, তিনি আমাকে ফিরিয়ে দেন। কোম্‌ট ডার্ম্মুখের বিষয়সম্পত্তিতে আমার পুত্রের যে স্বত্বাধিকার আছে, তারই দলিলপত্র এই বাক্‌সোটির

মধ্যে রক্ষিত। আর, যখন আমার আর কোন আশা-ভরসা ছিল না, আমার পুত্রটি আর বেঁচে নেই বলে' যখন আমার দৃঢ় বিশ্বাস হয়েছিল, তখনি আমি পূজনীয়া মাতাজির কাছে এই বাক্সোটি লুকিয়ে রাখি। তিনি যতদিন বেঁচেছিলেন, আমাকে সুপরামর্শ দিতেন...এখন এই নাও, তোমাকে আমি সেই বাক্সোটি দিচ্চি; কেন না, বেশ বুঝ্তে পারচি, তোমাকে ঈশ্বরই আমার কাছে পাঠিয়েছেন। তোমার হাতেই তাই এটি বিশ্বাস করে' দিলেম। হয় তো তুমি কৃতকার্য্য হ'তে পার্বে;—যার জন্য আমি কেঁদে-কেঁদে বেড়াচ্চি, হয়তো তুমি তাকে সন্ধান করে' বের করতে পার্বে।"

ঠিক্ এই সময়ে, একজন বৃদ্ধ সন্ন্যাসী, সেই যুবক সন্ন্যাসী ও সন্ন্যাসিনী—এই দুইজনের মধ্যে আসিয়া দাঁড়াইলেন। ভয়ে দুইজনই কাঁপিতে লাগিল।

ইনি সন্ন্যাসি-বাবা 'জাঁ'। জাঁ গভীর কণ্ঠস্বরে বিড়্ বিড়্ করিয়া বলিলেন:—"এখানে কি করচ সন্ন্যাসি-ভাই? আর তুমি ভগিনি, এত স্থান থাক্তে বেছে-বেছে এই সুরঙ্গ-গহ্বরে স্তুতিপাঠের জন্য কেন এসেছ বল দিকি?" এই শেষ কথাগুলি বলিবার সময়, বিদ্রূপের একটু হাসি যেন তাঁর মুখে দেখা দিয়াছিল।

সন্ন্যাসিনী বিনীতভাবে উত্তর করিলেন :—সন্ন্যাসি-বাবা, আমার কথা না শুনেই আমাকে অপরাধী করবেন না। আমাকে অবশ্য আপনি চেনেন না। কেন না, এই মঠে যখন আমি প্রথম প্রবেশ করি, তখন থেকেই আমি এখানে একলা থাকবার অনুমতি পাই। আমার দৈনিক কর্ত্তব্য শেষ করে', আমার নির্দ্দিষ্ট কোটরটির মধ্যে একলা থাকতে আমার ভাল লাগে। আমার; যে-স্বামীকে গুপ্তহত্যা করেছে, আমার যে-পুত্রটিকে আমার কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে গেছে, সেই দুজনের জন্ম ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করাই আমার এখন একমাত্র সুখ ও সান্ত্বনা।

"আমাদের সেই মাতাজিকে হারিয়ে অবধি, দিনের পর আজ আমি তাঁর কবরের সম্মুখে আমার দুঃখ নিবেদন করতে এসেছি...সন্ন্যাসি-বাবা, আমার উপর কোন কু-সন্দেহ করবেন না! আমি সন্ন্যাসি-ভগিনী 'মারী থেরেশ'।"

সন্ন্যাসি-বাবা বলিয়া উঠিলেন :—"কি! তুমি মারী-থেরেশ?"

তাঁহার চোখে বিদ্যুৎ ছুটিল; তাঁহার সমস্ত শরীরে 'খেঁচুনী'-রোগের ন্যায় কম্প উপস্থিত হইল। সন্ন্যাসিনীকে

তিনি মনোযোগ-সহকারে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। পরে, সহসা উত্তেজিত হইয়া, তাহার হস্ত সজোরে ধরিয়া বলিতে লাগিলেন :—"তুমি 'কেটি' ? (ক্যাথেরাইন্-নামের অপভ্রংশ) সেই তুমি, যাকে আমি এত ভাল-বাস্‌তেম ? তুমি আমাকে কাপুরুষ বলে', হতভাগা বলে', নরাধম বলে' কতই না ঘৃণা করেছ, তবু তোমাকে আমি ভালবেসেচি। দুই বৎসর ধরে' তোমাকে আমি সমস্ত দেশময় খুঁজে বেড়িয়েচি ; অবশেষে, যে সময়ে তুমি সন্ন্যাসব্রতের প্রতিজ্ঞা পাঠ কর্‌ছিলে, সেই সময়ে তোমাকে আমি দেখ্‌তে পেলেম…কিন্তু যে সময়ে তোমাকে পাবার জন্য আমি উন্মত্ত হয়েছিলেম, আমার প্রতি তোমার সেই-সময়কার অবজ্ঞা, ঘৃণা, ভর্ৎসনা বই, আমার মনে, তোমার সম্বন্ধে আর কোন স্মৃতি নেই। যে রমণী তার প্রেমোন্মত্ত নায়কের মর্ম্মে এইরূপ আঘাত দেয়, তারও মর্ম্ম-ক্ষত যত-ক্ষণ না সে দেখ্‌তে পায়, ততক্ষণ সে কিছুতেই তৃপ্ত হয় না, তার উন্মত্ততার উপশম হয় না। তাই আমি প্রতি-শোধের জন্য তৃষিত। যে শিশুর মুখশ্রীতে তোমারই সৌন্দর্য্যের ছায়া প্রতিবিম্বিত, সেই শিশুর জন্য তোমাকে পরিতাপ কর্‌তে হবে, ক্রন্দন কর্‌তে হবে,—এই কথা মনে করে' আমার যে কি সুখ হয়েছিল, তা যদি জান্‌তে !

সেই শিশুটির উপর আমার যে একেবারেই ভালবাসা ছিল না, তা নয়—কিন্তু তবুও তার জন্য কতকগুলি কষ্টের সৃষ্টি করতে আমার কেমন একটা দারুণ ইচ্ছে হয়েছিল। মঠের সন্ন্যাসব্রতে প্রথমে তার রুচি জন্মিয়ে দিলেম, কিন্তু তাকে কিছুতেই ব্রতের প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করতে দিলেম না। কেন না, সে যখন আবার সংসারে ফিরে যাবে—ফিরে গিয়ে যখন তার নিজের পদমর্য্যাদা জানতে পারবে, তার পিতৃহন্তাকে জানতে পারবে, তখন সে নিশ্চয়ই খুব কষ্ট পাবে। তাকে যে কষ্ট দেবার ইচ্ছে হয়েছিল, সে কেবল তোমারই শরীরের অংশ মনে করে'; তোমারই মুখশ্রী তাতে দেখ্‌তে পেতেম বলে'।"

এই কথা বলিয়া বাবা-জাঁ তার হাত ধরিয়া সবেগে একটা ঝাঁকানি দিল। সন্ন্যাসিনী তাঁর কথা শুনিয়া এতক্ষণ স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া ছিল, একটি কথাও উচ্চারণ করিতে পারিল না। বাবা-জাঁ আবার আরম্ভ করিলেন:—"তোমার বোধ হয় স্মরণ আছে, তুমি যখন সন্ন্যাসিনীর অবগুণ্ঠন গ্রহণ করছিলে, একজন আগন্তুক একটা চীৎকার করে' উঠে' সেই অনুষ্ঠানের ব্যাঘাত করে? ...."তুমি বোধ হয় দেখেছিলে, সেই আগন্তুকের সঙ্গে একটি শিশু ছিল; সেই শিশুই তোমার

পুত্র। আর, আমি তোমাকে পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ক্ষতকটা তার উপর দিয়েই আমার প্রতিশোধতৃষ্ণার নিবৃত্তি করেছি। তোমাকে পাবার জন্যই আমি চৌর্য্যবৃত্তি করেছি—গুপ্তহত্যা পর্য্যন্ত করেছি; আর তোমার ঘৃণার প্রতিশোধ নেবার জন্যই আমি পাষাণ-হৃদয় হয়েছি—নিষ্ঠুর পিশাচ হয়েছি।”

পূর্ব্বাগত সন্ন্যাসী যুবকটি এতক্ষণ স্তম্ভিত হইয়া সেই-খানে দাঁড়াইয়া ছিল; বাবা-জী সহসা তাঁহার হাত ধরিয়া সন্ন্যাসিনীর চক্ষের সম্মুখে তাহাকে আনিয়া উপস্থিত করিল এবং এই কথা বলিল:—“এর হাতের এই ক্ষত-চিহ্নটি একবার দেখ...তুমি অবশ্যই চিনিতে পারবে। কেন না, এই চিহ্নটি যে তোমাকে দেখাইবে সে আর কেউ না সে স্বয়ং জন্-টম্‌সন্।”

দুইটি নাম এক্ষণে সেই সুরঙ্গ-গহ্বরে প্রতিধ্বনিত হইল—হ্যারি, ও জন্-টমসন্। ক্যাথেরাইন্ নিজ মনের আবেগ দমন করিবার জন্য একটু চেষ্টা করিল, কিন্তু পারিল না। দুর্ব্বল কণ্ঠস্বরে সে বলিয়া উঠিল:—“জন্-টম্‌সন্! তুই শিশুর পিতাকে হত্যা করেছিস্, তুই শিশুর জননীকে অবমানিত করেছিস্, আর ত্রিশ বৎসরেরও অধিক আমার বাছাটিকে কষ্ট দিয়েছিস্...তোর সর্ব্ব-

নাশ হোক্!—তোর সর্ব্বনাশ হোক্।—তোর সর্ব্বনাশ হোক্!"

এই কথা বলিয়া, সন্ন্যাসিনী হাঁরির উপর ঝাঁপাইয়া-পড়িয়া তাহাকে আলিঙ্গন করিতে গিয়া দেখে,—হাঁরি এদিকে মুহূর্ত্তের মধ্যে নিজ পরিচ্ছদের বন্ধনরজ্জু নিঃশব্দে কোমর হইতে খুলিয়া বাবা-জীর গলায় জড়াইয়া সবেগে ও সজোরে-টান দিতেছে। একটু পরেই সে ক্ষান্ত হইল। হতভাগ্য জীর মৃতদেহ ভূতলে গড়াইয়া পড়িল।

ক্যাথেরাইন্ নতজানু হইয়া তার পুত্রকে জড়াইয়া ধরিল; তার হৃদয়দেশ বিষম বেগে স্পন্দিত হইতেছিল। হাঁরি মাতাকে হাত ধরিয়া ভূমি হইতে উঠাইল; মাতা পুত্রের মুখচুম্বন করিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু পারিল না; শুধু এই কয়েকটি কথা কোনও প্রকারে বলিতে সমর্থ হইল:—"বিদায়, বাছাটি আমার।" এই কথা বলিয়াই তার প্রাণবায়ু দেহ হইতে বহির্গত হইল। হাঁরি আবেগ-ভরে মৃত মাতার গলা জড়াইয়া-ধরিয়া কাঁদিতে লাগিল।

সেই হত্যাকারী জন্-টম্সনের নিদারুণ কথাগুলি কি কুক্ষণেই বলিয়া গেল। সে বলিয়াছিল:—"আর তুই তোর পুত্রকে দেখতে পাবি নে, যদি আবার কখন

দেখা হয়, তখন তার মুখচুম্বন কর্‌তে তুই কিছুতেই পার্‌বি নে।”

তাহার পরদিন, সন্ন্যাসিনীদিগের সেই কবর-স্থানে, একটি সদ্যোনির্ম্মিত সমাধি-স্তম্ভের উপর এই স্মৃতিলিপিটি খোদিত হইল :—

এইখানে কবরস্থ
ভগিনী মারী-থেরেস্‌ সন্ন্যাসিনী-
বয়ঃক্রম ৫৫ বৎসর দুই মাস
এবং
সন্ন্যাসজীবনের কাল, ৩১ বৎসর
৮ দিন।
শান্তিঃ! শান্তিঃ!

এক বাটি দুধের জন্য।

(ফরাসী-লেখক "পল য়্যুদেল্" হইতে)

১

কাজকর্ম্মের চেষ্টায় কত যে, ঘুরিয়াছি তাহার আর শেষ নাই। সকল চেষ্টাই ব্যর্থ হইয়াছে। যাহারই দ্বারে গিয়াছি, সেখান হইতেই ধাক্কা খাইয়া আসিয়াছি। মহাশয়! অবশেষে তিক্ত-বিরক্ত ও লজ্জিত হইয়া রাত্রে যখন গৃহে ফিরিলাম, তখন হাতে একটি পয়সা নাই। তিন দিন হইতে আমি একেবারে নিঃসম্বল।

কি করিয়া যে, এই তিন দিন আমরা জীবনধারণ করিলাম, তাহা বলা কঠিন। যদি মুদির দোকান হইতে ধারে খাদ্যসামগ্রী না পাইতাম, তাহা হইলে আমরা স্ত্রীপুরুষ নিশ্চয়ই ক্ষুধার জ্বালায় মারা পড়িতাম।

আমাদের ক্ষুদ্র বাসায় আসিয়া যখন দ্বার ঠেলিলাম তখন ঘোর রাত্রি। প্রথমে কিছুই দেখিতে পাইলাম

না। আমার স্ত্রীকে ডাকিলাম; কোন উত্তর পাইলাম না।

একটা ভয়ানক আশঙ্কা মনে উদয় হইল।

মদলীনা মরিয়াছে!.........

আমি তাড়াতাড়ি অন্ধকারে হাতড়াইয়া হাতড়াইয়া শয্যার নিকট গেলাম—হাত বাড়াইয়া দেখিলাম, মদলীনা মরে নাই, মূর্চ্ছিত হইয়াছে মাত্র। কোনপ্রকারে কষ্টে-সৃষ্টে তাহাকে সচেতন করিলাম।

ক্রমশঃ জ্ঞানের উদয় হইলে সে বলিল, "আ! তুমি? ভাল, কিছু পেলে কি?"

—"কিছুই না, কিছুই না!"

—"নিশ্চয়ই তবে, আমাদের পাবার আর কোন সম্ভাবনা নাই"—এই বলিয়া বেচারা কাঁদিতে লাগিল।

আমি দেখিলাম, আমার স্ত্রীকে এখন আশ্বস্ত করা আবশ্যক। যদিও আমারও হৃদয় নিরাশায় অভিভূত, নিজের কোন আশাভরসা নাই, তথাপি তাহাকে নানাপ্রকারে সাহস দিতে লাগিলাম। আমি বলিলাম, আমি একটি ভদ্রলোকের বাড়ীতে গিয়াছিলাম, তিনি আমাকে কিছুদিন পরে আসিতে বলিয়াছেন। অতএব, আমাদের এখনও কিছু দিন ধৈর্য্য ধরিয়া থাকা চাই। আমাদের

এই দুরদৃষ্টের এক দিন-না-এক দিন অবশ্যই অবসান হইবে। তখন সমস্ত দুঃখকষ্ট ভুলিয়া যাইব। তখন তুমিও শরীরে বল পাইবে। অনেকগুলি ধার আমরা শুধিয়া ফেলিব,—বাকি ধারগুলি পরিশোধ করিবার একটা বন্দোবস্ত করিব। আমাকে কাজকর্ম্ম করিতে দেখিলে লোকেরাও আবার আমাকে ধার দিবে। এই-রূপে একবার প্রথম ধাক্কাটা সামলাইয়া উঠিতে পারিলে, আমাদের অবস্থা একটু স্বচ্ছল হইলে, এই বাসা ছাড়িয়া দিয়া, ইহা অপেক্ষা একটু ভাল বাসায় গিয়া উঠিব। সেখানে কিছু গাছপালা, একটু বাতাস, একটু আলো থাকিবে। আমরা সেখানে স্বচ্ছন্দে বাস করিব—আমা-দের পূর্ব্ব-সুখ আবার ফিরিয়া আসিবে।

আমার হাতের মধ্যে তাহার হাতটি সাপটিয়া ধরিয়া এইরূপ অনেকক্ষণ বলিতে লাগিলাম। আমার কথায় গুন্‌গুন্ রবে, তাহার নিদ্রাকর্ষণ হইল—বেশ প্রশান্তভাবে ঘুমাইয়া পড়িল। প্রশান্তভাবে?—না, তাহা ঠিক্ নয়; কারণ, একটু পরেই আমি আমার হস্তের স্পর্শে অনুভব করিতে লাগিলাম, কোন দুঃস্বপ্ন দেখিলে যেরূপ হয়, তাহার হাত সেইরূপ থাকিয়া থাকিয়া শিহরিয়া উঠিতেছে —এবং বিদ্যুৎ-প্রবাহ সঞ্চালিত করিলে যেরূপ হয়, এক

একবার সমস্ত শরীর সেইরূপ কাঁপিয়া উঠিতেছে। তাহার সঙ্গে সঙ্গে প্রলাপবাক্য—গোঁ গোঁ শব্দ মধ্যে মধ্যে মুখ হইতে বাহির হইতেছে। তাহার পর, একেবারে নিস্পন্দ অসাড়—সে আরও ভয়ানক। আমি ব্যস্তসমস্ত হইয়া তাহার বাহু ও মুখ টিপিয়া দেখিলাম - বুঝিলাম মরে নাই!

সেই ঠাণ্ডা অন্ধকার ঘর, চারিদিক নিঃশব্দ—কেবল রোগীর মুখ-নিঃসৃত অস্পষ্ট কাতর-ধ্বনিতে সেই নিস্তব্ধতার মধ্যে মধ্যে ভঙ্গ হইতেছে। আ! সে কি ভয়ানক রাত্রি—আ! কি করিয়াই সে রাত্রি কাটাইয়াছি!

২

যাহাই হউক, গোড়ায় আমার জীবন সুখে আরম্ভ হইয়াছিল। আমার শৈশবাবস্থা দেখিলে মনে হইতে পারে, আমার ভবিষ্যৎ জীবন সুখস্বচ্ছন্দে ও মানসম্ভ্রমে বুঝি অতিবাহিত হইবে। আমার পিতামাতা যদিও সামান্য অবস্থার লোক—আমার পিতা কোন আফিসে সামান্য চাকুরি করিতেন মাত্র—কিন্তু তিনি চিরজীবন পরিশ্রমসহকারে অর্থোপার্জ্জন করিয়াছিলেন। আমাকে তিনি শিক্ষার্থে কালেজে প্রেরণ করেন। আমি কালে-

জের একজন উজ্জ্বল ছাত্র বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিলাম। —বিদ্যালয়ের সর্ব্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করিব এরূপ আশা হইয়াছে এমন সময়ে আমার পিতামাতা একে একে অল্পদিনের ব্যবধানে কালগ্রাসে পতিত হইলেন। তাহার জন্য আমি আর এখন আক্ষেপ করি না। কারণ তাঁহারা এতদিন বাঁচিয়া থাকিলে আমার বর্ত্তমান অবস্থা দেখিয়া অত্যন্ত কষ্ট পাইতেন।

কালেজ হইতে বহির্গত হইয়া, আমার কোন বন্ধুর পিতার অনুগ্রহ ও সাহায্যে, কোন একটি বড় ব্যাঙ্কের আফিসে অতিরিক্ত কর্ম্মচারী পদে ভর্ত্তি হইলাম। আমার বার্ষিক বেতন সাতশত টাকা। আমি পরিশ্রমী ও বুদ্ধিমান ছিলাম...শীঘ্রই কর্ম্মচারীদিগের মধ্যে আদর্শস্থল হইয়া উঠিলাম। অল্পদিনের মধ্যেই স্থায়ী পদে নিযুক্ত হইলাম, ক্রমশঃ অবস্থা আরও অনুকূল হইয়া উঠিল—দ্রুতগতি উন্নতি লাভ করিতে লাগিলাম। অবশেষে ব্যাঙ্কের খাজাঞ্চি হঠাৎ মারাপড়ায়, খাজাঞ্চির পদ খালি হইল। আমি সেই কাজ পাইলাম। আমার বার্ষিক ১৫০০৲ টাকা বেতন হইল। আমার তখন বয়স ২৫ বৎসর। দেখুন মহাশয়, এমনটি সচরাচর সকলের অদৃষ্টে ঘটে না।

এই সময়ে আমার কোন বন্ধুর বাড়ীতে মদলীনার সঙ্গে প্রথম পরিচয় হয়। সেও আমার ন্যায়-পিতৃমাতৃহীন —কাহারও অধীন নহে। তার কিছুমাত্র সম্পত্তি ছিল না, কিন্তু এমন সুশ্রী, মুখে এমন একটি মধুর ভাব, যে, তাহাকে দেখিবামাত্র একটি প্রেমময়ী সঙ্গিনী ও সুনিপুণা গৃহিণীর ভাব সহসা মনে আইসে। তাই আর ইতস্ততঃ না করিয়া আমি তাহার হস্তের প্রার্থী হইলাম। আমার তখন ১২৫৲ টাকা মাসিক আয়, ভবিষ্যতেও বৃদ্ধির সম্ভাবনা; মনে করিলাম, কোনও প্রকারে খাওয়া-পরা চলিয়া যাইবে।

কাজেও দেখিলাম, মদলীনা বেশ বুদ্ধিমতী ও পরিশ্রমী। এমন নিপুণতার সহিত সে ঘরকন্না করিতে লাগিল, এমন অল্পব্যয়ে ও বিবেচনার সহিত সংসার চালাইতে লাগিল, যে, আমি যে বেতন পাইতাম তাহাতেই বেশ সংকুলান হইতে লাগিল এবং শুধু তাহা নয়, আমাদের বিবাহের দ্বিতীয় বৎসরের মধ্যেই ভাবী দুঃসময়ের জন্য কিছু টাকা সঞ্চয় করিতে পারিলাম। আমাদের ছোট ঘরটি বেশ ফিট্‌ফাট্ হইল ও আয়নার মত ঝক্‌ঝক্ করিতে লাগিল। আমার স্ত্রী সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত গান গাইত এবং আমি যখন আফিস হইতে বাড়ী আসিতাম,

তখন রাস্তার ধার হইতে দেখিতে পাইতাম, আমার বাড়ির জান্‌লার পর্দার পিছনে আমার স্ত্রী সতৃষ্ণ নয়নে আমার আগমন প্রতীক্ষা করিতেছে! আমার হৃদয় আনন্দে নাচিয়া উঠিত এবং আমি সিঁড়ির চার চার ধাপ ডিঙ্গাইয়া তাড়াতাড়ি উপরে উঠিয়া তাহাকে আমার আলিঙ্গনপাশে বদ্ধ করিতাম। হাঁ, তখন আমাদের সুখের আর সীমা ছিল না!

৩

কিন্তু স্মৃতিসুখ বেশি দিন থাকিবার নহে। একদিন আফিসে আসিয়া দেখিলাম, আমার আফিসের বাক্‌স হইতে ৪০০০৲ টাকা অন্তর্হিত হইয়াছে। পূর্ব্বদিনে আসিবার পূর্ব্বে ঐ টাকা আমি বেশ গুছাইয়া রাখিয়াছিলাম, আমার বেশ মনে আছে। আমার সমস্ত চেক্‌গুলি একে একে দেখিলাম, আমার চোতাগুলি ভাল করিয়া মিলাইলাম, আবার ফের তেরিজ কসিয়া দেখিলাম—গণনায় কোন ভুল নাই, চোতার অঙ্কও ঠিক আছে। তবু ৪০০০৲ টাকা বাক্‌সের মধ্যে কমি হইতেছে। ব্যাঙ্কের বড় সাহেব ও আমি ছাড়া আর কাহারও নিকট বাক্‌সের চাবি থাকে না। যেমন তালা দেওয়া ছিল, তেমনি আছে। তাহার কোন নড়্-চড়্

হয় নাই। যাহাতে তালা ভাঙ্গিবার চেষ্টা প্রকাশ পায় এরূপ জোর-জবর্দস্তির চিহ্ন কোথাও নাই। কি করিয়া টাকাটা গেল কিছুই ত বুঝা যায় না।

প্রথমেই মনে হইল, বড় সাহেবকে এখনি গিয়া জানাই; কিন্তু তাহার পরেই একটা কথা মনে হওয়ায় আমার সর্ব্বাঙ্গ যেন শিহরিয়া উঠিল। সে কথাটা এই ;— যদি আমার কথায় তাঁহাদের বিশ্বাস না হয়!

কিন্তু আমার মুরুব্বিরা ইহা বিলক্ষণ জানিতেন, আমি ঐ টাকা কখনই আত্মসাৎ করিব না। আমার দ্বারা সেরূপ গর্হিত কার্য্য হওয়া অসম্ভব। যে পর্য্যন্ত তহবিলের ভার আমার হাতে আসিয়াছে, এক দিনের জন্যও হিসাবের গোল হয় নাই। কিন্তু তহবিলে এত টাকা কেন কমি হইতেছে যখন তাহার কোন প্রকার কৈফিয়ৎ দিতে পারিব না, তখন তিনি কি ভাবিবেন? আর যদি আমি তখন ভ্যাবা-চ্যাকা খাইয়া যাই, কিম্বা আমৃতা-আমৃতা করি, তখন তাহাতেই কি আমি দোষী বলিয়া সাব্যস্ত হইব না? এইরূপ সাধারণ সংস্কার আছে যে, দোষী ছাড়া আর কেহই ভয়ে কাঁপে না।

হায়! অনেক সময় তাহার বিপরীতই সত্য বলিয়া মনে হয়।

তা' যাই হোক্, দোষী হই বা নির্দোষী হই, জবাবদিহি ত আমারই—আমার কিছুতেই নিষ্কৃতি নাই।

সাফাই হইবার একটা উপায় বাহির করিবার জন্ত অনেক মাথা খুঁড়িলাম, কিন্তু কিছুই হইল না। যে সময়ে আমি দুর্ভাবনার জালায় অস্থির, সে সময়েই হয় ত কার্য্যোপলক্ষে আগত লোকদিগের কথার উত্তর দিতে হইতেছে—ভিন্ন দপ্তরের কর্ম্মচারীদিগের সম্মুখে হাসি-মুখ দেখাইতে হইতেছে, কিম্বা আমার দফ্তরের পেয়াদা-দিগকে আদেশ প্রদান করিতে হইতেছে।

এই গোলমালের মধ্যে, একটা চিন্তা আমাকে কিছুতেই ছাড়িতেছে না, তাহা জলন্ত অক্ষরে আমার চখের সাম্নে ক্রমাগত যেন নৃত্য করিতেছে—সে কথাটি এই ;—ছয়টার সময় যেরূপ দস্তরমত বড় সাহেবদিগের ঘরে প্রতিদিন আমাকে যাইতে হয়, আজও সেইরূপ যাইতে হইবে—আর এই ৪০০০৲ টাকার বিষয় তাঁহা-দিগকে জানাইতে হইবে!

কিন্তু এই টাকাটা কোথায় পাইব? কোথা হইতে আসিবে? আমার নিজের গাঁট হইতে ত দিতে পারি না! প্রথমতঃ অত টাকা আমার নাই। খাই-খরচ বাদে

যেমন-যেমন একটু টাকা বাঁচিয়াছে তাহাতে আমি অমনি গবর্ণমেন্ট-কাগজ খরিদ করিয়াছি। আমার যাহা কিছু আছে তাহা ১৫০০৲ কিম্বা ২০০০৲ টাকার বেশি হইবে না। বাকিটা অবশ্য ধার করা যাইতে পারে। কিন্তু তাহা হইলে আমি একেবারেই নিঃসম্বল হইয়া পড়ি। ঈশ্বর জানেন, এই যে দেড় দুই হাজার টাকা আছে, ইহা আমার কত পরিশ্রম ও কষ্টের ধন! তা সব যাক্! আসল কথা, আজ সন্ধ্যা ৬টার মধ্যে ৪০০০৲ টাকাটা দিয়া তহবিল পূরণ করিয়া রাখিতেই হইবে। কিছু দিন পরে এই হিসাবের গোলটা আপনা হইতেই ধরা পড়িবে—তখন আমার টাকাটা ফিরিয়া লইব—এবং আমার ধারটাও শুধিয়া ফেলিব। আর যাই হোক্—আমার কাজটা ত থাকিবে। হাঁ—আর ইতস্ততঃ করিব না—ইহা ভিন্ন আর কিছুই করিবার নাই। আর এক মুহূর্ত্তও সময় নষ্ট করিলে চলিবে না। আমাদের আফিসের একজন উচ্চ-কর্ম্মচারীকে আমার স্থানে বসাইয়া টাকা সংগ্রহ করিতে বাহির হই এবং তাহাকে এই কথা বলিয়া যাই, যদি কেহ আমার কথা জিজ্ঞাসা করে, সে যেন বলে আমি কোন বিশেষ প্রয়োজনে বাহির হইয়াছি—এক ঘণ্টার অধিক বিলম্ব হইবে না।

একটা গাড়িতে আমি তাড়াতাড়ি উঠিয়া এক্স্‌চেঞ্জ অভিমুখে গমন করিলাম—যে দালাল আমার কাজকর্ম্ম করিয়া থাকে তাহাকে সেখানে পাইবার সম্ভাবনা মনে করিলাম। সৌভাগ্যক্রমে, গবর্ণমেণ্ট-কাগজের রসিদ-গুলি, আমার নিকটেই ছিল। তাহা না থাকিলে, এক ঘণ্টা আরও বিলম্ব হইয়া পড়িত—তাহা হইলে হয় ত সমস্তই পণ্ড হইয়া যাইত। দালালকে আবশ্যকীয় উপদেশ দিয়া, যে বন্ধুর নিকট বাকি টাকা ধার করিব মনে করিয়াছিলাম তাহার নিকটে গেলাম। বন্ধু বাড়ীতেই ছিলেন। কোন আপত্তি না করিয়া তিনি আমাকে টাকাটা দিলেন। আমার বুকের ভিতর হইতে যেন একটা পাষাণ-ভার নাবিয়া গেল। কোচ্‌মানকে বলিলাম যত শীঘ্র পার ব্যাঙ্কে চল!

এক্ষণে, হাতে নগদ টাকা রহিয়াছে—আর কোনও ভয় নাই, কেবল এই মনে হইতেছে পাছে আমার অনুপ-স্থিতিকালের মধ্যে, এই বিষয় কেহ জানিতে পারিয়া থাকে। এ পর্য্যন্ত বড় সাহেব যদিও কখন আমার নগদ তহবিল দেখিতে চাহেন নাই, তবু কি জানি, যদি কোন ঘটনাক্রমে আজই তাঁহার তহবিল দেখিবার ইচ্ছা হইয়া থাকে।

..."আমার কথা বড় সাহেব কি কিছু জিজ্ঞাসা করেন নাই?" গাড়ি হইতে নাবিয়াই আফিসের পেয়াদাকে জিজ্ঞাসা করিলাম।

—"না, মহাশয়!"—পেয়াদা উত্তর করিল। আমার ব্যতিব্যস্ত ভাব দেখিয়া পেয়াদা একটু আশ্চর্য্য হইয়াছিল।

আমি তখন হাঁপ ছাড়িলাম এবং আমার দফ্‌তরখানায় প্রবেশ করিয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া বাক্‌স খুলিলাম ও তাড়াতাড়ি তাহাতে ৪০০০৲ টাকা গুঁজিয়া দিলাম।

৬টার সময়, বড়সাহেবের নিকট ক্যাস্‌বাক্‌স ও খাতাপত্র লইয়া গেলাম—তিনি একবার চোখ বুলাইয়া দেখিলেন, বলিলেন, "ঠিক্ আছে।" আমার উপর দিয়া যে ধাক্কাটা গিয়াছিল স্বভাবতই তাহার কিছু-না-কিছু চিহ্ন আমার মুখে প্রকাশ হইবার কথা। বাড়ি আসিবামাত্রই, আমার চেহারার বৈলক্ষণ্য, আমার কম্পিত কণ্ঠস্বর দেখিয়া আমার স্ত্রী তখনই ধরিলেন।

—"তোমার একটা কি হয়েছে! বল দেখি, ব্যাপারটা কি?"

আমি একটা মিথ্যা কথা বলিব মনে মনে স্থির করিয়া আসিয়াছিলাম; কিন্তু তাঁহার উৎকণ্ঠিত দৃষ্টির সম্মুখে আমি তাহা পারিয়া উঠিলাম না—আসল কথা

সমস্ত প্রকাশ করিয়া বলিলাম। আমার ভয় হইতেছিল পাছে মদলীনা আমাকে তিরস্কার করেন; আমার মনে হইতেছিল, তিনি বলিবেন, তুমি নিজে তহবিল তছ্রূপ কর নাই, তবে কেন তাড়াতাড়ি সর্ব্বস্ব খোয়াইয়া সে; ক্ষতিপূরণ করিতে গেলে? এতদিন কষ্টেসৃষ্টে আমরা যাহা কিছু সঞ্চয় করিয়াছিলাম, তুমি ইচ্ছা করিয়া তাহা জলে ফেলিয়া দিলে। আর, যে বাস্তবিক চোর সে আপনার কোটরে নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া আছে।

কিন্তু সে সুশীলা কিছুমাত্র ইতস্ততঃ না করিয়া, আমার গলা জড়াইয়া ধরিয়া বলিল—

—তুমি ভালই করিয়াছ! সৎলোকের মতই ব্যবহার করিয়াছ—তুমি দেখিবে, পরে আসল কথা সমস্তই প্রকাশ পাইবে, আমাদের টাকাও আমরা ফিরিয়া পাইব। তা' ছাড়া, যদিও বা কিছু না হয়—৪০০০৲ টাকা নয় আমাদের গেল—আমরা ত খোলসা রহিলাম। আবার নয় পূর্ব্বের মত কিছুকাল খাটিতে হইবে, আর, যে সকল আমাদের সুখের কল্পনা আছে, তাহা নয় কিছুকালের মত পিছাইয়া পড়িবে—এই বৈ তো নয়!

৪

তাহার পরদিন হইতে দস্তুরমত কাজকর্ম্ম করিতে লাগিলাম, যেন কিছুই হয় নাই এই ভাবে চলিতে লাগিলাম; আশা করিয়া রহিলাম, দৈবাৎ যদি কোন গতিকে রহস্যটা প্রকাশ হইয়া পড়ে।

দুর্ভাগ্যক্রমে তাহা আর প্রকাশ হইল না—রহস্যটা যেরূপ দুর্ভেদ্য ছিল, সেইরূপই রহিয়া গেল। প্রায় হতাশ হইয়া পড়িয়াছি, এমন সময়ে পূর্ব্বাপেক্ষাও ভীষণতর আর এক বিপদ বজ্রাঘাতের ন্যায় আমার উপর আসিয়া পড়িল। যাহার পূর্ব্বে কোন সূচনা ছিল না, যাহার বিন্দুবিসর্গ সন্দেহ পর্য্যন্ত কাহারও মনে উদয় হয় নাই তাহাই হইল; —ব্যাঙ্কের একজন বড় সাহেব দেউলে হওয়ায়, ব্যাঙ্ক ফেল হইল।

এইবার আমার ৪০০০৲ টাকা জলে ডুবিল। ব্যাঙ্ক ফেল হইয়াছে শুনিবামাত্র এই কথাটি আমার প্রথমেই মনে হইল। ব্যাঙ্কের পাওনাদারদিগের সহিত একটা রফা নিষ্পত্তি করিয়া যদি ব্যাঙ্কের কর্ত্তৃপক্ষেরা পাওনাদার-দিগকে কিছু কিছু করিয়া দিয়া টাকা পরিশোধ করেন— আমি একজন পাওনাদার বলিয়া কি তাঁহাদের নিকট উপস্থিত হইতে পারি? আমার জিম্মায় তহবিল

কমি হওয়ায় আমি নিজ হইতে তাহা পূরণ করিয়া রাখিয়াছি—আমি কি এখন পাওনাদার হিসাবে তাঁহাদের নিকট কিছু দাবি করিতে পারি? এই গোলযোগের সময় একটা দাঁও মারিবার ফিকিরে আছি ইহা যদি তাঁহারা নাও বিশ্বাস করেন, অন্ততঃ আমার কথা শুনিয়া হাসিয়া উঠিবেন।

আমার কর্ম্মটিও ত গেল, কিন্তু প্রথমেই সে কথাটা আমার বড় মনে আইসে নাই। একটা বড় ব্যাঙ্কে আমি তিন বৎসর ধরিয়া কর্ম্ম করিতেছি—আমার খাজাঞ্চিগিরি পদের দরুণ, কত লোকের সঙ্গে আমার আলাপ পরিচয় হইয়াছে—আমি কি এই রকম কাজ আর কোন স্থানে পাইতে পারিব না? তা' ছাড়া, এখন কোন ত্বরা নাই, যতদিন রফা নিষ্পত্তি অনুসারে পরিশোধের কাজ চলিবে, ততদিন আমাকে না রাখিলে চলিবে না—আমি মাসে মাসে বেতন পাইতে থাকিব। কিন্তু এ সকল কথা আমার প্রথমে মনে আসে নাই।

যাহাই হউক, আমার আশামত ঠিক্‌ হইল না—পরিশোধের কাজ শীঘ্রই শেষ হইয়া গেল। আমার জবাব হইল! আমি রাস্তায় ভাসিলাম।

আমি আবার কর্ম্মের চেষ্টায় ফিরিতে লাগিলাম।

কিন্তু কর্ম্ম পাওয়া যতটা সহজ ভাবিয়াছিলাম ততটা সহজ নহে। ও! কতই আশ্বাসবাক্য—কতই মিষ্ট কথা, তাহাতে কাহারও কার্পণ্য নাই। এই রকম ভাবে অনেকে বলিল, "আর এক দিন আসিয়া দেখা করিও—একটু অপেক্ষা কর, কাজকর্ম্মের আর একটু সুবিধা হোক্। তোমার কথা মনে রাখিব, একটু সবুর করিয়া থাকিতে হইবে।

আমি ধৈর্য্য ধরিয়া রহিলাম এবং যাহাদিগের সহিত পূর্ব্বে আলাপ পরিচয় ছিল তাহাদের নিকট প্রথমে যাতায়াত করিতে লাগিলাম। তাহার পর, কাজের জন্য যাহাদিগের নিকট দরখাস্ত করিয়াছিলাম, তাহাদের নিকট গেলাম। দুই এক সপ্তাহের জন্য কোথাও বা কাজ পাইলাম।—যতই দিন যায়, উচ্চপদের অভিমান ততই কমিয়া আসিতে লাগিল—মনে হইতে লাগিল, কাজ যতই সামান্য হো'ক্, বেতন যতই অল্প হো'ক্—আপাততঃ একটা কিছু পাইলে হয়। সেই সঙ্গে, আমাদের এখন যে সামান্য সংসার-খরচ তাহাও কমাইলাম। সৌভাগ্যক্রমে, মদলীনা তাহাতে কোন অসন্তোষ প্রকাশ বা প্রতিবাদ করিল না, সে পূর্ব্বের ন্যায় চিরপ্রফুল্ল ও চিরবিশ্বস্ত। তাহার অটল সাহসে আমিও সাহস পাইলাম।

তহবিলের ক্ষতিপূরণ করিবার জন্য আমি যে বন্ধুর নিকট হইতে টাকা কর্জ্জ করিয়াছিলাম, তিনি একদিন সেই টাকা হঠাৎ আমার নিকট চাহিলেন। ব্যাঙ্ক ফেল হওয়ায় তাঁহারও কিছু ক্ষতি হইয়াছিল। সেইজন্য, তাঁহার যেখানে যে বাবতে পাওনা আছে সমস্ত সংগ্রহ করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। আমি কিছু সময় লইবার চেষ্টা করিলাম, আপাততঃ আংশিক কিছু দিতেও স্বীকৃত হইলাম; কিন্তু আমার পাওনাদার বন্ধু কিছুই শুনিলেন না। এমন কি, তাঁহার কণ্ঠস্বরও কিঞ্চিৎ উচ্চগ্রামে উত্থিত হইল। আমার দুরবস্থার আধিক্য দেখিয়া তাঁহার ভয় হইয়াছিল, পাছে তাঁহার টাকা পরিশোধ না করি। কিন্তু আমার স্ত্রী প্রথমেই আমাকে পরামর্শ দেন, যাহাই অদৃষ্টে থাক্, উঁহার টাকা এখনি ফেলিয়া দেওয়া ভাল। এই উদ্দেশ্যে টাকা সংগ্রহ করিতে হইলে, আমাদের সমস্ত জিনিষপত্র বিক্রয় করিতে হয়, যে বাসায় এখন আছি সে বাসা পরিত্যাগ করিতে হয়, ঝিকে ছাড়াইয়া দিতে হয়, এবং নিতান্ত হীন দরিদ্রকুটীরে গিয়া বাস করিতে হয়।

যা' হো'ক্, অনেক কষ্টে টাকাটা ত একরূপ সংগ্রহ করিলাম—সংগ্রহ করিলাম বটে, কিন্তু কতটা সুখের বিনিময়ে! স্বচ্ছল অবস্থা হইতে, একেবারে রিক্ত-হস্ত

হইলাম। এখন হইতে আমরা পথের ভিখারী—মুটে মজুরের অপেক্ষাও আমাদের অবস্থা শোচনীয় হইয়া উঠিল।

যে সকল কাজ আমার পক্ষে লজ্জাজনক ও ঘৃণিত তাহাতে বাধ্য হইতে হইল—"বিল্" নকল করিয়া দিই—কিন্তু তাহার টাকা সহজে পাই না, অনেক খ্যাচ্‌কাইয়া তবে আমার পারিশ্রমিক প্রাপ্ত হই—কখন বা ভিক্ষাস্বরূপ অনেক পীড়াপীড়ি করিয়া আদায় করি, কখনও বা অতি জঘন্য ময়লা সিঁড়ি বাহিয়া যত ওঁচা দালালদের ঘরে প্রবেশ করি। যতই কঠোর হউক্ না, যতই নীচ হউক্ না, কোন কাজেই পিছ্-পাও হই না।

ইহা সত্ত্বেও, আমার অবস্থা ক্রমশঃ আরও শোচনীয় হইয়া উঠিল—দুঃখের যতপ্রকার ধাপ ছিল সকল ধাপগুলি বাহিয়া আমি দ্রুতগতি নাবিতে লাগিলাম। এক-প্রস্তুত ছিন্ন পরিচ্ছদ, একটা অব্যবহার্য্য টুপি—গোড়ালি-দোম্ড়ানো এক জোড়া জুতা—ইহাই এক্ষণে আমার একমাত্র পরিধেয় হইল।

অবশেষে যাহা ছিল তাহাও ঘটিল। আমার স্ত্রীর স্বাস্থ্য কখনই ভাল ছিল না, এখন আরও খারাপ হইয়া উঠিল। সে সুধীরা বালা সমস্ত অম্লানবদনে সহ্য করিয়া

আসিয়াছে—কথনও তাহার মুখে একটা হা-হুতাশ এক মুহূর্ত্তের জন্যও শুনা যায় নাই। খাওয়া-পরার কষ্ট, অস্বাস্থ্যকর ঘর, বায়ুর অভাব—ইহাতে শরীরে বল না থাকিলে কি করিয়া সহ্য হয়? পাছে আমি আরও হতাশ হই, পাছে আমার কষ্টের আরও বৃদ্ধি হয়, এই জন্য সে যতটা পারিত, আপনার অবস্থা আমার নিকটে ঢাকিবার চেষ্টা করিত, শরীরকে কোনও প্রকারে টানিয়া আনিয়া আমার নিকট খাড়া হইয়া দাঁড়াইবার চেষ্টা করিত, কিন্তু এক দিন আর পারিয়া উঠিল না—মূর্চ্ছিত হইয়া মাটিতে পড়িয়া গেল—আহা! সেই যে পড়িল, শয্যা হইতে আর উঠিল না!

৫

মদলীনাকে ছাড়িয়া বাহিরে যাইতে আর সাহস হয় না। সাংসারিক কাজের জন্য নিতান্ত আবশ্যক হইলে তবেই বাহির হইতাম এবং তখনই তাড়াতাড়ি ফিরিয়া আসিতাম। ভয় হইত, পাছে আমার অনুপস্থিতিকালের মধ্যে তাহার পীড়া বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

আমাদের ভাল সময়ে একজন ডাক্তারের সঙ্গে আলাপ ছিল, তিনি অনুগ্রহ করিয়া বিনা ভিজিটে আমার স্ত্রীকে দেখিতে আসিলেন এবং রোগীকে পরীক্ষা করিয়া আমাকে

বলিলেন,—“কিছুই গুরুতর নহে, রক্তহীনতার লক্ষণমাত্র। তোমার স্ত্রীর জন্য এখন কেবল প্রয়োজন, ভাল বাতাস ও ভাল গরুর দুধ। কিয়ৎ সপ্তাহের জন্য, পল্লীগ্রাম-অঞ্চলে রাখিয়া দিলে ভাল হয়। তাহা যদি না পার, তবে প্রতিদিন প্রাতে একবাটি করিয়া ভাল দুধ খাইতে দিবে। আমি যতদূর জানি, সহরেও বেশ ভাল দুধ পাওয়া যাইতে পারে। একজন ভাল গোঁয়ালার সঙ্গে বন্দোবস্ত করিলেই পাইতে পারিবে। আর কোন কষ্ট করিতে হইবে না।

একজন ভাল গোয়ালার সঙ্গে বন্দোবস্ত করিলেই হইবে! কিন্তু তাতেও ত পয়সা চাই। বিশেষতঃ যে অবধি কাজের চেষ্টায় রাস্তায় বাহির হইতে পারি নাই, তখন হইতে আজ পর্য্যন্ত যাহা ব্যয় হইয়াছে, তাহাতেই আমি নিঃসম্বল হইয়া পড়িয়াছি। নগরের দাতব্য আলয় হইতে যাহা কিছু পাইয়াছিলাম, তাহাতে দুই এক সপ্তাহ কোনপ্রকারে জীবন ধারণ করিয়াছিলাম; তাহার পর আমাদের দুর্দ্দশার আর শেষ নাই, দোকানদার খাদ্যসামগ্রী আর ধারে দিতে চাহে না। আর আমাদের বাসার লোকের কথা যদি বল, তাহারাও আমার ন্যায় হতভাগ্য দরিদ্র। মোট কথা, যে দিন ডাক্তার আসিয়া

একবাটি দুধের ব্যবস্থা করিয়া গেলেন, আমার এমন একটি পয়সা নাঁই যে, তাহাতে আমি দুগ্ধ ক্রয় করি।

দুগ্ধ ক্রয় করিবার জন্য কি উপায়ে দুই তিন আনা সংগ্রহ করিব অনেক চিন্তা করিলাম—মাথামুণ্ডু খুঁজিয়াও কোন উপায় উদ্ভাবন করিতে পারিলাম না। হাত মোচ্‌ড়াইতে মোচ্‌ড়াইতে বলিয়া উঠিলাম, "এই তুচ্ছ দুই এক আনার অভাবে আমার মদলীনা মারা পড়িবে, আর আমি তাহা চক্ষে দেখিব!"

সে রাত্রিতে আর ঘুমাইলাম না—আমাদের এই হীনাবস্থা সম্বন্ধে মনে মনে নানাপ্রকার আন্দোলন করিতে লাগিলাম।

ভোরের বেলায়, একটা ঝন্‌ঝন্‌ শব্দ হঠাৎ আমার কানে পৌঁছিল। তখন চারিদিক নিস্তব্ধ, সকলেই নিদ্রিত—সেই সময়ে এই শব্দটা আরও যেন ভয়ানক বলিয়া মনে হইল। দেখিলাম, আমাদের বাসার লাগাও যে একটা দুধের দোকান আছে, সেইখানে যোগান দিবার জন্য এক-জন গোয়ালা গাড়ি করিয়া দুধ আনিতেছে। তখনই একটা মতলব আমার মনে আসিল। যদি গোয়ালাকে বলা যায়, এখন আমায় একটু দুধ দাও, ইহার মূল্য আমি কিছুদিন পরে দিব। আমি তাকে বুঝাইয়া বলিব, আমার

স্ত্রী বেচারা অত্যন্ত পীড়িত, আমি তাহারই জন্য একটু দুধ চাহিতেছি, দুগ্ধই তাহার একমাত্র আহার। এই পল্লী-গ্রামের লোকেরা দুঃখ কাহাকে বলে তাহা জানে, বোধ হয় আমার প্রার্থনা অগ্রাহ্য করিবে না।

আমার টেবিলের উপর একটা পাত্র ছিল, সেই পাত্রটা তাড়াতাড়ি হাতে করিয়া চারি চারি ধাপ এক-কালে ডিঙ্গাইয়া সিঁড়ি দিয়া নীচে নামিলাম। কিন্তু এত যে তাড়াতাড়ি নামিয়া গেলাম, নীচে গিয়া দেখি গাড়িটা চলিয়া গিয়াছে। দূর হইতে দেখিলাম গাড়িটা; রাস্তায় মোড় ফিরিতেছে। পাত্রহস্তে, হতবুদ্ধি হইয়া আমি সেই-ভাবে দাঁড়াইয়া রহিলাম—মদলীনাকে বাঁচাইবার যে এক-মাত্র উপায় আমার মনে আসিয়াছিল, তাহাও ফস্‌কাইয়া গেল।

এই সময়ে তিনটা বড় বড় টিনের বাক্স আমার নজরে পড়িল; আমাদের প্রতিবেশীর বাড়ির প্রবেশপথে, আমার দুই এক হাত আগে, সেই বাক্সগুলি রাখিয়া গোয়ালা চলিয়া গিয়াছিল।

আমি একটু ইতস্ততঃ না করিয়া, আমি সেখানে একাকী কিম্বা আর কেউ সেখানে আছে তাহা পর্য্যন্ত বিবেচনা না করিয়া একটা বাক্সের ঢাকনা খুলিলাম,

খুলিয়া তাহা হইতে দুগ্ধ লইয়া আমার পাত্রটি পূর্ণ করিলাম, তাহার পর বাক্সের ঢাক্না বন্ধ করিয়া, চোরের মত পলায়ন করিলাম।

চোরের মত—হাঁ, চোরই বটে। চুরি, হাঁ চুরিই করিলাম! কিন্তু এ কথাটা সেই সময়ে মনে হইলেও থামিলাম না, আমি কেবল তখন মনে করিতে লাগিলাম, দুধটুকু পাইলে আমার মদলীনা কত না জানি খুসী হইবে এবং তাহাতে তাহার কত না উপকার হইবে। তা ছাড়া, গোয়ালাটা অত শীঘ্র চলিয়া গেল কেন, এ কেবল ধার লওয়া বৈ ত নয়; আমি চুরি করি নাই, আমি তাহার দুধের দাম দিব!

প্রথমে আমার একটু অনুতাপ হইয়াছিল, কিন্তু যখন দেখিলাম, আমার স্ত্রী আগ্রহের সহিত দুধের বাটিটা লইল এবং ধীরে ধীরে সমস্ত দুগ্ধ নিঃশেষে পান করিল এবং তাহার পরেই সস্মিতমুখে শান্তভাবে আবার ঘুমাইয়া পড়িল, তখন আমার সে অনুতাপ কোথায় যেন অন্তর্হিত হইয়া গেল।

কেবল এখন এই ভয় হইতেছিল পাছে এ কথা কেহ জানিতে পায়। দুগ্ধ কতটা কমিয়াছে তাহা কে অত মনোযোগ করিয়া দেখিবে, আর, প্রতিদিনই যে, বাক্সগুলি

দুধে ভরপূর থাকে তাহাও না হইতে পারে। যাহাই হউক্ আমাকে কি করিয়া সন্দেহ করিবে? দুধওয়ালা হয় ত আমার অস্তিত্ব পর্য্যন্ত জানে না।

রাত্রি হইলে, আমি যখন খাদ্য সংগ্রহ করিবার জন্য মুদির দোকানে গিয়াছিলাম, তখনও আমার মনের আকুলতা যায় নাই, আমি ভয়ে ভয়ে সেই দোকানের পর্দ্দার মধ্য হইতে দুধওয়ালা কি করিতেছে উঁকি মারিয়া দেখিলাম—বোধ হইল, সে কিছুই টের পায় নাই।

তার পর দিন প্রাতে যখন আবার সেই গোয়ালা গাড়ি করিয়া দুগ্ধ লইয়া যাইতেছিল, আমি আবার তাড়াতাড়ি নীচে নামিয়া গেলাম—কিন্তু এবারও ঠিক্ সময়ে পৌঁছিতে পারিলাম না; এবারও আমি সেই টিনের বাক্স হইতে দুধ লইয়া আমার পাত্র পূর্ণ করিলাম।

ধর্ম্মবুদ্ধির একবার পতন হইলে, কত শীঘ্র দুষ্কর্ম্ম অভ্যস্ত হইয়া পড়ে, মনে করিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। যে আমি, অতিমাত্র সততা করিতে গিয়া আপনার সর্ব্বনাশ করিলাম, সেই আমি কি না দুই এক আনার তুচ্ছ দুগ্ধ চুরি করিয়া আনিতেছি। ইহা, কিছু দিন পূর্ব্বে, আমি নিজেই বিশ্বাস করিতে পারিতাম না। আমার আচরণ সমর্থন করিবার জন্য অশেষ যুক্তিপরম্পরা আসিয়া উপ-

স্থিত হইত। দুই এক আনার দুধ আত্মসাৎ করিয়া যদি মদলীনার প্রাণ বাঁচাইতে পারি, তাহাতে এমন কি দোষ হইতে পারে? দোকানদার যদি দুধের কমতি বুঝিতেই না পারিয়া থাকে, তাহা হইলে তাহার বিশেষ কি ক্ষতি হই-য়াছে? আর, যদি কমিয়াছে বলিয়া তাহার মনে হয়, সে থাঁটি জল দিয়া তাহা পূরণ করিয়া রাখিবে। দুধওয়ালারা ত সচরাচর এইরূপ করিয়াই থাকে।

হয় ত দুধওয়ালা জানিতে পারিয়াও ইচ্ছা করিয়া বলিতেছে না। খুব লোক ভাল বলিতে হইবে। আমার হাতে যখনই টাকা আসিবে, আমি তাহার দুধের মূল্য একশত গুণ ধরিয়া দিব। ইহা বড় আশ্চর্য্য, এক সপ্তাহ কাল এইরূপ কার্য্য চলিতেছে, অথচ দুধওয়ালা কিছুমাত্র সন্দেহ করিতেছে না।

ক্রমে আমার বিশ্বাস হইল যে, দুধওয়ালা ইচ্ছা করিয়া আমাকে দুধ লইয়া যাইতে দিতেছে। এই বিশ্বাস এত-দূর বদ্ধমূল হইল যে, দুধ কতটা কমিয়া যাইতেছে সে বিষয়ে আর ভ্রূক্ষেপ করিলাম না।

পরদিন প্রাতে আবার যখন আমি এইরূপ টিনের বাক্সের ঢাকনা বন্ধ করিয়া দুধের পাত্রটি লইয়া বাড়ি ফিরিব, এমন সময়ে একটা হাত হঠাৎ আমার কাঁধের

উপর স্থাপিত হইল এবং আমার কানের নিকট একটা মোটা আওয়াজ শুনিতে পাইয়া কাঁপিয়া উঠিলাম।

—"আ! এবার বাছাধন তোমাকে ধরেছি, আটদিন ধরে' তোমার কাণ্ড সব দেখ্‌ছি; আজ আর ছাড়্‌ব না। চল থানায় চল, শীঘ্র চল।"

আমি তখন একেবারে বজ্রাহত। কোন কথা না বলিয়া, কোন বাধা না দিয়া, নতশির হইয়া তাহার পশ্চাতে পশ্চাতে চলিলাম।

তাহার পর, মহাশয় কি হইল আপনি ত সব জানেন। আমি যে চুরি করিয়াছি, এ কথা এক মুহূর্ত্তের জন্যও অস্বীকার করি নাই—আমি যে অপরাধী তাহা আমি জানি। তবে, কি জন্য ও কাহার জন্য আমি এই চুরি করিয়াছিলাম সমস্ত আপনার নিকট খুলিয়া বলিলাম—আমি কতটা অপরাধী ও কতটা কৃপাপাত্র আপনি এক্ষণে তাহা বিবেচনা করিয়া দেখুন।

৬

অশ্রুপূর্ণনেত্রে অপরাধী এই সমস্ত কথা বিবৃত করিল। বিচারক যিনি শুনিতেছিলেন, তিনি সহৃদয় ব্যক্তি। হতভাগ্য অপরাধীর মুখে সমস্ত বিবরণ শুনিয়া তিনি ব্যথিত ও

বিচলিত হইলেন। এবং যতদূর পারেন, তাহার দিকে টানিয়া অনুকূল ভাবে বিচার করিতে লাগিলেন। তাহার অধিক আর তিনি কি করিতে পারেন? অপরাধী অপরাধ স্বীকার করিতেছে, অপরাধও গুরুতর, আইনও অকাট্য। সুতরাং, যতদূর কম শাস্তি হইতে পারে—অপরাধীর তিন মাসের ফাটক হইল।

যে দিন এই দণ্ডাজ্ঞা হইল, সেইদিন রাত্রে কারারক্ষক অপরাধীর কারাগৃহে প্রবেশ করিয়া দেখে যে, জান্‌লার গরাদে কাপড় লট্‌কাইয়া বেচারা উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করিয়াছে। শয্যার পাদ-দেশে পেন্‌সিলে লেখা একটা কাগজ পড়িয়া ছিল, রক্ষক দেখিতে পাইল। এইরূপ লেখা আছে:—

"মানুষের নির্দয় বিচার! আমি হতভাগ্য বৈ আর কিছুই নই, কিন্তু আমার প্রতি চোরের ন্যায় ব্যবহার করিল। ইহা ঠিক্ নহে। আমি গৃহে আর ফিরিতে পারিব না—তাহা অপেক্ষা মৃত্যু ভাল।"

বেচারা হয় ত মনে করিয়াছিল, এ অপমানের কথা শুনিলে তাহার স্ত্রী আর প্রাণ রাখিবে না—তাই সে আত্ম-ঘাতী হইল।

ফলতঃ বিচারক মনে করিয়াছিলেন তাহার স্ত্রী

নিকট তিনি নিজে গিয়া তাহার এই বিপদের কথা অতি সন্তর্পণে ব্যক্ত করিবেন এবং তাহার সাহায্যার্থে কিছু বৃত্তি বরাদ্দ করিয়া দিবেন—কিন্তু তাহার গৃহে প্রবেশ করিয়া জানিলেন, এক দিন পূর্ব্বে তাহারও মৃত্যু হইয়াছে।

দণ্ডাজ্ঞা প্রচার হইবার এক ঘণ্টা পূর্ব্বে সে ইহলীলা সম্বরণ করে।

মানুষের বিচার এইরূপ! একটি আঘাতে স্ত্রী পুরুষ উভয়েই মৃত্যুগ্রাসে পতিত হইল। এবং কিসের জন্য?

———এক বাটি দুধের জন্য।

———

মানী প্রজা।

(ফরাসী কবি কপ্পে হইতে)

"ইস্তভান যেজো" নামে　"হঙ্গারীর" মহা এক ধনী,
অঙ্গুষ্ঠে শোভিত তাঁর　সুদুর্লভ বৈদূর্য্য মণি ;
দীনজনে করিতেন　অকাতরে ধনরত্ন দান,
অমন সুদাতা, কেহ　দেখে নাই তাঁহার সমান।
এক দিন সে ভূপতি　নিজোদ্যানে নৃত্যের উৎসবে
আহ্বান করিলেন　অনুগত প্রজাদের সবে।
হীরক মাণিক্য আদি　নানা রত্নে হইয়া ভূষিত
অতি জমকালো বেশে　হইলেন তথা উপস্থিত।
স্বর্ণমুদ্রা রাশি রাশি　রাখিলেন বসনের ভাঁজে,
নৃত্যকালে ঝরে যাতে　সেই সব প্রজাদের মাঝে।
আরম্ভ হইল নৃত্য　ভূপতিও লাগিলা নাচিতে,
খসিতে লাগিল মুদ্রা　চারি ধারে বসন হইতে ;
কুড়াতে লাগিল সবে　মুদ্রা যাহা হইল স্খলিত,
এইরূপে ক্রমে ক্রমে　সব মুদ্রা হল নিঃশেষিত।

যখন হইল শেষ দেখিলেন চাহি' সেই ভূপ
মানী দীন প্রজা এক আছে কোণে দাঁড়াইয়া চুপ্।
আড়াআড়ি বাহু ছুটি বক্ষোপরে রাখিয়াছে তুলি,'
শুকচঞ্চু-বক্র নাসা, শুভ্র গুম্ফ পড়িয়াছে ঝুলি';
পশ্‌মি আলখাল্লা পরা' আস্তিন্ যাহার সুবিশাল,
—দূর হ'তে দ্যাখে শুধু, মুদ্রা'পরে নাহিক খেয়াল।
ভূপতি নিকটে গিয়া অভিবাদি' বলিলা তাহায়
তোমারেও দিব কিছু ছিল ইচ্ছা, কিন্তু এবে হায়
আর একটিও মুদ্রা নাহি মোর বসন-অঞ্চলে,
কুড়ালে না কেন তুমি যখন তা' পড়িল ভূতলে ?
উত্তর করিল বৃদ্ধ : "নত হতে হ'ত যে তাহ'লে"!

হারা-ধন।

(Victor Hugo হইতে।)

শোক-তপ্ত ভগ্নহৃদি বৎস-হারা ওগো মাতৃগণ!
বেশ জেনো; ভগবান তোমাদের শোনেন ক্রন্দন।

হারা-পাখী সব তিনি নিজ হাতে রাখেন ধরিয়া,
কখনো কখনো নীড়ে কোনোটিরে তান্ ফিরাইয়া।
শ্মশান্ ও সূতিকা-স্থান এ দুয়ের মাঝে যেনো
গূঢ়ভাবে আছে গতিবিধি ;
কে জানে গো, কালের সে অনন্ত অতল গর্ভে
কত আছে রহস্যের নিধি॥

বলিতেছি তোমাদের যে মায়ের কথা
তাঁহার নিবাস-ভূমি পুরী কলিকাতা।

জানিতাম আমি তারে ভাল দশা তাদের যখন ;
তার গৃহ-সংলগন ছিল মোর পিতার ভবন।
ভগবান-দত্ত বৈধ যা কিছু সৌভাগ্য সুখ
পাইল সব সে ;
বিয়া হয় যার সনে বরিয়াছিল গো তারে
নিজে ভাল বেসে ;
ক্রমে হল পুত্র তার, মাতৃ-বক্ষ উচ্ছসিল
স্নেহানন্দ-রসে॥
প্রথম গর্ভের শিশু শুয়ে আছে রেশমের
কোমল শয্যায় ;
মাতা দেয় স্তন তারে কলনাদ করে শিশু
অস্ফুট ভাষায় ;

সমস্ত রজনী সে গো কল্পনার দ্বার দেয় খুলি'
নিশার আঁধার মাঝে নেত্র দুটি উঠে শুধু জ্বলি';
টুঁ-শব্দ নাহি মুখে নীরবে ঝুঁকিয়া
শুনিছে কখন্ শিশু পড়ে ঘুমাইয়া;
পরে যবে দেখা দিল অরুণ পূরবে,
গাইয়া উঠিল মাতা হরষে গরবে॥
তার পর তাকিয়ায় পিঠ দিয়া পড়িল্ হেলিয়া,
কাঁচুলি হইতে স্তন দেখা দিল দুধেতে ভরিয়া;
অধরে মৃদুল হাসি, চাহি' আছে শিশুটির পানে;
"যাদুমনি"-"ধনমনি" বলি' ডাকে কত শত নামে।
কতই চুম্বন করে তার সেই খুদে খুদে
রাঙা দুটি পায়;
কত কথা বলে আর;—নগন সুন্দর শিশু
মৃদু হাসে তায়;
আহ্লাদে মাতার বাহু ধরি' কর-পুটে
কোল হতে ঠোঁট্-তক্ ভর দিয়া উঠে॥
পত্র-শব্দ-সচকিত মৃগটির প্রায়
বাড়িতে লাগিল শিশু যত দিন যায়;
চলিতে লাগিল ক্রমে টলিতে টলিতে,
পরে আধো আধো কথা লাগিল বলিতে।

হইল বছর তিন, মধুর বয়স সেই
যখন গো বাণী
বিহঙ্গ-শিশুর মত অলপ উড়িতে পারে
নাড়ি' ডানাখানি।
মা বলিল;—"যাদু মোর হইয়াছে কেমন বড়টি!
কেমন শিখিতে পটু, আখর চিনিল॰চটপটি।
কি দস্যি!—বলে মোরে:—কাপড় পরায়ে দে মা
বড়দের মত,
আমি আর পরিব না খোকার পোষাক, দেখ
বড় আমি কত!
দুরন্ত দুর্দ্দান্ত অতি খুদে খুদে এ মরদ গুলি,
যাহোক বাছাটি মোর এরি মধ্যে পড়ে পুঁথি খুলি"।
ভালবাসে দূরে যেতে তেজে ভরা তার ক্ষুদ্রপ্রাণ,
পড়ায় তাহার মাতা রামায়ণ করিয়া বানান;
আহা কি স্নেহের দৃষ্টি ভঙ্গুর এ পুত্তলিটি-পরে;
কত সুখ হয় মনে —সাথে কত গরবের ভরে।
শিশুর হৃদয় যবে করে ধুক্ ধুক্
সেই সঙ্গে কাঁপি' উঠে জননীরো বুক॥
একদিন—কার না গো আসে হেন অশুভ দুর্দ্দিন—
পিশাচী কাশের ব্যাধি আক্রমি' শিশুরে করে ক্ষীণ;

ক্রমে মহা বল করি' ভয়ঙ্করী সে পিশাচী
কণ্ঠ তার ধরিল চাপিয়া ;
ছটফট্ করে শিশু স্বর্গচ্ছবি নেত্র দুটি
অন্ধকারে ফেলিল ছাইয়া।
শীতল হইল ওষ্ঠ ঘর্ঘর শবদে শ্বাস
ওঠে ঘন ঘন
করাল কৃতান্ত আহা চুপি চুপি শিশুটিরে
করিল হরণ ॥

সেই পিতা, সেই মাতা সেই শোক, শূন্য সেই খাট্,
দেওয়ালে কপাল ঠোকা, ভীষণ সে শ্মশানের ঘাট ;
আ-নাভি দীরঘ শ্বাস ; শুষ্ক মানবের ভাষা,
ভাষা হায় কি বলিবে আর ?
তখনি ফুরায় কথা বক্ষ ফাটি' উঠে যবে
তীব্রতম মর্ম্ম-হাহাকার ॥

এইভাবে তিনমাস বিষাদের অন্ধকারে
নিস্পন্দ হইয়া মাতা বসে এক স্থানে ;
অর্থহীন স্থিরদৃষ্টি চাহি' আছে অভাগিনী
শুধু সেই দেওয়ালের কোণটির পানে ;
আর সে গো অবিরাম একান্তে আপন মনে
বিড় বিড় করি' বকে কি কথা কে জানে।

আহারে নাহিক রুচি—কিছু নাহি খায়,
জীবন হইল দীর্ঘ জ্বর-ব্যাধি-প্রায় ;
ঘন ঘন কাঁপে অঙ্গ ; ভীষণ বিষাদ-ভরে
বলে যেন কায় ;—
"কোথা মোর যাদুমণি, ফিরে দে, ফিরে দে ওরে
ফিরে দে আমায়"।
অবস্থা বুঝিয়া বৈদ্য বলিলেন শিশুর পিতায়
দারুণ এ বিষাদের শীঘ্র কোনো করুন উপায় ;
মাতৃ হবে শান্ত, যদি আর একটি শিশু কোলে পায়"।
কতদিন, কতমাস এই ভাবে চলি' গেল হায়॥
একদিন সহসা গো অনুভব করিল আপনি
যেন গো দ্বিতীয়বার হইবে সে শিশুর জননী।
বাছার সে শূন্য খাট্ —বসিয়া গো তাহার সম্মুখে,
শুনিল সে পুন যেন "মা" বলি' কে ডাকে শিশু-মুখে।
ভাবিতে লাগিল মাতা—অবাক্ নিস্তব্ধ—
সেই আধো আধো বাণী—মধুময় শব্দ ;
সেইদিন সহসা গো উদরের পার্শ্বদেশ
উঠিল কাঁপিয়া ;
নব-আগন্তুক কোন আসিবে এ মর্ত্ত্য লোকে
—দেয় জানাইয়া ;

মুখ হল পাণ্ডুবর্ণ; ভাবে—কে না জানি এই
অজানা পথিক;
কাঁদিতে লাগিল শেষে, আর নিজ অদৃষ্টেরে
দিল শতধিক্;

"না না—এ চাহিনা আমি, ব্যথা যে লাগিবে তোর প্রাণে,
তুই ওরে যাদু মোর শুইয়া যে আছিস শ্মশানে।
তুই যে বলিবি বাছা:—"মা গেল ভুলিয়া মোরে
মোর স্থান অধিকার করে অন্য জন;
মা উহারে ভালবাসে, মার মুখে হাসি কত
পেয়ে কোলে সুন্দর মনমত ধন।

দেখনা, আদর করে ঘনঘন করিয়া চুম্বন,
আর আমি হেথা কিনা পড়ে' আছি শ্মশানে এখন।"
এইরূপে অভাগিনী বিলাপ করিয়া সারা রাত
দেখিল গো পুত্র-মুখ রাত্রি যবে হইল প্রভাত।

স্বামী তার বলি' উঠে আনন্দে আটখান্
ওগো! ওগো! এটিও যে পুত্র-সন্তান!

প্রসূতি বিষণ্ণ অতি পূর্ব্ব-স্মৃতি জাগে তার মনে;
নব-শিশু হেলা করি' ভাবে শুধু পূর্ব্ব-বাছাধনে,
বলে "আহা সে বাছাটি একলাটি শ্মশান-বিজনে॥"

কিন্তু কি অদ্ভুত কাণ্ড! সৌভাগ্য ফিরিল পুন
বিধির কৃপায়;
শোনে যেন নব-শিশু চির-পরিচিত স্বরে
বলিছে তাহায়
অতি মৃদু মৃদু কণ্ঠে শুইয়া সে জননীর
কোলের ছায়ায়
"সেই আমি—নহি অন্য এ কথা মা দেখো যেন
বোলো না কাহায়॥"

——

পথিক।*

(ফরাসী কবি কপ্পে হইতে)

এক অঙ্কে সমাপ্ত পদ্যময়ী নাটিকা।

১ দৃশ্য।

জ্যোৎস্না-ধৌত প্রাকৃতিক দৃশ্য—রঙ্গমঞ্চের দক্ষিণপার্শ্বে একটি ক্ষুদ্র প্রমোদ-ভবন; ক্রম-ঢালু সোপানাবলী ভূতলে

---

* এই নাটিকাটি ফরাসী থিয়েটারে যখন অভিনীত হয়, তখন প্রসিদ্ধ ফরাসী অভিনেত্রী Sarah bernhardt নায়কের ভূমিকা গ্রহণ করেন।

নামিয়া আসিয়াছে; রঙ্গমঞ্চের দূর-পশ্চাতে বারাণসী নগরী অস্পষ্টরূপে দৃশ্যমান; আকাশ তারকাকীর্ণ। মালতী শয়নোপযোগী একখানি সাদা শাড়ী পরিয়া, সিঁড়ির গরাদের উপর কুনুই রাখিয়া, স্বপ্নময় ভাবে ভোর হইয়া, প্রাকৃতিক দৃশ্যটি অবলোকন করিতে করিতে চিন্তামগ্ন।

মালতী।—

কন্দর্পের মুখে ছাই! অশ্রুবিন্দু নাহি আর
এ পোড়া নয়নে!
সারাটা যৌবন মোর কাটায়েছি আত্ম-পূজা
শুধু আহরণে।
নিষ্ঠুর রাণীর মত' কৃপা-চক্ষে ভক্ত-বৃন্দে
করেছি দর্শন;
চুম্বিলে এ হস্ত মোর একটি হৃদয়-তন্ত্রী
হয়নি কম্পন;
—কে করে বিশ্বাস ইহা? এত প্রেম আরাধনা
পাইয়া মালতী
তবুও হৃদয় তার তৃপ্তি-হীন, অবসন্ন,
ম্রিয়মান অতি?

প্রতিদিন দেখি সেই   সুনীল গগন ঊর্দ্ধে
রহে প্রসারিত ;
সেই সে সুন্দর নিশি,   প্রশান্ত নিদাঘ সেই
রহে বিরাজিত ;
পাইতেছি প্রতিদিন   কত ভকতের হাতে
পুষ্প উপহার ;
কত রাজা মহারাজা   খুলি দেয় মোর কাছে
রত্নের ভাণ্ডার,
তবু তারা নাহি পারে   উৎপাদিতে হৃদে মোর
একটু বিস্ময় ;
তাদের সে শূন্য-গর্ভ   উপহার মোর কাছে
তুচ্ছ অতিশয় !
হায় কি বিষম কষ্ট !   কাহারে না ভালবাসি'
জীবন ধারণ
—সে তো গো জীবন নয়, সে তো শুধু জীবনের
মিথ্যা বিড়ম্বন।
আমার যে কিছু নাই ;   নাহিক একটি ফুল
—আদরে শুখায় যাহা
পুঁথির ভিতরে ;
নাহিক কেশের গুচ্ছ,   রক্ষিত হয়গো যাহা

পুরাণো সুখের স্মৃতি
জাগাবার তরে ;
মরমের কোন কথা নাহি গাঁথা এই শূন্য মনে
—যাহার করিয়া ধ্যান হই সুখী শয়নে স্বপনে।
সুখের নাহিক লেশ, শূন্যময় হেরি সব
—সবেতে ঔদাস্য ;
কেমনে কাঁদিতে হয় ভুলিয়া গিয়াছি যেন
তাহারো রহস্য !
(দূরস্থ বারানসী নগরীর দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া)
ওই যে গো বারাণসী, এই যে এমন নিশি
শশাঙ্ক উজ্জ্বল
আমা সম সুখহীন হয় তো প্রেমিক কোন
যুবক সরল,
এ সময়ে কোন গৃহে ছাদের উপরে বসি'
ঊর্দ্ধে চাহি' ঘন ঘন
ফেলিছে নিশ্বাস ;
হয় তো সে কোন দিন আমারেই চক্ষে হেরি'
আমারি প্রেমের লাগি
হয়েছে উদাস ;
সে যদি কখন আসে মোর এই সর্ব্বনাশী

২ দৃশ্য।

(বীণাস্কন্ধে এবং উত্তরীয়ের কিয়দংশ তৃণভূমির উপর লুটাইয়া যাইতেছে—এই ভাবে প্রবেশ।)

মলয়।—

ধন্য রে বসন্ত রাতি! ভ্রমিতেছি কেমন আরামে!
আহার করিনু সাঁঝে —পঁহুছিয়া ক্ষুদ্র এক গ্রামে—
বাগিচা-বেড়ার তলে অস্তমান ভানুর সম্মুখে
হলো যবে চন্দ্রোদয় যাত্রা পুন আরম্ভিনু সুখে।
গাইতে গাইতে গান চলিয়াছি অবিরত
ভুলি' পথ-শ্রম।
ধন্য রে বসন্ত-রাতি মুক্তহস্তে শশী কিবা
ঢালিছে কিরণ!
তরু-পুঞ্জ-ফাঁক দিয়া হাসিছে একটি তারা
একদৃষ্টে চাহি' মুখপানে
ঠিক্ মানুষেরি মত; ধন্য রে বসন্ত-রাতি!
কত আশা জাগে মোর প্রাণে।
এই তো আইনু হেথা; জানিতে পারিব কল্য,
ভালবাসে কি না

প্রেম-গান বারাণসী —চাহে কি না শুনিবারে
মোর এই বীণা।

এখনো বিলম্ব আছে হইতে গো রজনীর শেষ,
তাহে যদি মাথে এই চীর-বস্ত্র ভিখারীর বেশ,
আর এই বীণা স্কন্ধে, কে করিবে দ্বার উদ্ঘাটন ?
হেথা তবে করি আজি কোন মতে রজনী যাপন।
শুই তবে এইখানে ; ভূমিটা কঠিন বড়,
কিন্তু নিশি এমন মধুর !
আর, এ শৈবাল-পুঞ্জে রচি' শির-উপাধান
শুয়ে হেথা করি শ্রান্তি দূর।
নিদ্রিত হইলে যদি শীত লাগে গাত্রে মোর
গরম হইব পুন প্রভাত-কিরণে ;

(ভূতলে শয়ন)

তাহে কিবা আসে যায় ? আরামে থাকিব বেশ
এই মোর উত্তরীয় বাস-আচ্ছাদনে !
লইনু আশ্রয় তোর তারকা-শোভন-নিশা
বিমুক্ত আকাশ !
বিশ্বমাতা প্রকৃতির এইতো রে চিরন্তন
পথিক-নিবাস !

(উত্তরীয়-বস্ত্রে গাত্র অর্দ্ধআচ্ছাদন করিয়া শয়ন, নেত্র নিমীলন)

মালতী। (উপর হইতে অবলোকন করিয়া)

বেচারা বালক যে গো সত্যই করিল কাজে
কহিল যা মুখে প্রকাশিয়া ;
আর কিনা আমি এবে করিনু আক্ষেপ কত
রজনীটি সুন্দর বলিয়া।

(নীচে নামিয়া আসিয়া)

আমি কি পাপাত্মা ঘোর আচ্ছা, ওরে করি আহ্বান
আতিথ্য কর্ত্তব্য মোর, আশ্রয় উহারে করি দান।
কিন্তু এ বসন্ত-রাতি আমার যে নাহি ভাল লাগে
সদাই অন্তরে মোর গভীর বিষাদ এক জাগে।
আমি চাহি—এ রজনী ছেয়ে যায় ঘোর অন্ধকারে,
পথ-হারা পান্থ কেহ না পায় আশ্রয় কারো দ্বারে।

(মলয় কুমারকে নিদ্রিত দেখিয়া)

বেচারা বালক কিন্তু এরি মধ্যে কেমন ঘুমায়!
বোধ হয় অভ্যাস আছে, কিন্তু তাহে কিবা আসে যায়
এ নীরব বিজনতা! এই নিশি গন্ধে আমোদিত!
এ সৌম্য মূরতি কিবা! সকলি মোরে করে উত্তেজিত।

মনে হয় বাড়িতেছে হৃদে মোর স্পন্দনের বেগ,
সহসা উদিত হয়ে কোন এক নূতন আবেগ
পাগল করে যে মোরে!
(আরো নিকটে গিয়া দর্শন) একি!—সেই স্বপন-পুরুষ?
(মৃদুভাবে হাতটি ধরিয়া)
এসো পান্থ ওঠ ওঠ! নিশি-বায়ু বড়ই পরুষ।
মলয়।—
(জাগিয়া উঠিয়া মুগ্ধ-বিস্ময়ে দেখিতে দেখিতে)
অপ্সরী না বিদ্যাধরী? তোমারেই আমি যে গো
দেখিনু স্বপন!
ও শুভ্র মূরতি তব দেখিয়াছিনু গো, যবে
নিদ্রায় মগন॥
মালতী।—
না, না, তুমি দেখিয়াছ শাখা-পত্র-ফাঁকে বুঝি
তারকা কিরণ।
মলয়।—
না না আমি তোমারেই করিয়াছি স্বপ্নে দরশন;
সেই তব কণ্ঠস্বর করি যেন এখনো শ্রবণ।
মানুষ ঘুমায় যবে এ চক্ষে না দেখিলেও
ভাখে দিব্য চোখে;

আরো, আমি শুনিলাম সঙ্গীত হতেছে যেন
কোন স্বর্গ-লোকে।

মালতী।—

সঙ্গীতের শব্দসম পশিল যা' তোমার শ্রবণে
—পল্লব-মর্ম্মর-ধ্বনি সমুত্থিত পবনতাড়নে!

মলয়।—

কে তুমি বলগো তবে;

মালতী।— আমি তব সাক্ষাৎ বিস্ময়,

বলিতে আইনু হেথা লবে কিনা আমার আশ্রয়।
হ'ল কিগো সুখ-নিদ্রা আলিঙ্গিয়া কঠিন বসুধা?
আহার করিয়া কিছু নিবৃত্তি করিবে কিগো ক্ষুধা?

মলয়। (একদৃষ্টে মুখের পানে চাহিয়া)—

বড় অনুগ্রহ তব; কিন্তু গো বিলম্বে আজি
করেছি আহার,
ক্ষুধা নাহি লেশমাত্র; নিদ্রা যাইতেও মোর
ইচ্ছা নাহি আর।

মালতী।—(স্বগত)

নিষ্ঠুর মালতী ওরে! হোক্ তোর দয়ার উদয়,
অন্ততঃ আজিকে তুই হ'স্ নে রে দারুণ নির্দ্দয়;

পাতিস্নে প্রেম-ফাঁদ, হ' রে তুই ক্ষান্ত ;
তাহে পুন ও-বেচারি বালক নিতান্ত ;

(প্রকাশ্যে)

জানিবার অধিকার নাহি কিগো আমার এখন
—কে মোর গবাক্ষতলে নিদ্রা-ছলে করিল শয়ন ?

মলয়।—

সঙ্গত এ প্রশ্ন তব ; শোনো, নহি ছদ্মবেশ-কামী,
মলয় আমার নাম সঙ্গীতের ব্যবসায়ী আমি।
শিশুকাল হ'তে আমি চঞ্চল-স্বভাব "ভব-ঘুরে"
ভ্রমণই জীবন মোর ঘুরিয়া বেড়াই দূরে দূরে।
আমার বিশ্বাস, আমি এক গৃহে তে-রাত্তির
করিনি যাপন ;
করেছি জীবিকা তরে কত কাজ—ভবে যার
নাহি প্রয়োজন।
যদি চাও শুনিতে গো খাঁটি কথা, তবে শোনো বলি,
অকেজো এ ভবে যাহা কেজো জেনো তাহাই কেবলি।
তরণী বাহিতে পারি ধীরে ধীরে সরসীর নীরে,
দোলনা দোলাতে পারি কউশলে তরুশাখা-শিরে।
কবিতা রচিতে পারি রাশি রাশি মুহূর্ত্ত-মাঝারে,
আরো, পারি বাজাইতে বীণা-যন্ত্র মধুর ঝঙ্কারে।

মালতী।—

এ সব উপায়ে কিন্তু হয় কিগো ক্ষুধার নিবৃত্তি ?

মলয়।—

বিশ্বাস করিতে ইহা কার হয় সহজে প্রবৃত্তি ?
কথাটা তবুও সত্যি ; নাহি মোর বুদ্ধি সাংসারিক,
কখন্ জুটিবে অন্ন, কিছুমাত্র নাহি তার ঠিক্ ?;
অনেক সময় আমি এই সব হর্ম্ম্য-হতে
দূরে চলি গিয়া
খাইয়াছি ফল-মূল গাছের তলায় বসি'
অরণ্যে পশিয়া।
তরু-লতা হতে আমি পাইয়াছি আদর-যতন,
মানুষের কাছে যাহা পাই নাই কভু গো তেমন!
স্থূল কথা,—অতি অল্প স্থান আমি করি অধিকার,
অল্প কিছু পাইলেই ভাবি—হ'ল যথেষ্ট আমার।
কখন কখন আমি ধনীর ভবনে প্রবেশিয়া
ধনীর আহার-স্থলে গাইয়াছি বীণা বাজাইয়া;
গাইতে গাইতে গান করিয়াছি দৃষ্টি আমি
লুব্ধ নয়নে—
পলান্ন-পায়স-আদি রাশি-রাশি করে পান
গৃহ-বাসী জনে।

কেহবা বুঝিতে পারি' দেখি' মোর লোভের চাহনি,
বলে "ভিক্ষু দৃষ্টি দেয়, দাও কিছু উহারে এখুনি।"

মালতী।—

ভাল, শুনিলাম সব; যাইবে নিশ্চয় কি গো
কাশী, হেথা-হতে?

মলয়।—

কিছুই নিশ্চয় নাই; যাব বটে আপাততঃ
বারাণসী পথে।
যাইতে যাইতে যদি অন্য কোন পথ দেখি
আরো মনোরম,
তবে সেই পথ ধরি' যাব চলি যেথা হবে
মনের মতন।

মনের খেয়াল মোর একমাত্র ভ্রমণের নেতা,
ঝরা-পাতা, মেঘ-সম ভ্রমি আমি হেথা হোথা সেথা।
কোথা হতে আসিয়াছি কোথা যাব, কিছু নাহি জানি,
জানি গো আকাশ শুধু—খ্যাপা ভোলা মুগ্ধ কবি আমি।
মুক্ত বায়ু-তরে শুধু প্রাণ মোর উঠে আকুলিয়া,
আকাশের পাখী সম ভ্রমি যেন উড়িয়া উড়িয়া।
একবার যে শুনেছে আমার গানের ধূয়া
নাহি শুনে আর;

একবার মাত্র থামি কুড়াইতে বন-ফুল
—সাজাতে সেতার;
আবার চলিতে থাকি; কে না দেখিয়াছে রাতে
পথিক বালকে
গলি-ঘুঁজি সুঁড়ি-পথে —যাহা শুধু আলোকিত
জোনাকি-আলোকে।
যখন বরষে' মেঘ তরুপত্র-পুঞ্জ-তলে
থাকি দাঁড়াইয়া;
তার পর চলি পুন, টস্ টস্ ঝরে জল
শরীর বাহিয়া;
উঠে যেথা ইন্দ্র-ধনু সেইদিকে ছুটিগো অচিরে,
লক্ষ্মীরে পেনু না কভু, অযাচিত পাই প্রকৃতিরে।
তীর্থ-যাত্রী-সম চলি সমুদিত শশাঙ্কের তলে,
তৃষ্ণা নিবারণ করি কলনাদী স্রোতস্বিনী-জলে;
স্বল্প-তোয় খাল-নালা অক্লেশে হাঁটিয়া হই পার;
চলিয়াছি ক্রমাগত তবু শ্রান্তি না হয় আমার।
মালতী।—
হেন উনমত্ত-ভাবে পথ দিয়া চলিতে চলিতে
থামিবার ইচ্ছা তব কখন কি হয় নাই চিতে?
ফিরিয়া পথের বাঁক্ তব দৃষ্টি-পথে কি গো

পড়েনি কথন,
তাল-তমালের নীচে কোন এক ক্ষুদ্র গৃহ
—শান্তির সদন ?
ঘুমায় দুয়ারে যেথা ধীর শান্ত পুরাতন
কুক্কুর একটি ;
সে গৃহ-গবাক্ষে, কভু দেখনি কি চাঁদ-মুখ
—কোন ক্ষীণ কটি ?

মলয়।—

ক্বচিৎ কখন ; কিন্তু ঝোপের মাঝারে যথা
ছুঁড়িলে প্রস্তর
বেরোয় সাপের ঝাঁক্— শুনি মোর প্রেম-গান
আসিত বিস্তর
গুরু ও পিতার দল বাহির হইয়া সবে
ভবন হইতে ;
আমার এ বেশ দেখি' তাদের না হত রুচি
ভিতরে ডাকিতে।
উভয়েরি ভিন্ন রুচি, তাহাদেরো করিতাম
আমি পরিহার,
বিশেষতঃ গৃহ-শান্তি করি ভঙ্গ, এ ইচ্ছা
ছিল না আমার।

মালতী।—

মুচকি মুচকি হাসি'   করিলে সুন্দরী কোন
পুষ্প বরিষণ
মানস-কমল তব   হ'ত নাকি বিচঞ্চল
—আনন্দে মগন ?

মলয়।—

কি আর হইবে তাহে ?   উদ্দেশে চুম্বন শুধু
শূন্য-পথে দিতাম ছাড়িয়া,
তার পরী আর কিবা ? শোনো বলি, মোর কাছে
স্বাধীনতা সব-চেয়ে প্রিয়া।
হত যদি ভালবাসা,   লঘুচিত্তে না হইত
এ মোর ভ্রমণ
কাঁধে লয়ে শুধু কাঁথা,   হস্তে শুধু বীণা খানি
করিয়া ধারণ।
হৃদয়ে থাকিলে প্রেম,   সে বোঝা বহন করা
বড়ই বিষম !

মালতী।—

তুমি যে পাখীর মত   কেহ কি পারে না তোমা
পুরিতে পিঞ্জরে ?

মলয়।—

কাহারো নাহিক সাধ্য!

মালতী। পশিবে না কোনো দিন

বাতাস, ভিতরে?

মলয়।—

"ভাল বাসা-বাসি—তাহে বড়ই আশঙ্কা মম;
তুমি তো বোঝোনা, দেখ, লঘুপক্ষ প্রজাপতি-সম
কভু বসি কভু যাই কভু আসি ফিরিয়া আবার,
ইহাতে কেমন সুখ! করি আমি যা ইচ্ছা আমার

মালতী।—

নাহি ওতে কোন সুখ; এই ভাবে তুমি তবে
যাইতেছ কাশী?
কোন আশা নাহি জাগে তোমার হৃদয়-মাঝে?
—নিতান্ত উদাসী?
"এ পথে যাইতে ভাল; উড়িয়া যাইছে হোথা
বলাকার পাঁতি,
যাই উহাদেরি পিছে; কিম্বা থাকি এইখানে,
কি সুন্দর রাতি!"
—এইরূপ ভাবি' বুঝি' যেথায় যখন যায় প্রাণ
অদৃষ্টের হাত ধরি' সেখানেই কর গো প্রয়াণ

মলয়।—

প্রায় সেইরূপই বটে ;

মালতী।— সম্পূর্ণ নহে কি তাই ?

আছে তবে আর কিছু কল্পনা মনে ?

মলয়।—

সে এমন অনিশ্চিত !

মালতী।— তবু বল দেখি শুনি।

মলয়।— কাল যা' ঘটিবে তা' বলিব কেমনে ?

মালতী।—

আচ্ছা ভাল, আমা হতে —তোমার সে কাজটিতে—

হতে পারে সাহায্য কি লেশ ?

মলয়।—

সাহায্যে নাহিক কাজ ; হয়তো গো হেথা হতে

দূরে না যাইব অবশেষ।

শোনো বলি, আসিয়াছে আমার মাথায় এক

কল্পনা নবীন !

—আমা-সম কত আছে অসহায় নিরাশ্রয়

পিতৃমাতৃহীন—

আমি কে, জানি না আমি—কৃষকের পুত্র কিম্বা

রাজার কুমার,

এইমাত্র জানি আমি শুভক্ষণে হইয়াছে
জনম আমার।
আমার মস্তিষ্ক-মাঝে অবিরত জলে যেই
আনন্দ-আলোক
—ভাবিতে দেয় না মোরে আমি কোনো নিরাশ্রয়
অনাথ বালক।
এতদিন হেথা-হোথা করিয়াছি ছুটাছুটী
অনর্গল মৃগ-শিশু-সম ;
আপনি আপন প্রভু —এ-হতে অধিক কিছু
চাহি নাই সুখের জীবন।
কিন্তু ঠাকুরাণি, আমি লুকাব না তোমা হতে
এই মাত্র সহসা যা' হয় মোর মনে ;
তব মিষ্ট কথা শুনি' তোমা-প্রতি ধায় মন
কিবা এক মধুময় স্নিগ্ধ আকর্ষণে !
বুঝিনু প্রসাদে তব —লোক-দৃষ্টি হতে দূরে
আছে এক শান্তির সদন ;
—একটি গো ক্ষুদ্র গৃহ —চামেলি-লতায় ঢাকা
যাহার গো প্রাচীর-বেষ্টন।
আজি এ প্রথম দিন শ্রান্ত হইয়াছি আমি
আর কভু শ্রান্তি মোর হয় নাই লেশ ;

মালতী।—

ভুল বুঝিয়াছ তুমি, আমি সে মহিলা নই
তুমি যা' ভাবিছ মনে মনে ;
রাণীর মতন যেগো —সেই তো রাখিতে পারে
তোমা-হেন কবিগুণী-জনে।
আমি নারী দীন-হীন নাহি মোর ধন-জন-মান,;
না আছে বাহন দাস না আছে গো কোন ধূমধাম।

মলয়।—কি !—নাহি একটি দাস ?

মালতী।— দাসীও একটি মোর নাই !
ভূতলে শয়ন করি, শুধু কিছু ফল-মূল খাই।

মলয়।—তবু কৃপা করি যদি—

মালতী।— শোন বলি, আমি পারিব না।

মালতী।—যদি মোরে—

মালতী।— শোনো বলি, একা আমি—বিধবা ললনা।

মলয়।—

না চাহি অপর কিছু —থাকিব ও চরণের নীচে

মলয়।—

অসম্ভব; অসম্ভব; কেন এই অনুরোধ মিছে ?

মলয়।—

মিটিল না মন-সাধ নিতান্তই অদৃষ্ট বিমুখ ;

মালতীর গৃহে যাই　　দেখি যদি সেথা মেলে সুখ

মালতী।—(স্বগত)

কি বলিল?—কয়ে যে গো মালতীর নাম!
যদি গিয়া করে পুন আমারি সন্ধান?

মলয়।—

শুনিনু যা' তব মুখে,　　তাহার বুঝিনু এই সার
—না পাব রাখিতে আমি ও-পদে এ জীবনের ভার।
কি আর বলিব বল,　　সব আশা হ'ল মোর হত;
ভাল, কিছু নাহি পার　　পরামর্শ দিবে কি অন্তত?
আছে এক নারী কোন　কাশীধামে—লোক-মুখে শুনি,
এড়ায় কাহার সাধ্য　　তাহার সে শকতি মোহিনী!
একটি কটাক্ষে তার　　কি যেন কি মন্ত্রগুণ-বলে
বিহ্বল হইয়া সবে　　লুটাইয়া পড়ে পদতলে!
তোমারি মতন সেগো　গৌরবর্ণ—সুন্দর আকৃতি;
—যেরূপ বর্ণনা শুনি—　আর তার নামটি মালতী।
আরো, লোকে বলে এই—　কাটে তার জীবন বিলাসে
মিশিতে আমোদে তার　নিশি-দিন কত লোক আসে।
সঙ্গীত-রসজ্ঞ সে যে—　লোক-মাঝে আছে গো বিদিত
বিশেষ, নিপুণ হস্তে　　বীণা যদি হয় গো বাদিত।
বলিতেছিলাম তাই　　যাব আমি তাহার নিকটে,

দেখি যদি সেথা গিয়া ভাগ্যে কিছু সুখ মোর ঘটে।
তাহার প্রাসাদে গিয়া ইচ্ছা মোর,—করি আমি
দাসত্বের বৃত্তি
—দাসত্ব ভাবিলে কিন্তু বিদ্রোহী হইয়া উঠে
সমস্ত প্রবৃত্তি—
আরো, শুনি লোক-মুখে অপূর্ব্ব সে রূপের প্রকাশ;
থাকিলে তাহার পাশে বিষাক্ত হয় গো নিঃশ্বাস!
তাই মোর ভঁয় হয়; —বল তবে, কি করি এখন?
—তোমারি উপরে আমি করিয়াছি বিশ্বাস স্থাপন?
করিলেও প্রত্যাখ্যান— করিয়াছ মধুর বচনে,
মনে হয়—ইতস্ততঃ এখনো করিছ মনে মনে।
কি জানি কিসের লাগি এ বিশ্বাস করে মোর প্রাণ
—আমার উপরে যেন আছে তব একটুকু টান।
তাই মনে হয় মোর —উপদেশ তব মুখ-হতে
সুখ-শান্তি দিবে আনি এই মোর জীবনের পথে।
কি আদেশ বল তবে —বল, তাই করিব এখন
যাব কি যাবনা আমি সেই সেথা—মালতী-ভবন?

মালতী।—(স্বগত)

বুঝিলাম সব; ওযে ফিরিয়া আসিবে কাল হেথা;
—ওই পান্থ যেগো মোর হৃদয়ের নিভৃত দেবতা;

—অজানা অতিথি ওই যারে হেরি' বিগলিত
হৃদয় আমার,
বিধির বিপাক-বশে আমারি নিকটে ফিরি'
আসিবে আবার ?
মূর্ত্তিমান সুখ মোর আহা চলি' যায় হেথা হতে।
—যাই ওর পিছে পিছে; না না তা' হবে না কোন মতে
কিন্তু যে পারিনে আর চাপিতে এ গোপন বাসনা;
ইচ্ছা হয় এখনি গো—

মলয়।— কি কারণে নীরব বল না ?

মালতী।— (স্বগত)
এ যদি গো পাপ হয় —এ পাপ তো ঘটাইছে বিধি
(প্রকাশ্যে)
ইচ্ছা হইতেছে তব যাইতে সেথায় ?—ভাল, যদি

মলয়।—
যাব কি সেথায় তবে ?

মালতী।—(কিছুকাল নীরব থাকিয়া, পরে চেষ্টার বলে
যেওনা গো যেওনা সেথায়;
না না না, যেওনা সেই পাপিনীর পাপের বাসায়।
তুমিতো বুঝনা কিছু তুমি অতি সরল-হৃদয়,
এটুকুও নাহি জান সেথা কত বিপদের ভয়।

না পারিনু আমি বটে করিবারে কিছুমাত্র
তব উপকার ;
নারিনু আশ্রয় দিতে —কুটীরে পেয়েছ যাহা
তুমি কত বার ;
আর কিছু নাহি পারি আমি ফেলিব না তোমা
বিপদের হাতে ;
তুমি যে বনের শিশু —চলিয়াছ প্রতিধ্বনি
জাগাতে জাগাতে
কেমন স্বাধীনভাবে অরণ্যের বিহঙ্গের মত'
—চলন্ত জলদ-সম —যেন কোন নির্ঝরিণী-স্রোত।
পাপিয়া কোকিল-সম গাও তুমি বনের গভীরে,
কপোলটি আর্দ্র তব প্রভাতের বিমল শিশিরে ;
সেই তুমি পাপিনীর পাপ-গৃহে করিবে প্রবেশ ?
—অধম উৎসব যেথা নিশীথেও নাহি হয় শেষ !
ও-তব কোমল ওষ্ঠ সুবিমল শিশুর সমান—
ম্লান হবে, পাত্র হতে উচ্ছিষ্ট মদিরা করি' পান ?
ও-নেত্র কমল তব শুষ্ক হবে রাত্রি-জাগরণে ?
তরুণ মুখের বর্ণ ম্লান হবে পাপের কিরণে ?
যাবে মালতীর গৃহে ? —না-না সেথা পাবে না যাইতে
সত্য বটে গাহি' গান পাবে সেথা যাইতে—থাকিতে

কিন্তু দেখ ভাবি' মনে সে গৃহটি কাহার ভবন,
কাহার উচ্ছিষ্ট তুমি সেথা গিয়া করিবে ভোজন
বলিনু কঠোর কথা —করিবে গো আমারে মার্জ্জনা
বলিনু—কেননা আমি করি তবে মঙ্গল কামনা।
না-না ওগো থাকো তুমি অরণ্যের বিহঙ্গের মত'
ভ্রমরী-গুঞ্জন-সম বীণাটি বাজাও অবিরত।
নৈশ গগন যদি ছায় কভু গভীর তিমিরে
আশ্রয় লইও গিয়া কোন এক চাষার কুটীরে।
প্রভাত হইলে পুন আবার ভ্রমণে হয়ো রত ;
কোন গ্রামে গিয়া যদি স্থাথ কোন কন্যা মনোমত
—সুশীলা লাজুক মেয়ে— আর যদি ঘটে গো মিলন,
তাহলেই চিরকাল সুখে তব কাটিবে জীবন।

মলয়।—

পালিব তোমার আজ্ঞা ; কিন্তু দেখ, নহে অসম্ভব
মালতীর নামে রটে এই সব মিথ্যা জনরব।
তার ভবনের কথা আমি যাহা করেছি শ্রবণ
তাতে তো না মনে হয়, তার গৃহ ঘৃণিত এমন !
তাও বলি, আমি কভু যেতাম না তাহার ওখানে
যদি আমি জানিতাম—

(মালতীর মুখে কষ্টের ভাব লক্ষ্য করিয়া)

যা দিনু কি বেদনার স্থানে ?
মার্জ্জনা করিবে মোরে— বুঝিয়াছি আমি অনুমানে,
বিচ্ছেদ-অনল কোনো এখনো গো জ্বলে তব প্রাণে।
বুঝিবা মালতী সেই তোমা-হতে করেছে হরণ
তাই কি বল্লভ কোন যে তোমার ছিল প্রিয়তম !
তাহাই নহে কি সত্য ? —এতক্ষণে বুঝিলাম "
করিবে মার্জ্জনা—
মোর তরে নহে শুধু —নিজেরো লাগিয়া তব
হতেছে ভাবনা।

মালতী।—
(অতীব বিষণ্ণভাবে)
না গো না বুঝেছ ভুল, সত্য নহে তোমার সন্দেহ,
ভাই কি বল্লভ কোন এ সংসারে নাহি মোর কেহ।
তবে যে দেখিছ তুমি মুখে মোর কষ্টের লক্ষণ
—সে শুধু মালতী-তরে ব্যাথায় ব্যথিত মোর মন।
জানি আমি মালতীরে সময়-বিশেষে পারে
হ'তে সে উদার,
সরল নির্দ্দোষ-মতি দুখ জনে হয় তার
দয়ার সঞ্চার ;

কিন্তু এই ভাব তার স্থায়ী নাহি হয় বহুক্ষণ,
লালসার বশে পুন নিজ মূর্ত্তি করয়ে ধারণ।
যাও তবে, এ বিশ্বাস থাকে যেন তোমার অন্তরে,
যা দিলাম উপদেশ তোমারি সে মঙ্গলের তরে।
করিনু কর্ত্তব্য মোর নিবেদিয়া আমি গো তোমায়,
এখন—এখন তবে যাও চলি লইয়া বিদায়।
(মনের কষ্ট চাপিয়া)
আমি যে বলিনু তোমা না যাইতে মালতীর স্থানে
জান না গো তুমি পান্থ কি কষ্ট হয় মোর প্রাণে,
তুমি কি বুঝিবে বল ? বোঝো তুমি—সে ইচ্ছাও নাই,
এইটুকু জেনো মাত্র তোমারি মঙ্গল শুধু চাই।
(স্বগত)
এই শেষ—আর নয় ; আহা যদি বুঝিত গো
আমিই সে জন !

মলয়।—
যাইব না আমি তথা তুমি যবে দুষ্টা বলি,
করিছ বর্ণন।
বিদায় হই গো তবে ; ভ্রমণে যে হ'ত সুখ
আর আমি তাহা পাইব না ;
বুঝিয়াছি, এখানেই সুখ শান্তি সব মোর

—কিন্তু তারো নাহি সম্ভাবনা।

লয়ে যাইতেছি সঙ্গে অস্পষ্ট একটু শুধু

সুখের আভাস;

এই প্রত্যাখ্যানে, তব কিছু যেন আর্দ্রভাব

দেখিনু প্রকাশ।

যদিও নিঠুর হ'য়ে না করিলে পরাণের

বাসনা পূরণ,

একটু কষ্টও যদি হয়ে থাকে মোর তরে

—দাও নিদর্শন।

মালতী।—

(আবেগ-ভরে একটি অঙ্গুরী প্রদান)

এই লও রাখ তুমি, এই অঙ্গুরীটি দেখি'

হইবে স্মরণ—

মলয়।—

না না ঠাকুরাণী, আমি লইব না ও অঙ্গুরী

মূল্যবান অতি,

দুর্লভ সামগ্রী ও যে, বৃহৎ হীরক-খণ্ড

উদ্গারিছে জ্যোতি।

না না না—ও অঙ্গুরীটি কিছুতেই আমি লইব না;

ও গো! তুমি তবে নাকি দীন হীন বিধবা ললনা?

মালতী।— (স্বগত)

কে আমি—কিছু কি তার ইহাতেই হইল প্রকাশ ?
জানিতে পারিল কি ও কোথা হতে পেনু আমি
এ অবন্ধ্য চারু উপহার ?
আছে গো নীরব হয়ে, —ওর ওই চাহনিতে
নত হয় আঁখি যে আমার !

(প্রকাশ্যে)

কি চাহ বল গো তবে—কি তোমারে করিব প্রদান ?

মলয়।—

স্মৃতি-চিহ্ন শুধু চাহি—নহে কোন ভিক্ষা সারবান।
একটু সামান্য কিছু —যে সামগ্রী নিতান্তই
নিজস্ব তোমারি—
বিষণ্ণ ফুলটি ওই যাহা তব কেশ-পাশে
আছে যেন মরি' !

মালতী।—(ফুলটি দান করিয়া)

আচ্ছা দিনু লহ তুমি, দেখিবে গো কালিকে প্রভাতে
শুখায়েছে গোলাপটি থাকিয়া তোমার হাতে-হাতে।
আমি চাহি যেন এই ফুলের মরণে
মোর উপদেশ, তব আসে গো স্মরণে।
আর ভাখ, শুকাইলে এই ফুল, ভুলিও আমায়।

লয়।—

(সবেগে মালতীর নিকট গমন, মালতীর পশ্চাতে অপসরণ)

আর একটি কথা আছে —তাহা বলি' হইব বিদায়।
চলিনু অনন্ত পথে —ভয়ে তাই হই কম্পমান;
এ পথে আর তো আমি —না পাইব শান্তির আরাম।
বল কোন্ পথে যাব, তুমিই তো নেতা মোর
—কর উপদেশ।
সেই দিকে যাব আমি যে দিকে করিবে তুমি
অঙ্গুলী নির্দ্দেশ।

মালতী।—(ইতিপূর্ব্বেই সিঁড়ির কতক ধাপ উপরে উঠিয়াছিল—এক্ষণে বারাণসী নগরীর বিপরীত দিকে অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিয়া)

যাও তবে পান্থবর —যাও চলি একেবারে
পূর্ব্ব দিক পানে।

(মলয় মালতীর দিকে দুই এক পদ অগ্রসর হওয়ায়; মালতী হস্তের ইঙ্গিতে তাহাকে নিবারণ করিয়া, ও নৈরাশ্যের ভাব মুখে ব্যক্ত করিয়া, সহসা প্রস্থান)

৩ দৃশ্য।

মালতী।—

(বারান্দায় কিছুক্ষণ থাকিয়া, গরাদের উপর কুনুই রাখিয়া, যতক্ষণ দৃষ্টি যায় মলয়কে অবলোকন —পরে মলয় দৃষ্টিপথের বহির্ভূত হইলে, হতাশ হইয়া দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া অজস্রধারে অশ্রুবর্ষণ)

কন্দর্পের হোক্ জয়! অশ্রু পুন দেখা দিল
এ পোড়া নয়ানে!

দেশোদ্ধারের রত্নালঙ্কার।*

(ফরাসী কবি কপ্পে হইতে)

দৃশ্য একটি সুসজ্জিত প্রসাধন-কক্ষ—দীপালোকে উদ্ভাসিত। একজন রমণী নাচের পোষাক পরিয়া, বহু-মূল্য রত্নালঙ্কারে ভূষিত হইয়া আয়নার সম্মুখে আসীনা—তাহার সন্নিকটে অলঙ্কারের শূন্য পেটিকা খোলা রহিয়াছে।

---

* গত ফরাসী-জর্মান-যুদ্ধে জর্মান-সৈন্য যখন ফরাসী দেশ অধিকার করিয়া তথায় অবস্থিতি করিতেছিল; সেই সময়ের বর্ণনা।

নাচের মজ্‌লিস্! আহা! নাচের মজ্‌লিসে
যাইতেছি কত দিন পরে!
থাকিতে না পারে কভু যুদ্ধ বিগ্রহ ঘোর
দেশমাঝে চিরকাল তরে।
কে সহিবে চিরকাল দুরভিক্ষ? কে ছুঁড়িবে
চিরকাল কামান-বন্দুক?
কিন্তু এই কথা, মোর বলা কি উচিত? না, না,
আমি নহি কর্ত্তব্য-বিমুখ।
শত্রু-আক্রমণ-কালে করেছি কর্ত্তব্য মোর
স্বদেশের সুদুহিতা-সম,
আহতের সেবা-তরে সৈন্য চিকিৎসক-সাথে
গেছি পরি' বর্ম্ম-আবরণ।
এই ক্ষীণ হস্ত, যাহা বীণাবাদ্যে ছিল পটু
বাঁধিয়াছে আহতের পটি,
শীত-কষ্ট করি' তুচ্ছ গেছি ঘোর রণ-মাঝে
যোদ্ধা-সম বাঁধি' ক্ষীণ কটি।
তার পর, এতদিনে হইতেছে কোন গৃহে
ছোটো-খাটো নৃত্য-আয়োজন;
কি দোষ যাইতে সেথা?— ইথে কি হইবে ভঙ্গ
—সুপবিত্র শোকের নিয়ম?

কেন এ ভাবনা বৃথা ? আর যা হোক্ না কেন,
মাতৃভূমি তিনিও রমণী ;
তাঁহার উচিত ভাবা কেমনে কাটাবে লোকে
চির-শোকে জীবন এমনি ?
এ দুই বরষ ধরি' বসন ভূষণে আমি
কিছুমাত্র করিনি যতন ;
হাসিটি ছিল না মুখে, ছিনু অলঙ্কার-হীনা
খেল্‌না-হারা শিশুর মতন।
আহা কি সুন্দর এই মুক্তামালা কর্ণফুল
কি প্রভা করিছে বিকীরণ !
এই হীরকের হার জ্বলে যেন বিস্ফুলিঙ্গ ;
অঙ্গুরীটি সুন্দর কেমন !
শুভ্র এ বাহুতে মোর,— সমুন্নত কণ্ঠোপরে
পরিনু এ অলঙ্কার সব ;
ন'টা বাজিয়াছে এবে, এখনি প্রস্তুত আমি,
আজি রাতে ভুঞ্জিব উৎসব !

(কিছুকাল নীরব থাকিয়া)

গত বর্ষ শীতকাল— কিন্তু কেন বৃথা আমি
জাগাই সে অমঙ্গল স্মৃতি ?

ঠিক্ এই সময়েতে,— ঠিক্ এ মুহূর্ত্ত-মাঝে,
করিয়াছিলাম অবস্থিতি,
সমস্ত রজনী আমি কোন এক হতভাগ্য
রণাহত সৈনিকের সাথে ;
মূর্ত্তিমান ধৈর্য্য সেগো, ছাড়ি দেছে যেন হাল
—অকাতরে অদৃষ্টের হাতে !
সহসা বৈদ্যের মুখ হ'ল যবে অন্ধকার
মুমূর্ষু বুঝিল, শীঘ্র হবে তার শেষ।
আরো কিছুকাল পরে পুরোহিত এল যবে
জীবনের আশা আর না রহিল লেশ।
পুরোহিতে দেখিয়া সে করিল অভিবাদন
যথারীতি সৈনিক-ধরণে ;
রাখিল ধর্ম্মের মান সরল সৈনিক সেই
ধর্ম্ম কথা শুনিয়া শ্রবণে।
সেই রাত্রি, আহা তার জীবনের শেষ রাত্রি ;
ছিল মোর জাগিবার পালা ;
বলিল আমার কষ্টে— যে কথা স্মরিয়া তার
উঠেছিল জ্বলি' মনো-জ্বালা ;
"নির্ব্বাচিত হয়ে যবে সৈন্য-দলভুক্ত হয়ে
এনু এই ভীষণ সংগ্রামে,

পিতা মাতা উভয়েরে ছাড়িয়া আসিয়াছিনু
শত্রু-সাথে মোদের সে গ্রামে।
শত্রু-সৈন্য সে সময় ছিল বসি' পূর্ব্ব হ'তে
সে গ্রামটী করি' অধিকার ;
না জানি গো কত দিনে যাইবে সে গ্রাম ছাড়ি',
সেই সব দস্যু দুরাচার !"
এখনো দেখিছি যেন— মুমূর্ষু সৈনিক সেই
করিতে করিতে বরণনা,
অধর দংশন করে, ক্ষীণ হস্তে মুঠা ধরে
চোখে ছোটে যেন অগ্নি-কণা !
বলিতে লাগিল সে গো আকুল নিশ্বাস ফেলি'
—বরষিয়া অশ্রুবারি-ধার :—
"গ্রামটি ছাইয়া গেছে শকট, বাহন, যানে,
স্থানে স্থানে অস্ত্র স্তূপাকার।
সমস্ত করিছে ধ্বংস, সন্ধি হইয়াছে, তবু
শত্রুসম করে ব্যবহার।
কষ্টের নাহিক সীমা, আরো বাড়ে, যত দিন যায়।
ঘোড়-সোয়ারের দল পথে পথে ছুটিয়া বেড়ায়।
শত্রু-সেনা করে বাস গৃহস্থের প্রতি ঘরে ঘরে ;
কেহ আসে ঘুমাইতে, কেহ আসে পানাহার তরে।

কেহ বা আইসে সেথা ঘোড়ায় করিতে ডলামলা ;
কেহ আসে আক্রমিতে রূপবতী কোন কুলবালা।
কেহ করে ধূমপান শোকাকুলা গৃহকর্ত্রী
মাতাদের চোখের সম্মুখে ;
গৃহের দুয়ারে কেহ মাজে ঘসে তলোয়ার
জয়-গান গায়ি' মন-সুখে !"
সৈনিক বেচারা আহা বলিতে লাগিল তোড়ে
বাগ্মীর মত যেন জ্বরের খেয়ালে ;
দেখে কল্পনা-চোখে :— "টাঙান রয়েছে গৃহে
স্বদেশের বীর-চিত্র ঘরের দেয়ালে।
চিত্রের সম্মুখে আসি' শত্রুদল হয়ে জড়
লঘু চিত্তে করিছে বিদ্রূপ হাসাহাসি ;
পলিত ধবল-কেশ বৃদ্ধ পিতা মাতা মোর
কেমনে সহিবে এই অপমান-রাশি ?"
সেই সে অপরিচিত মৃত সৈনিকের কথা
কি জানি সহসা কেন আইল স্মরণে ;
আকুল করিল হৃদি, স্তম্ভিত হইল চিত,
মগন হইনু যেন গভীর স্বপনে !
বলিয়াছে ঠিক্ কথা, স্বদেশের ধনরত্ন
যত দিন না হবে নিঃশেষ,

ঘৃণিত দেশের শত্রু তত্তদিন রবে বসি,'

কিছুতেই না ছাড়িবে দেশ।

ধনরত্ন ?—সত্য বটে বিজয়ী বিদেশী দস্যু

চুক্তি করে মুক্তিপণ দেশ-বুকে বসি' ;

বিপুল সে অর্থরাশি! কেমনে জুটিবে ইহা ?

(আয়নায় মুখ দেখিয়া)

আহা! কিন্তু আমা-সম কে আছে রূপসী!

সাজিয়াছি কি সুন্দর! ভুলিয়া গিয়াছি, ওহো!

যেতে হবে নাচের উৎসবে ;

নাচের উৎসবে যাব ? আমিতো গো করিতেছি

বেশভূষা অতুল বিভবে ;

রত্ন-অলঙ্কার পরি' গর্ব্বিত উন্নত শিরে

যাব বসি সউখীন যানে ;

বসনের সউরভে আমোদিত করি দিক্,

দীপোজ্জ্বল উৎসবের স্থানে।

ওদিকে দেখগো চাহি' কাঁপিছে সমস্ত দেশ

সুভীষণ দাসত্ব-আঁধারে ;

অরাতির রক্ষিদল রাজপথে সগর্ব্বে

—পাহারা দিতেছে চারিধারে।

নিয়ম হয়েছে জারি, নিশীথ-সময়ে দীপ,
নিভাইবে গ্রামবাসী-জন।
দেশের সৈনিক কোন হয়তো চলিছে পথে
হৃদে রোষ করিয়া পোষণ ;
বিদেশী দেখিলে কিন্তু সেলাম করিতে বাধ্য,
এমনি গো কঠিন শাসন !
যাবনা উৎসবে তবে ; এই কি যথেষ্ট হবে ?
আরো কি কর্ত্তব্য মোর নাহিক বিশেষ ?
মুমূর্ষ্ সৈনিক সেই জানিতে উৎসুক ছিল
বিদেশীরা কতদিনে ছাড়ি যাবে দেশ।
দেশের দুহিতা কোন নাচের উৎসবে যায়,'
তবে কি জনমভূমি হয়েছে উদ্ধার ?
সৈনিকের প্রেত-আত্মা জিজ্ঞাসিলে এই কথা
কি উত্তর দিব আমি তার ?
বুঝেছি কর্ত্তব্য এবে, নাহি আর চিত্তমাঝে
সংশয়ের লেশ ;
(তাড়াতাড়ি রত্নালঙ্কারগুলি আবার পেটিকায় পূরিয়া)
সাধের ভূষণ তোরা ! পুন এই কারাগারে
কররে প্রবেশ !

এবে শুধু অলঙ্কারে রূপ ভারাক্রান্ত হবে,
আর এতে কি কাজ বলনা?
ওরে রে মুকুতারাজি? তোদের ভগিনী অশ্রু
—কর্ এবে তাদের সান্ত্বনা!
যারে মরকত মণি! নীলকান্ত, পদ্মরাগ!
যারে তোরা সব যারে!
যারে তুই সাধের হীরক্!
তুয়া-বিনিময়ে যদি একটি চাষারো গৃহে
স্বাধীন-প্রদীপ জ্বলে
তবে মোর জীবন সার্থক!
এখন যাইব আমি; হাঁ আমি যাইব সেই
নাচের উৎসবে।
শোক-বলে হয়ে বলী সাজিয়া গো সুপবিত্র
শোকের বিভবে॥
জননি জনমভূমি! অতুল রূপসী তুই—
ছিলি আগে রাজরাণী
এবেরে পথের কাঙালিনী!
তোরি মত দীন বেশে যাব আমি সে উৎসবে;
বিস্ময়ে সুধাবে সবে
—"এই বেশে কেন হেথা ইনি"?

আমি শুধু বলিব, সে সুবিস্মিত সভাজনে :—
দেশ চেয়েছিল অর্থ
—অর্থ আমি দিয়াছি তাহারে ;
মণি-মুক্তা অলঙ্কার কিবা তাহে প্রয়োজন?
মাতৃভূমি থাকে যদি
দাসী হয়ে দাসত্ব-আঁধারে!

কর্ত্তব্য সাধন কর।*

(ফরাসী কবি কপ্পে হইতে)

বন্দর-ভূমির উপর একটী সুসজ্জিত পান্থনিবাসের ছাদ। রঙ্গমঞ্চের দূর-পশ্চাতে, সমুদ্রের দিগ্‌বলয় ও জাহাজের মাস্তুলাদি পরিদৃশ্যমান। যবনিকা উত্তোলিত হইবামাত্র শোক-বসনা কোন জননী আসীনা। ১৪ বৎসর বয়স্ক পুত্র সেও শোক-বসন পরিয়া মাতার নিকট দণ্ডায়মান।

---

* গত ফরাসী-জর্ম্মান যুদ্ধের ঘটনা লইয়া এই নাটিকাটি রচিত। এইনাটিকায় অভিনয়ে শ্রীমতী সারা-বার্ণাট্ মাতার ভূমিকা গ্রহণ করেন।

১ দৃশ্য।

মাতা ও পুত্র।

পুত্র।

যাবে মাগো দেশান্তরে?

মাতা। হাঁরে বাছা, ছাড়ি যাব দেশ।

পুত্র।

কি মজা! ভ্রমণে যাব!

মাতা। যথেষ্ট রে সহিয়াছি ক্লেশ।

এ কয়েক মাসে যেন দশ বর্ষ বাড়িল বয়েস!

আছে কিছু সংস্থান —তাহে মোর নাহি চিন্তা লেশ।

আজি রাতে যাব মোরা "মার্কিনে," চড়িয়া জাহাজ,

মোর আশা নহে মিথ্যা, নিশ্চয় পাইবি সেথা কাজ।

কিন্তু আমি মরিব রে ভয়ে ভয়ে, যদি থাকি হেথা;

চল্ তবে, যাই বাছা,

পুত্র। তাহ'লে কি সুখী হবে মাতা?

মাতা। এমনি আশাতো করি।

(পুত্রের সমুদ্র দেখিতে মাতার নিকট হইতে দূরে গমন, মাতা তাহার দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া)

হায়! এ যুদ্ধের মুখে ছাই!

এই যুদ্ধে পিতা তোর —মরিলা জানি না কোন্ ঠাঁই।
আর, তুই প্রাণাধিক! —নিষ্কলঙ্ক সুন্দর এমন—
তোরো হবে সেই দশা হ'ল তোর পিতার যেমন!
জন্মভূমি! কত ভাল বাসিতাম তোরে হায় হায়!
তোর ওই মিষ্ট ভাষা আহা কি মধুর রসনায়?
ওই ভাষা ছিল মোর যৌবনের প্রণয়-ভাষণ,
ও ভাষায় বৎস মোর মা বলিয়া ডাকিল প্রথম!
হায় হায়! কিন্তু এবে বলিতেছি তোরে মা নিষ্ঠুর,
—মনে হয়, তোর নভ অন্ধকার, সমীরণ ক্রূর!
তুই যে করিলি ওরে! গতিহীন বিধবা আমায়
আর, এই সবে-ধন একমাত্র পুত্র মোর তায়।

পুত্র।

সিন্ধু কি সুন্দর আহা! হবে তাহে সুদীর্ঘ ভ্রমণ!
বেশ মজা!—ওই ধোঁয়া দেখা যায় মেঘের মতন!
— বৃহৎ জাহাজ-খানা!

মাতা। ও যে বাছা বাষ্পযন্ত্র-তরী
আসিছে ফিরিয়া হেথা।

পুত্র। সিন্ধু কি সুন্দর আহা মরি!
—না না মা, বোকাই হয়, দেখিনু সে জাহাজ হোথায়;

বলিল খালাসী এক —"উঠে বায়ু বা'র-দরিয়ায়।"
কাঁপিছে দেখনা ওই 'নিশানের যত ফিতাগুলি,
—তা-সহ নিশান যত —রজ্জু হতে আছে যাহা ঝুলি'।
দো-আঁশ্‌লা কাফ্‌রী কালো ধবল পটের নীচে-দিয়া
গেল চলি; সুচটুল কপি-সম খালাসীর মিঞা!
নাম্বিছে মাস্তুল-বাহি'; সমস্ত সে বন্দর ব্যাপিয়া
রয়েছে মালের গাঁট্, ফল-রাশি, আর কত টিয়া।
—আলকাতরার গন্ধ— কাঁপে পাল ফুর্‌ফুর্ করি';
আনন্দে দেখিনু আমি কালো রঙে আঁকা পটোপরি
সুস্পষ্ট অক্ষরগুলি —আমেরিক-প্রদেশের নাম
"ব্রেজিল," "লা প্লাটা," "লিমা," "ভাল্ পেরেজো"—
আরো কত স্থান।
কি মজা সমুদ্রে যাওয়া! আমি মা বিপদে নাহি ডরি,
খুব বেশি হয় যদি —হব মোরা শুধু ভগ্ন-তরী!
হোক্ না তুফান ঘোর —উত্তাল তরঙ্গ-বিস্তার,
সেতো মা আরো গো ভাল —আমি তোমা করিব উদ্ধার।
"রবিন্‌সন্ ক্রুসো"-সম লভি' আমি সাগরের তীর
বানাব মা তোমা-তরে সেই মত পাতার কুটীর;
রব সেথা মোরা দোঁহে অতি সুখে একলা বিজন,
ও গো মা! তেমন সুখ হেথা তুমি পাওনি কখন।

কেননা, দেখি যে হেথা জনপূর্ণ লোকের সমাজে
কি এক বিষাদ ঘোর রহে সদা তব হৃদি-মাঝে!

মাতা।

বাছা ওরে!

(স্বগত) এ বয়সে ভুলে যাওয়া সহজ কেমন!

(প্রকাশ্যে)

আয় বাছা, করি এবে জাহাজের নিকটে গমন।

পুত্র।

যাই আমি দৌড়িয়া;

মাতা। দেরে আগে একটি চুম্বন!

(মাতাকে চুম্বন দিয়া প্রস্থান)

২ দৃশ্য।

মাতা।

মাতা।

আমি যদি নাহি হই সুখী গিয়া সুদূর প্রবাসে,
অন্ততঃ বাছাটি মোর হবে সুখী—যাব সেই আশে।
মাতৃভূমি—সেতো শুধু লোকদের অন্ধ সংস্কার,
তার তরে কেন মিছে স্কন্ধে লই বিপদের ভার।
সেই ভূমি—যে হরিবে বাছারে এ আসন্ন সংগ্রামে,

নিঠুর হইয়া যেগো খাদ্য-রূপে দিবেরে কামানে!
তবু ওরে মাতৃভূমি! তোরি নাম করিয়া গ্রহণ
সেই বীর পতি মোর রণেভূমে ত্যজিলা জীবন।
তিনি যদি দেখিতেন যাইতেছি ছা'ড়ি নিজগ্রাম
যেথায় গো এতদিন করিলাম সুখে অবস্থান,
—আর এবে শোক-বেশে সপ্তসিন্ধু করি' অতিক্রম
পুত্র লয়ে যাইতেছি করিবারে ভাগ্য অন্বেষণ,
—সর্ব্বনাশ!—তাহা হলে হয়ে তিনি রক্তে-রক্তময়
—ওঃ! সে ভীষণ স্বপ্ন— ভাবিতেও মনে হয় ভয়।
কিন্তু আমি মাতা যে গো —যা' ভেবেছি উত্তম তাহাই,
পুত্রেরে বাঁচানো ছাড়া কর্ত্তব্য অন্য কিছু নাই।
জিজ্ঞাসি যদ্যপি আমি চুপি চুপি অন্তর-আত্মায়,
এ মাতৃ-হৃদয়-ভাবে অন্তর-আত্মাও দিবে সায়।
শুধায়ে গিয়াছে মোর হৃদয়ের ভাব আর সব,

(রঙ্গমঞ্চের দূর-পশ্চাতে গুরুমহাশয়কে দেখিয়া)

এসো এসো তুমি মোর পতি-সখা পুরাণ বান্ধব!

৩ দৃশ্য।

মাতা ও গুরুমহাশয়।

গুরু। যাইতেছ ?

মাতা। আজিরাতে।

গুরু। আর, পুত্র ?—

মাতা। সেও সঙ্গে যাবে।

গুরু।

শোন বলি, আছে ক্ষুদ্র পাঠশালা গ্রাম-প্রান্তভাগে ;
ক-খ শিক্ষা দেই সেথা যত সব কৃষক-সন্তানে ;
সরল-হৃদয় অতি, পরনিন্দা নাহি তারা জানে ;
কিন্তু শুনিল গো যবে —তুমি দূরে করিছ প্রয়াণ,
তাদের সাথীটি লয়ে, যাইতেছ ছাড়ি এই গ্রাম ;
প্রত্যাসন্ন বিপদের অন্ধকার করিয়া দর্শন
তাদের খেলার সাথী শত্রু-হতে করে পলায়ন ;
তখন তাহারা সবে —শুনিবে কি, বলিল যে কথা ?—
বলিল—"সে পলাতক" —সৈন্যদলে পলাতক যথা।

মাতা। শোনো বলি—

গুরু। সত্য বটে তব পুত্র বালক এখন ;
যা ইচ্ছা করাতে পার ; কিন্তু এ কি তোমার ধরম

লয়ে যাওয়া দূরদেশে না লইয়া সম্মতি তাহার ?
জানায়েছ কিগো তারে যাহা কিছু আছে জানাবার ?
স্নেহের দুলাল তব তোমা-কাছে জানিয়াছে কিবা
—কারে বলে মাতৃভূমি, —কারে বলে স্বদেশের সেবা ?
জানে কি এ যুদ্ধ-কথা ? —শত্রু-পরে মোদের যে দ্বেষ ?
জানে সে কি শত্রুগণ লইয়াছে দুইটি প্রদেশ ?
জানে সে কি, শত্রুগণ দেছে ভাঙি আমাদের অসি
জানে সে কি পিতা তার মরিয়াছে রণভূমে পশি ?

মাতা।

হাঁ গো হাঁ ; আরো সে জানে, তার পরে কত ভালবাসা ;
জীবন-সর্ব্বস্ব সে যে —সে যে মোর একমাত্র আশা।
ছিনিয়া লইলে তারে হবে মোর নিশ্চয় মরণ ;

গুরু। ও কি কথা ? জননি গো !

মাতা। সেই রাত্রি আছে কি স্মরণ
—কাঁদিনু তোমার কাছে ; সেই ঘোর সংগ্রামের শেষে,
দেশের সৈনিক এক —বন্দী হয়ে যায় শত্রু-দেশে—
পাঠাইল মোর কাছে পতির সে সম্মান-ভূষণ,
আর সেই কথাগুলি —তাঁর সেই অন্তিম বচন।
আছে কি স্মরণ তব, সেই রাত্রি আশ্বিনের মাসে
—যাহার শয়ন-কক্ষে, জাড্য-ভরে সুপ্ত শিশু-পাশে,

প্রার্থনা করিনু আমি দেব-পদে পরাণ ভরিয়া,
বলিলাম "দয়াময়! রাখ ওকে করুণা করিয়া,
আমা-তরে"—

গুরু।

আমি ভেবেছিনু বুঝি —প্রতিশোধ তরে;
ওই একমাত্র কথা —জাগে যাহা দেশের অন্তরে।

মাতা।

না গো না, রয়েছে দেশ পতি মোর—আর কিবা চায়;

গুরু। না, তুমি পাবে না যেতে।

মাতা। আজি রাতে হইব বিদায়।

গুরু। ভীরুতা সে!

মাতা। শোন বলি, আমি নহি রোমক ললনা

গুরু।

দেখো পরে এর লাগি করিতে গো হইবে শোচনা

মাতা। শোনো বলি, আমি মাতা;

গুরু। মাতা কি নহেন জন্মস্থান?

মাতা।

সে মাতা চাহেন যে গো আপনার সন্তানের প্রাণ।

গুরু।

পরাণ না দিলে পুত্র কে শুধিবে মাতৃ-অপমান

মাতা।

তাই বুঝি কাটাকাটি পরস্পর করিছ সম্প্রতি?

গুরু। পতি তব শুনিছেন বলিছ যা'।

মাতা। হাঁ গো, মোর পতি

বলিছেন, "শীঘ্র যারে! শীঘ্র যারে!" মোর কানে কানে;

গুরু।

এ যে তব পতি-নিন্দা!— এ কথা বলিছ কোন্ প্রাণে?

৪ দৃশ্য।

মাতা, পুত্র ও গুরুমহাশয়।

পুত্র। জাহাজ ছাড়িবে শীঘ্র— পালগুলি কাঁপে দেখ বায়,

গুরুমহাশয় ওগো! চলিলাম—লইনু বিদায়।

গুরু। বৎস!—বৎস!

মাতা।

শুনিও না গুরুর কথা, বলিবেন উনি

যেও না জাহাজে এবে কর কাজ মোর কথা শুনি"

দূর-দেশ" বলি" উনি তোরে বাছা দেখাবেন ভয়,

"[illegible] দেশ যেথা, ছুকলেরো নাহিক নিশ্চয়.

তারপর, উচ্চ কণ্ঠে উচ্চারিয়া স্বদেশের নাম,
মিথ্যা আশা জাগাইতে করিবেন চেষ্টা অবিরাম;
বলিবেন,—"সুখ-সূর্য্য পুন হেথা হবে দীপ্যমান ;
জয়ধ্বনি হবে পুন —বিকম্পিত হইবে নিশান ;
আনন্দে করিবে যাত্রা সৈন্যগণ পুন শত্রুদেশে" ;
নারে বাছা শুনিস্ না এই সব কথা সর্ব্বনেশে।
উনি চান্, স্বপনের হাতে প্রাণ করিস্ অর্পণ।
বড় বড় কথা বলি' করিবেন তোরে উত্তেজন।
নারে বাছা শুনিস্ না ওই সব স্বপ্নময় ভাষা,
থাকে যদি আমা-পরে কিছুমাত্র তোর ভালবাসা।

গুরু।

জননি, বুঝেছ ভুল, ইথে মোর নাহিক সংশয়
সৌভাগ্য, সুখশান্তি পাবে তুমি সে দেশে নিশ্চয়।
যাও তবে ; নভস্তল সুপ্রসন্ন, সাগর সদয় ;
সুবায় বহিছে এবে, শান্ত রহে তরঙ্গ-নিচয় !
যাও তবে ; স্বর্ণখনি পাবে সেথা—কৃষিযোগ্য ভূমি
ধনধান্যপূর্ণ দেশ, সুখস্বর্গ পাবে সেথা তুমি।
সংসারী কাজের লোক —একমাত্র স্বার্থ যার মনে,
তার কাছে দেশ শুধু কৃষিক্ষেত্র—বীজ যেথা বোনে
"পিতৃ পিতামহগের চরণ-পরশ-পূত দেশ"

—এ কথা তাহারা ভাবে বাতুলতা—মূর্খতার শেষ
তাছাড়া, ছাড়িছ কারে ? —যে স্বদেশ শত্রু-পদাঘাতে
লাঞ্ছিত মরমাহত —শৃঙ্খল পড়ে যার হাতে।
পলাও পলাও তবে! পূর্ণ হেথা দুর্ভিক্ষ মড়কে ;
এ দেশে থাকিলে তুমি মনে হবে রয়েছ নরকে।

(গভীর বিষাদ-ভরে)

ঘোর কলি উপস্থিত মোদের এ পুণ্য দেশে এবে ;
অবনতি-পথে সে গো ক্রমশই ধায় মহাবেগে।
এ বেগ থামিবে কভু —ফিরিবে আবার এর গতি,
হ'ব মহাজাতি পুন —জ্ঞানধর্ম্মে হইবে উন্নতি,
—এই এ দুরাশা-স্বপ্ন এই ঘোর উন্মাদ-বিভ্রম
সহসা কে সত্য বলি' হৃদিমাঝে করিবে পোষণ ?
গত যুদ্ধে যে ব্যাপার দেখিয়াছি আমি গো প্রত্যক্ষ
তাহাতে কাহার নাগো অশ্রুজলে ভাসি যায় বক্ষ ?
সে-সব কঠোর সত্য প্রকাশিব ছাত্রদের কাছে
—যে বিষম দলাদলি চলাচলি হয় দেশমাঝে!
স্বদেশের গুপ্ত শত্রু স্বদেশেরি লোক নীচপ্রাণ,
বিদেশের পদে তারা স্বদেশেরে করে বলিদান।
রাজধানী অবরোধি' শত্রুগণ যবে হ'ল শ্রান্ত

বলাবলি করে "ওরে! রাক্ষসীটা এখনো যে জ্যান্ত"
অবরোধ ছাড়ি দিয়া যাবে চলি' হেন মনে হয়
—গৃহ-যুদ্ধ* বাধিল গো পুরীমাঝে এমন সময়।
স্বদেশের একদল —উন্মত্ত যতেক বর্ব্বর
না জানে স্বদেশ যারা, আর যারা না মানে ঈশ্বর—
আনিল বিপ্লব ঘোর ছারখার করি' সর্ব্বস্থানি,
হত্যা করি' পরস্পরে উঠাইল লোহিত নিশান;
এদিকে শত্রুর দল সন্নিহিত শৈলপরে বসি,
আমোদ আহ্লাদে রত —কাণ্ড দেখি' করে হাসাহাসি।

পুত্র।

থামো থামো গুরুদেব শুনি' মোর বড় লজ্জা হয়।

গুরু।

না না বৎস, যায় নাই এখনো গো কাজের সময়।
কখন কখন রোগ উঠে যবে চূড়ান্ত সীমায়,
আপনা আপনি তাহা আরোগ্যের অভিমুখে ধায়
দেখা যায় যুবাদের বৃথাগর্ব্ব—বৃথা আস্ফালন
—সে বিস্ফোটকে আমি করিব গো অস্ত্র সঞ্চালন।
যখন দেখিব, তারা শুনি' এই কলঙ্কের কথা
লজ্জিত, তখনি আমি শুনাইব সান্ত্বনা-বারতা।

* Red-republican ও Communist দলের সহিত।

বলিব তাদের আমি :— এ ভীষণ যুদ্ধের সময়
দরিদ্র সৈনিক কত বীরত্বের দিল' পরিচয়।
অনশনে মৃতপ্রায় তবু তারা থাকিতে জীবন
শত্রু-পদতলে কভু করে নাই আত্ম-সমর্পণ;
করেছে কর্ত্তব্য, শুধু মাতৃভূমি মুখপানে চাহি',
বক্ষে'অস্ত্র সহিয়াছে —পৃষ্ঠে কারো ক্ষতচিহ্ন নাহি।
তাদের বলিব আমি সেই নব বীরত্বের কথা,
মাতায়ে তুলিব সবে শুনাইয়া স্বদেশের ব্যথা;
উত্তেজিব ঘৃণা মনে, জাগাইব অপমান-বোধ,
প্রস্তুত করিব সবে শেষে যাতে লয় প্রতিশোধ!

পুত্র।

প্রতিশোধ! প্রতিশোধ!

মাতা। ওগো ওগো! কি করিলে তুমি?
ভাবি দেখ ওই মোর সবে মাত্র একটী বাছুনি।
তুমি তো গো জান সব কি কষ্টে মরিল ওর পিতা,
রক্তাক্ত খড়েতে শুয়ে —ঘোষে যবে চৌদিকে বিজেতা।
মার্জ্জনা করিবে মোরে —মার্জ্জনীয় সংশয় আমার
—গিয়াছে গো অধঃপাতে এ জাতি উঠিবে নাকো আর।
উত্তর দেও গো মোরে, কেন চেষ্টা কর তুমি বৃথা?
কোন আশা নাহি মোর

গুরু। জননি গো, শুন মোর কথা।
আমি গো সরল-মতি, ভবিষ্যদ্‌বক্তা আমি নই,
তবু এ বিশ্বাস মোর নিশ্চিত তোমারে আমি কই—
যাহাই হোক্ না কেন, যতই হোক্ না পরাজয়,
স্বদেশ এখনো মোরা উদ্ধারিতে পারিব নিশ্চয়।

মাতা।
কিন্তু এই শিশু মোর—

গুরু। শিশুগণ! তোমাদেরি কাজ;
বলিলাম যেই কথা বটে ইহা অসম্ভব আজ,
এখনো বটে গো দূরে অতি দূরে সেই গম্যস্থান;
বহুকাল ধৈর্য্য চাই আর চাই স্বার্থ বলিদান।
তোমরাই হয়ে যুবা প্রাণ দিবে স্বদেশের তরে,
মেদিনী কম্পিত হবে তোমাদেরি বীরপদ-ভরে!
তখন আমরা বৃদ্ধ —ধবল পলিত কেশ মাথে,
"ধন্য ধন্য" বলি' তোমা আশীষিব বিকম্পিত হাতে।

মাতা।
লঘুচেতা এ জাতিরে তোমারো সন্দেহ হয় তবে?

গুরু।
নব প্রাণ সঞ্চারিব —শিশুর শিক্ষক মোরা সবে।
দেও শিশু তোমাদের —হয় কিনা দেখ বীর তারা;

উদ্ধার করিব দেশ আমরা গো তাহাদেরি দ্বারা।

মাতা।

দেশোদ্ধার, সেতো শুধু মিছা স্বপ্ন, কল্পনা-কাহিনী,
নিতান্তই অসম্ভব !

পুত্র।

শোনোনা মা, কি বলেন উনি।

গুরু।

তাই যদি ইচ্ছা করে সত্যই গো এদেশের লোক,
মতিভ্রম বাতুলতা যদি পারে করিতে বিলোপ,
উদ্ধারিতে পারে যদি আপনারে অজ্ঞান হইতে,
ভাল কথা, ভাল গ্রন্থ, শেখে যদি ঠিক্ নির্ব্বাচিতে,
খোঁজে যদি সুসঙ্গত স্বাভাবিক উন্নতির মার্গ,
নিয়ম সংযম মানে, না বাধায় বিপ্লব্-উপসর্গ,
প্রকৃত যে স্বাধীতা —সেই পথ যদি তারা ধরে
—নিজের সম্মান রাখি' বিতরিয়া সম্মান অপরে—
করে যদি সযতনে জাতীয় দোষের সংস্কার,
তবেই পারিবে হ'তে অগ্রগণ্য জগতে আবার।
সত্য বটে, ফলবতী শুভ শান্তি করিতে স্থাপন
আবার করিতে হবে ঘোরতর যুদ্ধ আয়োজন।

সে ঘোর বিষম যুদ্ধে বিকম্পিত হবে ইউরোপ,
কেননা, "ফুঁ-দিয়া" শুধু নাহি হয় বিঘ্নের বিলোপ।
সাধিতে এ কার্য্য কিন্তু একমাত্র আছে গো উপায়,
—সিপাহি হইতে হবে পুরবাসী প্রত্যেক জনায়।
সমস্ত সমগ্র দেশ হবে এক সৈন্য-পরিবার,
এক-ই কর্ত্তব্য-বোধে কাঁপিবে গো হৃদয় সবার।
জমিদার কর্ম্মকার পরস্পরে হবে গলাগলি,
মহারাজা চাষা-প্রজা করিবেক কথা বলাবলি।
এক-ই তাঁবুতে বাস, পানাহার হবে একস্তরে,
দেখা শুনা বাক্যালাপ সরবদা হবে পরস্পরে।
সেই মহাসৈন্য যবে সু-নেতার হইয়া অধীন,
দৃঢ় নিষ্ঠা, স্বার্থত্যাগ প্রদর্শন করি' অনুদিন,
শ্রম-কার্য্যে সুপ্রসন্ন, পরিতুষ্ট রহিয়া বন্দুক,
পরস্পরে তুষিবারে পরস্পর সদাই উন্মুখ
—দৃঢ়পদে, শান্তভাবে নীরবে চলিবে সারি-সারি,
তখনি মা জন্মভূমি! সুনিশ্চিত বিজয় তোমারি।
ছাড়িয়া শোকের বাস জয়নাদ তুলিয়া গগনে,
প্রচণ্ড প্রবাহ-সম প্লাবি' দেশ নিজ সৈন্যগণে,
মহিমা-মণ্ডিত তব সেই সে "তেরঙ্গা" পতাকায়
আবার স্থাপিবে তুমি তোমার সে প্রাচীন সীমায়!

পুত্র।

ঠিক বলেছেন উনি; দেখ মা, দিও না মনে স্থান

নিরাশার কুমন্ত্রণা

(গুরুমহাশয়ের প্রতি) হেথাই করিব অবস্থান।

মাতা। (গুরুমহাশয়ের প্রতি)

হায় হায়! করিলে কি?

গুরু। করা চাই কর্ত্তব্য-সাধনা।

মাতা। (পুত্রের প্রতি)

নিষ্ঠুর বৎস ওরে! তুইও কি তাহাই চাস্?

পুত্র।

(মাতার গলা জড়াইয়া ধরিয়া) হাঁ মা!

মাতা।

আচ্ছা ভাল, তাই হোক্ ঈশ্বরে করিনু সমর্পণ,

বাছারে করুন রক্ষা!

গুরু। —দেশটিকে করুন রক্ষণ।

অসির ফসল।

(ফরাসী কবি কপ্পে হইতে)

"লোয়ার"-নদীর ধারে আছে ক্ষুদ্র কোন এক গ্রাম,
সেথা দিয়া যায় চলি' অশ্বারোহী কুমারী "জোয়ান"।*
বলে গ্রামবাসীগণে, "অস্ত্র লয়ে চল্ সবে চল্" !
গ্রামের মোড়োল এক —পিছে যার ভীত বৃদ্ধ-দল—
উত্তর করিল, "দেখ, দীন দুঃখী লোক সব এরা,
—ইংরাজ করিল বধ যারা ছিল আমাদের সেরা।
এসেছিল তারা কাল ; টাল্‌বটের † তুরঙ্গের খুর
মোদের সন্তান-রক্তে হইয়াছে সিক্ত ভরপুর।
মোরা যারা আছি বেঁচে —অনাথ, বিধবা বৃদ্ধ যত ;
মোদের সমাধি-স্থানে পোঁতা গেছে নব "ক্রুশ" কত !"
কিন্তু সে কুমারী বীর চাহি' তীব্র বিস্ময়-গরবে
বলি উঠে, "বালবৃদ্ধ যে আছিস্ আয় তোরা সবে"
মোড়োল বলিল পুন অশ্রুজলে ভরিয়া নয়ন,
"হায় হায় ! শত্রু যে গো শস্ত্র সব করেছে হরণ

---

* Joan of Arc.

† ইংরাজ সেনাপতি।

—কুঠার, বল্লম, অসি আর ছিল যত ধনুর্ব্বাণ।
আমাদের খুব ইচ্ছা তব সাথে কল্পিগো প্রয়াণ,
কিন্তু যে গো আমাদের সামান্য ছুরিটিও নাই,
কেমনে বলগো তবে তোমা-সাথে মোরা যুদ্ধে যাই ?"
তখন কুমারী বীর বসি তাঁর অশ্বের আসনে,
করযোড়ে ভগবানে প্রার্থনা করিলা একমনে।
পরে বলিলেন পুনঃ "এই মাত্র বলিলে না তুমি
ক্রুশে ক্রুশে পরিপূর্ণ তোমাদের সমাধির ভূমি" ;
—"হাঁ গো আমি বলিয়াছি" ; —"আয় তবে সমাধির স্থানে" !

সমস্ত গ্রামের লোক হ'ল জড়ো তাঁর আহ্বানে;
—তার মাঝে অনেকেই অনুতপ্ত অপ্রতিভ লাজে—
তখন কুমারী বীর চালাইয়া শ্বেত অশ্বরাজে
আইলা শ্মশান ভূমে ; করিলেন আবার প্রার্থনা ;
শুনিলেন অন্তর্যামী —বলিল যা' সে বীর ললনা!
কুমারী দেখিলা, পূর্ণ ক্রুশ-কাঠে শ্মশান বিশাল
—প্রতি ক্রুশ বিরচিত তাড়াতাড়ি কাটি' দুই ডাল—
সহসা গো অলৌকিক কাণ্ড এক ঘটে যে শ্মশানে,
—যত ছিল ক্রুশ-শাখা পরিণত হইল কৃপাণে।
ঝিকিমিকি করে অসি লাগি' তাহে সূর্য্যের কিরণ;

কবর যতেক ছিল   লভি' যেন সহসা চেতন
বলে, "লও এই অসি   —পাইয়াছি ঈশ্বর-আদেশ,
এই সব অসি লয়ে   উদ্ধার করহ নিজ দেশ"।
বিস্মিত গ্রামের লোক   লুটাইল কুমারীর পায় ;
তখন বলেন তিনি,   "অস্ত্র ধরি আয় সবে আয়!
আমা-দিয়া ভগবান   ঘুচাবেন তোদের যাতনা
জানিস্, এরাজ্য'পরে   আছে তাঁর অশেষ করুণা"।

অশ্রু।

(কপ্পে হইতে)

পঞ্চাশ বরষ মোর হইল আসন্ন ;
ভাল তাই হোক্, পরমেশ তুমি ধন্য!
কিন্তু এই একমাত্র ভাবনা আমার
—বয়োবৃদ্ধি-সহ পাছে কমে অশ্রুধার।

যাহোক্, এখনো ব্যথা পায় মোর প্রাণ ;
এখনো নিজের কাছে হারাইনি মান ;

এখনো ব্যথিত হই অপরের দুখে,
—তীব্র শেল সম বাজে এখনো গো বুকে।

কোথা হায়! উচ্ছ্বসিত উৎস করুণার
—বক্ষ হতে উঠিত যা' নয়নে আমার!
আসিল কি বার্দ্ধক্য এহেন সীমায়
যখন সে উৎস মোর হ'ল শুষ্ক প্রায়!

বন্ধুদের দুঃখ দেখি' আর কি এখন
আঁখি মোর করিবে না অশ্রুবরিষণ?
যে অশ্রু সান্ত্বনামৃত করে প্রশমন
—কি নিজের, কি পরের—সকল বেদন।

এমন কি, গত কল্য আমি গো যখন
করিনু সে দীনজনে ভিক্ষা বিতরণ
—কাঁপিতেছিল সে যবে শীতে নগ্নপ্রায়—
করিনু অভ্যস্ত দান না গলি' দয়ায়!

আবার সে দিন, কোন বিপত্নীক জন
করিল আমায় যবে দুঃখ নিবেদন,
না ঝরিল অশ্রুবিন্দু শুনি' তার কথা
তাহার ব্যথায় আমি না পাইনু ব্যথা।

সত্যই কি অসাড়তা আসে হৃদি-পরে
বার্দ্ধক্যে যতই দেহ নুয়াইয়া পড়ে ?
আপনি আপনাতেই হয়ে তন্ময়
চলিব কি নতশিরে বিশুষ্ক হৃদয় ?

না, না, ধিক ! সে তো প্রায় আধেক মরণ।
নিঠুর প্রকৃতি ! তোর কঠোর নিয়ম
কে পারে খণ্ডাতে !—তবু আছে অভিমান
রাখিতে পারিব আর্দ্র মোর এই প্রাণ !

গলিত পলিত কেশ—বলিত রেখা-পাঁতি
—সে সব অম্লানে আমি ল'ব মাথা পাতি ;
কিন্তু যেন হে বিধাতঃ ! বার্দ্ধক্যে আমার
না শুখায় নয়নের অশ্রু বারিধার !

কেননা, এ ভবে কেহ নহে ঘোর কুৎসিৎ
কিম্বা ঘোর পাপী ;
সেই ভাবে দেখে শুধু আত্মম্ভরীর শুষ্ক
অশ্রুহীন আঁখি।

অশ্রু সে পরশমণি, তারি তো গো বিমল পরশ
বিশ্বেরে করিয়া তোলে রূপান্তর, নবীন, সরস !

রাত্রি-জাগরণ।

(ফরাসী কবি কপ্পে হইতে)

(১)

প্রিয়তম ভাবী পতি গেল যবে চলিয়া সংগ্রামে
"ইরেন" সুধীর শান্ত —বিন্দু অশ্রু নাহিক নয়ানে,
ইরেন সুশীলা বালা পবিত্র-চরিত সুবিমল,
পরে' কৃষ্ণ শোক-বাস ; রাখে বক্ষে ক্রুশটি কেবল,
তেয়াগিল অলঙ্কার, বীণাটিরে করিল বর্জ্জন ;
কেবল অঙ্গুলে তার অঙ্গুরীটি করিল ধারণ—
যে অঙ্গুরী স্মৃতিরূপে "রজে" তারে করে সমর্পণ !
কোনো বসন্তের রাতে স্মর-বাণে হয়ে হতজ্ঞান
সেই যুবকের হাতে সঁপে বালা হৃদি-মন-প্রাণ।
সে রাতের স্মৃতি-চিহ্ন এই সেই অঙ্গুরীটি তার ;
—ইহাই রাখিল শুধু ত্যজি আর সব অলঙ্কার।
কে কি করে, নাহি দেখে কে কি বলে নাহি শোনে
কাণে

তারি আশে থাকে বসি' চেয়ে থাকে তারি পথ-পানে।
যখন শুনিল "রজে" পরাজয় দেশের প্রথম,
উৎসবের মাঝে তার বজ্র যেন বাজিল বিষম;
একটি ছাড়িল শ্বাস, কিন্তু বীর-পুরুষের ন্যায়
হইয়া তৎপর কাজে প্রিয়া-কাছে লইল বিদায়।
কুঞ্চিত অলক তার একগুচ্ছ করিয়া ছেদন,
কনক-কৌটায় পূরি' বক্ষ মাঝে করিল স্থাপন।
কেহ তারে না পারিল গৃহ-মাঝে রাখিতে ধরিয়া,
তখনি সে গেল রণে ক্ষুদ্র এক সৈনিক হইয়া।
সে যুদ্ধের পরিণাম যা' হইল জানে লোক সব,
কিন্তু সে ইরেন-বালা একাকিনী নিস্তব্ধ নীরব।
প্রতিদিন থাকে বসি' নিজ গৃহ-গবাক্ষের ধারে,
তখন আসিবে ডাক্ এক দৃষ্টে তাহাই নেহারে।
ডাকের পেয়াদা আসে স্কন্ধে লয়ে চিঠির থলিয়া।
—পত্র আর নাহি দেয়, ধীরে ধীরে যায় সে চলিয়া।
যখন ডাকের লোক ক্রমে হয় দৃষ্টির বাহির,
হতাশ হইয়া বালা ছাড়ে শুধু নিশ্বাস গভীর।
পূর্ব্বে সে পাইত পত্র কিন্তু সে গো বহুদিন আর
রজের নিকট হতে পায় নাই কোন সমাচার।
ফরাসী সৈন্যের সাথে রুদ্ধ সে যে "মেজ্" নগরীতে;

কোন পলাতক-হতে
—যুদ্ধে মরে নাই রজে ;
বিদ্রোহী অশ্রুরে বালা
সাহসে করিয়া ভর
ধর্ম্ম কর্ম্মে দিয়া মন
কাঙাল দরিদ্রগণে
যুদ্ধে যার পুত্র হত
তখন সে প্যারিসের
বিষ-ক্ষত-সম যেন
দেশময় হয়ে ব্যাপ্ত
শত্রু-অশ্বারোহী করে
গ্রাম-চিকিৎসক, আর
প্রতি সন্ধ্যা ইরেনের
মৃত্যুর কাহিনী বলে
শত্রু হাতে কে মরিল
কিন্তু তবু ভাবে বালা
মেজ্-নগরীর মাঝে
শেষ পত্রে সে জেনেছে
মনে ভাবে, রজে তার
এইরূপ প্রশ্নের

বালা শুধু পারিল জানিতে
এই কথা করিয়া শ্রবণ
কোনমতে করিল দমন।
কোনরূপে রহে প্রাণে প্রাণে
থাকে সদা ঈশ্বরের ধ্যানে।
দেখিবারে যায় সে নিয়ত,
তত্ত্ব লয় তার বিশেষতঃ।
সুভীষণ অবরোধ-কাল,
শত্রুদের আক্রমণ-জাল
ক্রমে পশে ইরেনের গ্রামে,
লুটপাট্ পার্শ্ববর্ত্তী স্থানে।
তথাকার বৃদ্ধ পুরোহিত
গৃহ-কক্ষে হয়ে উপস্থিত
—মুখে নাহি আর অন্য কথা—
দেয় শুধু তাহার বারতা।
রজে তার আছে নিরাপদে,
সৈন্য-সাথে আছে অবরোধে।
যুদ্ধে রজে হয়নি আহত,
নিরাপদে থাকিবে সতত।
আশা বাণী শুনি' বল পায়

জপ-মালা* হাতে বালা থাকে শুধু তারি প্রতীক্ষায়

(২)

একদিন প্রাতে বালা নিদ্রা হতে চমকিয়া জাগে;
ঘন পল্লবের তলে অদূরে উদ্যান প্রান্তভাগে
শত্রুদল পশি' করে মুহুর্মুহু বন্দুক আওয়াজ;
শিহরিয়া উঠে বালা কিন্তু তাহে পায় মনে লাজ;
তার ইচ্ছা সেও হয় রজে-সম বীর সাহসিক,
তাই এই ভীরুতার আপনারে দিল শত ধিক্‌।
পরে চিত্ত করি' শান্ত পরি' নিজ শোকের বসন,
প্রাত্যহিক পূজার্চ্চনা বিধি মতে করি সমাপন
গৃহ হতে অবতরি' পথ মাঝে দাঁড়াইল আসি,
মুখে শুধু আছে লাগি মধুময় একটুকু হাসি।
"কি হয়েছে ?"—কিছু নয় একটা সামান্ত মারামারি;
সেনাদলে নহে ভুক্ত কতিপয় হেন শস্ত্রধারী
আচম্বিতে আক্রমিল এক দল গুপ্ত-শত্রু দলে,
—সন্ধান লইতে যারা এসেছিল হেথা তলে-তলে।—
এবে তারা করিয়াছে হেথা হতে দূরে পলায়ন,
আবার এখন সব নিস্তব্ধ পূর্ব্বের মতন।
বলে বালা "করা চাই সংস্থাপন যুদ্ধ-হাসপাতাল

* রোমান ক্যাথলিকদের মধ্যে জপ-মালা ব্যবহার আছে।

আহতের সেবা-তরে না করি' বিলম্ব ক্ষণকাল।"
কেন না, দেখিল বালা একজন শত্রু-সৈন্য-নেতা
—গুলি গেছে কাঁধ ফুঁড়ি'— আহত সে পড়ি' আছে সেথা।
উঠায়ে আনিল যবে সেই সে যুবক যোদ্ধ্‌বরে
—পাণ্ডুর, মুদিত-নেত্র— ক্ষত-হতে বেগে রক্ত ঝরে।
ইরেন না শিহরিয়া, না করিয়া মুখে হায় হায়,
যে ঘরে বসিত রঙ্গে আসি' তার পাণি-প্রার্থনায়
—সেই ঘরে সযতনে যুবকেরে করায় শয়ন,
বৃদ্ধ ভৃত্যে রুষ্ট দেখি' ধমকিয়া করিল শাসন।
বাঁধি দিল ক্ষতস্থান আসি' যবে চিকিৎসক পটু,
ইরেন সুধীর শান্ত না প্রকাশি উদ্বেগ একটু
সাহায্য করিল তারে যেন চির-অভ্যস্ত সেবায়।
এদিকে আহত যুবা শুয়ে সেই আরাম-শয্যায়
কৃতজ্ঞতা-পূর্ণ নেত্রে সবিস্ময়ে চাহে তার পানে,
ইরেন শিয়রে তার আছে বসি আনত নয়ানে;
পরে চাহি' ভৃত্য কাছে একটুকু পুরাণো কাপড়
করিল প্রস্তুত তাহে ক্ষত পটি হইয়া তৎপর।
সাক্ষাৎ করুণা যেন —এইরূপে করে আর্ত্ত-সেবা,
যে রমণী সেই দেবী যোদ্ধা-মাঝে ভিন্ন বল' কেবা?

সেই দিন সন্ধ্যাকালে চিকিৎসক আইল আবার,
রোগীকে দেখিয়া বলে চুপি চুপি, "রক্ষা পাওয়া ভার।"
ইরেনের ওষ্ঠাধর হ'ল এবে ঈষৎ স্ফুরিত
বলে বালা "যুবকের মৃত্যু তবে হবে কি নিশ্চিত?"
"নিশ্চিত কেমনে কব? এইমাত্র বলিবারে পারি,
দেখিব করিয়া চেষ্টা যাতে এবে জ্বর যায় ছাড়ি'।
এই ঔষধিতে মোর বহু রোগী করেছি আরাম,
কিন্তু তবু, যদি কেহ রোগী-পাশে বসি অবিশ্রাম
শুশ্রূষা করিতে পারে সারা রাত করি' জাগরণ
তবেই হইতে পারে রক্ষা এই রোগীর জীবন।
"আমিই করিব তাহা" —"তুমি না, তুমি না সুকুমারি,
আছে তব লোকজন" —"বৈদ্যরাজ! তারা যে আনাড়ি।
তাছাড়া রজেও এবে বন্দী হয়ে আছে গো বিদেশে
হয়তো আহত রণে, হয়তো গো কোনো নারী এসে
করে সেথা সেবা তার; তাই বলি, শোনো বৈদ্যরাজ।
শুধিব আমি সে ধার বিদেশীর সেবা করি' আজ।"
"আচ্ছা তাই হোক্ তবে" —বলে সেই বৈদ্য পুরাতন,
"রোগী পাশে বসি' তুমি করো তবে রাত্রি জাগরণ।
শোনো বলি, যদি আসে পুনর্ব্বার জ্বরের আবেশ
নিশ্চয় তাহ'লে জেনো তখনি হইবে সব শেষ।

এই ঔষধি তুমি পিয়াইবে ঘণ্টায় ঘণ্টায়,
কাল পুনঃ আসি' আমি দেখিব, কি ফল হয় তায়।
এই কথা বলি' বৈদ্য গেল চলি' আপনার ঘরে,
ইরেন জাগিয়া রাত থাকে বসি' রোগীর শিয়রে।

(৩)

ক্ষণপরে সেই যুবা ইরেনের পানে ফিরি'
করি' নেত্র অর্দ্ধ-উন্মীলিত
বলে এই কথাগুলি "ভেবে ছিল বৈদ্যরাজ
—আমি বুঝি ছিলাম নিদ্রিত;
কিন্তু শুনিয়াছি সব, সর্ব্বান্তঃকরণে তাই
ধন্যবাদ দেই গো তোমায়,
নিজ তরে নহে তত যত সেই বালা-তরে
যে আছে গো মোর প্রতীক্ষায়।
ইরেন বলিল; "দেখ, হয়োনা উদ্বিগ্ন তুমি,
ঘুমাও—বিশ্রাম প্রয়োজন"।
সে বলিল "নাগো দেবি, একটি গোপন কথা
আগে তোমা বলিব প্রথম।
এক অঙ্গীকারে আমি আছি বদ্ধ, পালিব তা'
এখনিগো মরিবার আগে"।

"যদি গো সান্ত্বনা পাও —বল সেই কথা তুমি
যে কথাটি হৃদে তব জাগে"।
"সেই যুদ্ধে...পাপ-যুদ্ধে... গত মাসে, মোর হাতে
হত হয় এক ফরাশিস্।"
বিবর্ণ হইল মুখ ইরেনের, ঢাকিতে তা'
কমাইল প্রদীপের শিষ্।
পুনঃ আবৃত্তিল যুবা "তোমাদের সৈন্যগণ
ছিল কোনো গড়বন্দি স্থানে,
তাহাদের অকস্মাৎ আক্রমিব বলি' মোরা
আইলাম তাদের সন্ধানে।
গভীর আঁধার রাতে নিঃশব্দে পশিনু মোরা
ঝাউ-বৃক্ষ পরদা-আড়ালে,
দেখিনু, প্রবেশ-দ্বারে প্রহরী সৈনিক এক
পাহারা দিতেছে তৎকালে;
পশ্চাৎ হইতে আমি বসাইয়া দিনু তার
পৃষ্ঠদেশে মোর তলোয়ার,
পড়িল সে তৎক্ষণাৎ, ডাক্ দিবে অন্য জনে
সে সময়ো নাহি ছিল তার।
যে কুটীরে ছিল তারা দখল করিনু মোরা
হত্যা করি' সকল জনায়;

কি ভীষণ সেই দৃশ্য, মৃতদেহ স্তূপাকৃতি,
শোণিতের নদী বহে যায়।”
ইরেন ঢাকিল আঁখি; “বাহিরিনু যবে মোরা
রক্তময় সেই স্থান হতে,
সহসা উদিল শশী বিদারিয়া মেঘজাল,
সে আলোকে দেখিলাম পথে
করিতেছে একজন যন্ত্রণায় ছটফট্‌,
কণ্ঠশ্বাস বহিতেছে ক্লেশে;
—এ সেই প্রহরী সেনা দিয়াছিনু বসাইয়া
অসি মোর যার পৃষ্ঠদেশে।
দেখি কষ্ট হল মোর জানু পাতি’ তার কাছে
চাহিনু করিতে তার সেবা;
সে বলিল, বৃথা এবে... মরিব এখনি আমি
...সেনাধ্যক্ষ?...বল তুমি কেবা?
“ঠিক্‌, আমি তাই বটে; বল’ কি করিতে পারি
এ সময়ে তব উপকার?”
রক্তময় বক্ষ হতে বার করি কৌটা এক
বলে “দিও স্মৃতিচিহ্ন তার।”
“ই...ই...ই...ই” কিন্তু আর কথা নাহি হল শেষ
ফুরাইল অন্তিমের শ্বাস।

নিজ প্রেয়সীর নাম আমার নিকটে যুবা
না পারিল করিতে প্রকাশ।

কনক-কৌটার গায়ে দেখিলাম তাহার সে
কুল-চিহ্ন রয়েছে খোদিত,

তাহার প্রণয়ী জনে ভাবিনু খুঁজিয়া পাব
কোন উচ্চকুলে সুনিশ্চিত।

"এই লও, রাখো ইহা, কিন্তু আগে এই কথা
মোর কাছে কর অঙ্গীকার

—আমার মৃত্যুর পর আমার হইয়া তুমি
লবে এই কর্ত্তব্য-ভার।"

বিদেশী-যুবক হতে ইরেন লভিল যেই
স্বর্ণ-কৌটা রতন-খচিত,

তাহাতে দেখিল সেগো রজের কুলের চিহ্ন
সুস্পষ্ট রয়েছে অঙ্কিত।

দেখিয়া ইরেন-বালা মরমে পাইয়া ব্যথা
অকস্মাৎ হ'ল বজ্রাহত;

বলে তবু বিদেশীরে— "ঘুমাও নিশ্চিন্ত হয়ে,
করিব গো তব কথামত।"

(৪)

আহত যুবক সেই বলি' সে গোপন কথা
নিদ্রা যায় পাইয়া সান্ত্বনা;
এদিকে গো ইরেনের থরথর কাঁপে বক্ষ,
চক্ষে ছোটে অনলের কণা।

নিস্তব্ধ নির্ব্বাক্ হয়ে শিয়রে দাঁড়ায়ে রয়,
নেত্রে নাহি বিন্দু অশ্রুধার;
হত তার প্রিয়তম; হোথা সেই পাপ-অসি;
হেথা সেই কৌটাটি গো তার।

আর সেই কৌটাটিও বিবর্ণ হইয়া গেছে
সিক্ত হয়ে বুকের রকতে;
নিহত করেনি তারে সম্মুখ-সমরে অরি,
বধিয়াছে তারে পিছু হতে।

এদিকে ঘুমায় সুখে সুকোমল শয্যা-পরে
সেই তার ঘাতক নিষ্ঠুর;
ইরেন বলিল কিনা সেই হত্যাকারী জনে
"নিদ্রা যাও করি' চিন্তা দূর!"

একি গো বিধির ফের, যেই জন ইরেনের
পতিঘাতী দারুণ অরাতি,

তাহারি শুশ্রূষা তরে —পুত্র কাছে যেন মাতা—
ইরেন জাগিছে দিবা রাতি!
পিয়ায় ঔষধি তারে নিয়মিত যথাকালে
যাতে তার রক্ষা হয় প্রাণ;
আর ওই হত্যাকারী ঘুমায় বিশ্বস্ত ভাবে
লভি' সুখে আতিথ্যের স্থান।
গুমরিয়া কত রবে, না মানে সংযম আর,
ক্রমে বালা হারাইল বল!
হত্যা-কথা ভাবে যত ক্রমে তার উঠে জ্বলি'
নিদারুণ বিদ্বেষ-অনল।
"যে অসিতে বর্ব্বর বধিয়া পতিরে মোর
সুখশান্তি করিল হরণ,
সেই অসি লয়ে আমি দিব কি বসায়ে বুকে?
—হরিব কি পাপিষ্ঠ-জীবন?
কিসের কর্ত্তব্য মোর কেন আমি দেই ওরে
নিদ্রা, শান্তি, আরাম, আরোগ্য?
ভাঙিয়া ফেলি এ শিশি —কেন যাই বাঁচাইতে
ওর এই পরাণ অযোগ্য?
একবার যদি আমি ঔষধি করিগো বন্ধ,
বাঁচিবে না উহার পরাণ,

ঘণ্টাখানেকের তরে পড়ি যদি ঘুমাইয়া,
কে পারে করিতে ওরে ত্রাণ ?
"ছি ছি ছি; এ পাপ কথা কেন রে আসিল মনে ?"
এই বলি কাঁদিল ললনা ;
মনোমাঝে বুঝাবুঝি চলিতেছে এইমত
হেনকালে আহত সে জনা—
দুঃস্বপ্ন দেখিয়া যেন সহসা জাগিয়া উঠি'
বলে "মরি ঘোর পিপাসায়।"
তখন ইরেন-বালা ইষ্টদেব-মূর্ত্তি-পানে
একদৃষ্টে একবার চায় ;
তারপর শিশি-হতে ঔষধি ঢালিয়া পাত্রে
আহতেরে করিল অর্পণ ;
ঔষধি করিয়া পান আবার মুমূর্ষু দেহে
পুন যেন লভিল জীবন।
তখন ইরেন-বালা বলে ; "প্রভু ! ধন্য তুমি
ভাগ্যে তুমি দিলে এ সুমতি ;
আর একটু হ'লে যেগো আতিথ্য-ধরম লঙ্ঘি'
রসাতলে হ'ত মোর গতি"।
পরদিন প্রাতঃকালে রোগীরে দেখিতে পুন
এল সেই বৃদ্ধ বৈদ্যরাজ ;

দেখিল ইরেন-বালা রোগীর শিয়রে বসি
ঠিক্‌মত করে সব কাজ।
দেখিল, কম্পিত-হাতে পিয়ায় ঔষধি তারে,
শুশ্রূষার ত্রুটি নাহি লেশ;
কিন্তু তাথে সবিস্ময়ে, —মনের উদ্বেগে তার
পলিত হইয়া গেছে কেশ॥

— —

হেথায় ধরণী-মাঝে।

(Victor Hugo হইতে)

হেথায় ধরণী-মাঝে যার যে শকতি
প্রতিজন অন্য জনে করে বিতরণ
—কেহ বা সঙ্গীত, কেহ প্রজ্বলন্ত জ্যোতি,
কেহ বা দেয় গো নিজ পরিমল-ধন।

বিধাতার সৃষ্ট বস্তু আছে যে সকল
পরস্পরে করে দান তারা প্রতিক্ষণে,

কেহ বা মৃণাল দেয়—কেহ বা কমল
—যে যাহার আপনার ভালবাসা-জনে।

ফাগুন আনিয়া দেয় তমাল-শাখায়
মধুর মর্ম্মর-ধ্বনি সরস বসন্তে,
রজনী করে গো দান ঢালি বেদনায়
বিস্মৃতির শান্তিসুধা কাতর ঘুমন্তে।

আকাশ করে গো দান তরুর শাখায়
কলকণ্ঠ সুমধুর নিজ পাখীটিরে,
উষা আসি' করে দান কুসুমে পাতায়
শীতল শিশিরবিন্দু অতি ধীরে ধীরে।

সাগর-তরঙ্গ যবে ব্যথিত-হৃদয়
আসে গো তটের কাছে লইতে বিরাম,
আসিয়া অমনি আর কিছু নাহি কয়,
প্রথমেই করে তারে চুম্বন-দান।

আমি গো দিতেছি তাই তোমারে এখন
নোয়াইয়া দেহ মম শ্রীঅঙ্গে তোমার

এমনি তুমিও সহ !—
থাকো' গিয়া বহুদূরে
লোকালয় করি' পরিহার।
হবে সুখ ?—না রে বাছা ;
—সিদ্ধি-লাভ ?—তা-ও না, তা-ও না।
যা হবার হোক্ বলি'
মন বাঁধো—তবেই সান্ত্বনা।
দয়ার্দ্রা মধুরা হও,
ভক্তি-স্নিগ্ধ ভাল্ ঊর্দ্ধে
কর উত্তোলন।
দিবা যথা নভোমাঝে
জ্বলন্ত রবির দীপ
করয়ে রক্ষণ
—ও-আঁখি-নীলিমা-মাঝে
আপন আত্মার জ্যোতি
করহ স্থাপন।
কেহ নহে সুখী হেথা,
সিদ্ধিলাভ কারো নাহি হয়,
সকলেরি পক্ষে কাল
অসম্পূর্ণ জানিবে নিশ্চয়।

কাল সে তো শুধু ছায়া,
আর বাছা, মোদের জীবন
সে-ও তো রে ছায়াময়,
ছায়াতেই তাহার গঠন।
নিজ-নিজ ভাগ্যে দেখ
সকলেই ক্লান্ত—বীতরাগ
সুখ-লাভ-পক্ষে হায়!
সবাকারি সকলি অভাব
—তাও সে সামান্য কিছু
যাতে যার গাঢ় অনুরাগ।
সেই সে "সামান্য-কিছু"
যাহা সবে খোঁজে হেথা,
যার তরে প্রাণের পিয়াস
—সে একটি কথা শুধু,
একটুকু নাম, অর্থ,
একটি কটাক্ষ, মৃদু-হাস।
রাজা মহারাজা যিনি
আমোদে অভাব তাঁরো
হয় প্রেমাভাবে।
একবিন্দু জল-বিনা

অনন্ত সে মরু-হ্রদে
সদা ক্ষোভ জাগে।
মানব বৃহৎ কূপ
যত কেন দেও না ভরিয়া
তাহার শূন্যতা নিত্য
আরম্ভে' গো নূতন করিয়া।
চিন্তাশীল মহাজ্ঞানী
দেবসম যাঁহারা পূজিত,
সেই সব মহাবীর
যার বলে আমরা শাসিত,
সেই সব খ্যাত-নামা
যার নামে দিক্ উদ্ভাসিত
—ক্ষণেক, মশাল-সম
জ্বলি উঠি' অগণ্য শিখায়,
কিঞ্চিৎ ছায়ার তরে
শেষে আসি' শ্মশানে মিলায়।
প্রকৃতি-জননী জানি'
আমাদের দুখ-কষ্ট-রাশি,
শূন্য এ জীবন-'পরে
অনুকম্পা সতত প্রকাশি,

উষায় করেন সিক্ত
প্রতি প্রাতে অশ্রুজলে ভাসি'।
আর,'অন্তর্যামী দেব
জানাইয়া দেন জ্ঞানালোকে
—প্রতি পদে আমাদের—
তিনি কেবা—আমরাই বা কে।
এই মর্ত্ত্য অধোলোকে
চরাচর সকলেরি মাঝে
—কিবা জড়, কিবা নর—
মহান্ নিয়ম এক রাজে।
সে বিধি পবিত্র অতি
—করে যেন সবাই পালন,
সকলেরি পক্ষে তাহা
অতিমাত্র সুলভ সুগম।
সে বিধিটি এই বাছা :--
ঘৃণা-চক্ষে দেখো না কাহারে,
সবারেই ভালবেসো
কিংবা দয়া করো গো সবারে।

নির্ঝরিণী।

(Victor Hugo হইতে)

নির্ঝরিণী, শৈল হতে ঝরে
বিন্দু বিন্দু ভীষণ সাগরে।
নাবিকের মহাভীতি সিন্ধু বলে, "অশ্রুমতি!
আমা-কাছে কি চাহিস্ ওরে!

আমি যে প্রলয়-সম, মহাত্রাস মূর্ত্তি মম,
আকাশ আরম্ভে' যাহা, আমি করি শেষ।
তোরে কিবা প্রয়োজন, তুই অতি ক্ষুদ্রজন,
অসীম অনন্ত আমি অপার অশেষ॥"

নির্ঝরিণী বলে ধীরে, লবণাক্ত জলধিরে,
"তোমার যা নাহি, ওগো সাগর অতল!
বিনা রব-আস্ফালন, করি তাহা বিতরণ,
পান করিবার মত একবিন্দু জল॥"

কোন সুন্দরীর প্রতি।

(Victor Hugo হইতে)

রমণীয় করিতেই রমণী এ ভবে ;
সুন্দর করিয়া তোলে তারাই তো সবে।
প্রকাণ্ড রহস্য-এক এ বিশ্ব-ভুবন,
সুবিশদ ভাষ্য তার—নারীর চুম্বন।

প্রেমেরি এ কটিবন্ধ আকাশ-পাথার,
সমস্ত প্রকৃতি তারি দিব্য অলঙ্কার।
আত্মারে সে দেয় নিজ সৌরভ অতুল।
নারী না গড়িলে বিধি গড়িত না ফুল!

নীলকান্ত! কোথা তব থাকিত স্ফুরণ
যদি না থাকিত সেই মধুর নয়ন।
সুন্দরী-বিহনে বল হীরা বা কোথায়?
—সে শুধু সামান্য অন্ধ উপলের প্রায়।

শ্যামল-নিকুঞ্জ-মাঝে সুন্দরী-বিহনে
থাকে সে গোলাপ-কলি নিভৃত বিজনে ;
—ঘুমায় খুলিয়া তার রাঙা ঠোঁটখানি,
একটিও মুখে তার নাহি সরে বাণী।

যাহা কিছু মোহময় স্বপ্নময় হেথা,
রমণী হইতে তাহা লভে উজ্জ্বলতা।
হে গরবি! মুক্তারাজি তোমা-বিনা ছার!
তোমা ছাড়ি প্রেম মোর পশুর বিকার!

—— ——

তোমার বিহনে।

(Victor Hugo হইতে)

যেমন মাধবীলতা বিনা সে তমাল
—যে দেয় আশ্রয় তারে আজনম কাল ;
বাহিয়া উঠিবে বলি' যে দেয় তাহায়
সোপান রচনা করি' শাখায় শাখায় ;

—আমিও তেমনি নাথ তোমার বিহনে,
কৃপা করি' চিরদিন রেখো ও-চরণে!

বিহঙ্গ উড়িয়া যবে—মত্ত নিজ গানে—
ধায় সে অনন্ত-ধাম আকাশের পানে,
সহসা আহত হ'য়ে নিদারুণ শরে
ভগ্ন-পক্ষ হ'য়ে যথা ভূমে আসি' পড়ে;
—আমিও তেমনি নাথ তোমার বিহনে,
কৃপা করি' চিরদিন রেখো ও-চরণে।

তরঙ্গের মাঝে যথা ভঙ্গুর তরণী
—ঘিরে যবে চারিধারে তিমির-রজনী—
প্রচণ্ড পবনে সিন্ধু হয় তোলাপাড়,
চালাবার নাহি হাল—নাহি কর্ণধার;
—আমিও তেমনি নাথ তোমার বিহনে,
কৃপা করি' চিরদিন রেখো ও-চরণে।

"চিরদিন"।

[ফরাসী কবি কপ্পে হইতে]

মাথাটি রাখিয়া মোর বুকের উপরে
বলিলে—"তোমারি আমি চিরদিনতরে।"
কিন্তু তবু ছাড়াছাড়ি হবে একদিন
—সেই তো বিধির বিধি—দারুণ কঠিন!
কে জানে মোদের মাঝে আসিয়া মরণ
হরিয়া লইয়া যাবে কাহারে প্রথম।

প্রবীণ নাবিকগণ তরীঘাটে মনসুখে
ভ্রমিয়া ভ্রমিয়া
দেখিয়াছে শতবার তরিখানি আসিয়াছে
কূলেতে ফিরিয়া।
কিন্তু একদিন সেই তরিখানি পাড়ি দিল
উত্তরপ্রদেশে;
আর দেখা নাহি তার;— মেরুর বরফে বুঝি
চূর্ণ হ'ল শেষে।

দেখিয়াছি কতবার— বহিত বসন্ত-বায়
যবে ধীরে ধীরে,
ভ্রমন্ত বিহঙ্গগুলি মোর এই গৃহতলে
আসিত গো ফিরে'।
এইবার কিন্তু হায়! সেই সে বসন্ত এল
—তারা নাই নীড়ে!

তব ভালবাসা প্রিয়ে রবে চিরদিনতরে
—বলিছ আমায়,
কিন্তু আমি ভাবি মনে,— কত লোক গেল চলি'
না ফিরিল হায়!
তাই বলি, "চিরদিন" —এই কথা নাহি সাজে
মর্ত্ত্য-রসনায়!

আসলে জীবিত।

(Victor Hugo হইতে)

এই এরা রহে হেথা—ওরা যায় চলি;
কি মানব কিবা ধূলা—ঝঞ্ঝা আসি উড়ায় সকলি।

সমস্ত সংসার ব্যাপি' আছে অন্ধকার,
ঐকই প্রলয়-বায়ু মহাবেগে বহে চারিধার ;
—যায় বহি মানুষের মাথা 'পর দিয়া,
তরুপত্রগুলিকেও যায় গো দলিয়া।

যে যায়—তাহারে ডাকি' বলে যেই থাকে :—
"হতভাগা! পড়েছিস্ কি ঘোর বিপাকে!
আহা! তোরা কোন কথা পাবি না শুনিতে
আকাশ তরুর শোভা পাবি না দেখিতে,
ঘুমাইবি একলাটি শ্মশান-মাঝারে,
ঘিরিবে চৌদিকে আসি' নিশীথ-আঁধারে॥

যে থাকে—তাহারে ডাকি বলে যেই যায় :—
"তোদের কিছুই নাই—অশ্রু সাক্ষী তায়।
সুখ সেতো বিড়ম্বনা—মোহের আস্পদ,
মৃতেরাই করে লাভ প্রকৃত সম্পদ ;
জীবন্ত! তোরা তো সবে অপছায়া—মৃত,
আমরাই জানিবিরে আসলে জীবিত॥"

বুদ্ধদেবের পাখী।

(ফরাসী কবি কপ্পে হইতে)

লভিল সান্ত্বনা যবে বিশ্বজন তাঁর উপদেশে
পশিলেন বুদ্ধদেব মহাঘোর অরণ্য-প্রদেশে।
"নির্ব্বাণ" তাঁহার এবে একমাত্র চিন্তার বিষয়,
বসিলেন তারি ধ্যানে স্বর্গপানে তুলি বাহুদ্বয়।
বহুদিন বসি' এই সুপবিত্র ধ্যানের আসনে
যোগানন্দে মগ্ন তিনি অরণ্যের গভীর বিজনে।
অনন্ত স্বপনে করি' আপনার চিত্ত সমাধান
করিতে লাগিলা তপ লভিবারে স্বর্গীয় নির্ব্বাণ।
কালবশে এইরূপে জীর্ণশীর্ণ, অতি হীন-বল
অস্থিচর্ম্মসার দেহ— তবু ধ্যানে যতীন্দ্র অটল!
আর নাহি পায় তাপ দেহ তাঁর সূর্য্যকরজালে,
অসাড় সে দেহযষ্টি তরুসম ছাইল শৈবালে।
আঁধার আঁখির পাতা, নয়নের তারা দৃষ্টিহীন,
—মনে হয় যেন, উহা হয়ে গেছে প্রস্তর-কঠিন।
অনশনে বুদ্ধদেব হইয়াছিলেন মৃতপ্রায়;

শুধু ছোট পাখীগুলি —যারা ভাল বাসিত তাঁহারে
যাহারা করিত গান তরুশাখে বসি মনসুখে,
—রাখিয়া যাইত ফল তাঁর সেই তৃষাশুষ্ক মুখে
এইরূপ বহুদিন সেই সব ক্ষুদ্র বিহঙ্গম
ধ্যানমগ্ন বুদ্ধদেবে কোনমতে করিল পোষ

সহস্রসহস্র বার সহস্রবরষ অগণন
মাথার উপর দিয়া চলি গেল চন্দ্রমা-তপন,
তথাপি মুহূর্ত্ততরে সে মহাসমাধি তাঁর
টুটিল না কোনমতে —প্রতি অঙ্গ নিস্পন্দ অসাড়
দক্ষিণ বাহুটি, যাহা উত্তোলিত উর্দ্ধে নিরন্তর
শুধায়ে ধবলবর্ণ মনে হয় কঠিন প্রস্তর,
সেই হাতটিতে তাঁর —প্রবেশিয়া অরণ্য নিবিড়
ক্ষুদ্র এক পাখী আসি, যতনে রচিল ক্ষুদ্র নীড়।
পাখীটি উড়িয়া গেল রাখি' নীড় বিশ্বস্ত পরাণে
লঙ্ঘিয়া সাগর-গিরি , গেল চলি' দূর-দূর স্থানে।
প্রতি শীতকালে, ফিরি'. আসিত গো সেই নীড়ে তার
দেখিত তেমনি ঠিক্ অটুট অক্ষয় প্রতিবার।
এইরূপ আসে যায় অতিক্রমি' কত সিন্ধু-গিরি,
একবার কি হইল আর সে যে না আইল ফিরি।

যে সব ভ্রমন্ত পাখী দূরে যায় নিদাঘে চলিয়া,
আবার আইলে শীত পুন আসে স্বদেশে ফিরিয়া,
ফিরিবার কাল যবে তাহাদের হইল অতীত,
হিমাচল হল যবে সুগভীর তুষারে আবৃত,
যখন সে পাখীগুলি আর নাহি আসে নিজ নীড়ে,
তখন গো বুদ্ধদেব ফিরিয়া দেখেন ধীরে ধীরে
—শূন্য তাঁর করতল; তখন যে নয়ন মুনির
দেখে নাই এতকাল কোন্-কিছু বস্তু পৃথিবীর,
অসীম অনন্ত হেরি' যে নয়ন অন্ধ ঝলসিত,
শূন্য আকাশের ধ্যানে যে আঁখির দৃষ্টি নির্ব্বাপিত,
—নেত্রপক্ষ্মরাজি দগ্ধ রক্ত ছোটে আঁখিপাতা দিয়া—
তপ্ত দুইফোঁটা জল উঠিল সে নয়ন ভরিয়া।
শূন্য ছিল মন যাঁর বস্তু-হীন শূন্যের ধেয়ানে,
আশা অনুরাগ যাঁর একমাত্র আছিল নির্ব্বাণে,
সংসার হইতে যিনি ঘোর বনে করি' পলায়ন
সংসারের সুখদুঃখ করিয়াছিলেন বিসর্জ্জন
—সেই ভগবান্ বুদ্ধ নিতান্তই শিশুটির মত
পাখীটির তরে আহা বরষিলা অশ্রুজল কত॥